রাজনীতি, প্রশাসন ও উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত গ্রামীণ বাংলাদেশ

গবেষক

রহিমা বেগম

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ডালেম চন্দ্র বর্মণ

401309

এম. ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Library
401309

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ

ডিসেম্বর ২০০৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

রাজনীতি, প্রশাসন ও উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত গ্রামীণ বাংলাদেশ

GIFT

491309

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার স্বামী ও আদরের ছেলে
জাহীন ইয়াসার রেশাদ'কে

491309

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক ডালেম চন্দ্র বর্মণ
চেয়ারম্যান
শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪৪৭৬(অ.)
৮৬১৮২৬৯ (বাসা)
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬১৫৫৮৩

Professor Dalem Ch. Barman
Chairman
Dept. of Peace and Conflict Studies
University of Dhaka
Dhaka 1000, Bangladesh
Phone : 9661900-59/4476 (Off.)
8618269 (Res.)
Fax : 880-2-8615583

প্রত্যয়ন পত্র

আমি আনন্দের সাথে প্রত্যয়ন করছি যে, **"রাজনীতি, প্রশাসন ও উন্নয়নঃ প্রেক্ষিত গ্রামীণ বাংলাদেশ"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি রহিমা বেগম এর একক ও সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রচেষ্টা ও গবেষণার ফল। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি তথ্যের মৌলিক উৎস থেকে প্রণীত এবং এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ও সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, অভিসন্দর্ভটি অন্য কোন ডিগ্রী, ডিপ্লোমা, ফেলোশিপ কিংবা প্রকাশের উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বে কোথাও জমা দেয়া হয়নি।

(অধ্যাপক ডালেম চন্দ্র বর্মণ)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে ঘোষণা করছি যে, **"রাজনীতি, প্রশাসন ও উন্নয়নঃ প্রেক্ষিত গ্রামীণ বাংলাদেশ"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব অনুসন্ধান ও গবেষণার ফল। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি তথ্যের মৌলিক উৎস থেকে প্রণীত এবং এটি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান, অধ্যাপক **ড. ডালেম চন্দ্র বর্মণের** প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ও সম্পন্ন হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, অভিসন্দর্ভটি অন্য কোন ডিগ্রী, ডিপ্লোমা, ফেলোশিপ কিংবা প্রকাশের উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বে কোথাও জমা দেয়া হয়নি।

রহিমা বেগম

ঢাকা

২২ ডিসেম্বর, ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে **"রাজনীতি, প্রশাসন ও উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত গ্রামীণ বাংলাদেশ"** শীর্ষক গবেষণা কাজটি সমাপ্ত করতে হয়েছে বলে এতে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। তবে একথা সত্য যে, গবেষক হিসেবে আমার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার কোন অভাব ছিল না। গবেষণা কর্মটি পরিচালনা ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য অনেকেই আমাকে সহযোগিতা, পরামর্শ, নির্দেশনা ও উৎসাহ দিয়েছেন, যার ফলে কাজটি আমার পক্ষে শেষ করা সম্ভব হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমি সর্বাগ্রে গভীর শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করতে চাই আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক **অধ্যাপক ডালেম চন্দ্র বর্মণ**- এর নাম। তিনি গবেষণা প্রস্তাব তৈরী থেকে শুরু করে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি নির্ধারণ, উত্তরদাতা নির্বাচন, তথ্য বিশ্লেষণ ও তত্ত্বগত কাঠামো উন্নয়নসহ প্রতিটি পর্যায়ে যথেষ্ট ধৈর্য্যের সাথে আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন, দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন এবং সর্বোপোরি আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। এমন একজন যোগ্য, অভিজ্ঞ ও গুণী তত্ত্বাবধায়কের অধীনে কাজ করতে পেরে আমি সত্যিই ধন্য এবং গৌরাবান্বিত। তাঁর সহযোগিতা ছাড়া হয়ত আমার পক্ষে গবেষণা করা কোনভাবেই সম্ভব হত না। এজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

গবেষণার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন সময়ে আমাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সেমিনার গ্রন্থাগার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে যেতে হয়েছে। উল্লিখিত গ্রন্থাগারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আমাকে বিভিন্ন ধরণের বই, সাময়িকী ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে আমার গবেষণা কাজকে তরান্বিত করেছেন। আমি তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অনেক শিক্ষক আমার গবেষণা কাজ যথাসময়ে সম্পাদন করার জন্য আমাকে সবসময় উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, আমি তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। এছাড়া বিভাগীয় কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ আমাকে দাপ্তরিক কাজে সবসময় সহযোগিতা করেছেন এবং গবেষণা কাজে উৎসাহ দিয়েছেন। আমি তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গবেষণার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য আমাকে মাঠ পর্যায়ের একটি জরীপ কার্য পরিচালনা করতে হয়েছে। উক্ত জরীপে ধামরাই উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য ও সাধারণ গ্রামবাসীরা আমাকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করে গবেষণা কাজে সহায়তা করেছেন। তাঁদেরকেও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গবেষণাকালীন সময়ে আমার পরিবারের সদস্যদের পর্যাপ্ত সময় এবং সাহচার্য দিতে পারি নাই; কিন্তু তারা ধৈর্য্য ও সহনশীলতার সাথে আমাকে গবেষণা কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, গবেষণা কাজ করতে গিয়ে আমার একমাত্র ছেলে রেশাদ'কেও আমি পর্যাপ্ত সময় দিতে পারি নাই। আমার স্বামী ড. এম নাসিরউদ্দিন মুন্সী আমার গবেষণার উপাত্ত বিশ্লেষণ ও বিন্যাসে আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। এজন্য আমি তাদের কাছে ঋণী এবং তাদের সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সর্বোপরি, সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ্‌র কাছে আমি শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যিনি আমাকে গবেষণা কাজটি যথাসময়ে সম্পাদন করার নৈতিক শক্তি ও মনোবল যুগিয়েছেন।

রহিমা বেগম

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

	প্রত্যয়ন পত্র	**i**
	ঘোষণা	**ii**
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	**iii**
	সূচীপত্র	**v**
	সারণী	**vi**
অধ্যায় – ১ ঃ	ভূমিকা ও গবেষণা পদ্ধতি	১ – ৬
অধ্যায় – ২ ঃ	গবেষণা পর্যালোচনা	৮ – ২২
অধ্যায় – ৩ ঃ	বাংলাদেশের রাজনীতি ঃ একটি পর্যালোচনা	২৪ – ৩৯
অধ্যায় – ৪ ঃ	প্রশাসন ও প্রশাসনিক কাঠামো ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	৪১ – ৫৯
অধ্যায় – ৫ ঃ	উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	৬১ – ৭২
অধ্যায় – ৬ ঃ	বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়নে রাজনীতি ও প্রশাসনের ভূমিকা	৭৪ – ৭৯
অধ্যায় – ৭ ঃ	গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ	৮১ – ৯৮
অধ্যায় – ৮ ঃ	গবেষণা ফলাফল, সুপারিশমালা ও উপসংহার	১০০-১০৭
	পরিশিষ্ট	১০৯-১১৮

Dhaka University Institutional Repository

সারণীর তালিকা

সারণী		পৃষ্ঠা
১.১	গবেষণার পরিকল্পনা নক্সা	৫
৪.১	বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো	৪৯
৪.২	বাংলাদেশের মন্ত্রণালয়ের কাঠামো	৫০
৪.৩	জেলায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কার্যালয়	৫২
৭.১	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	৮৩
৭.২	চেয়ারম্যানদের পেশাগত সংশ্লিষ্টতা ও এর শতাংশ নিরূপণ	৮৪
৭.৩	উন্নয়নমূলক কাজের তালিকা ও শতকরা হার নিরূপণ	৮৫
৭.৪	ভবিষ্যৎ উন্নয়নমূলক কাজের তালিকা	৮৬
৭.৫	গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চেয়ারম্যানদের 'হ্যা' ও 'না' বোধক উত্তর	৮৭
৭.৬	স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়নে চেয়ারম্যানদের সুপারিশমালা	৮৯
৭.৭	ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	৯০
৭.৮	ইউপি সদস্যদের পেশাগত সংশ্লিষ্টতা	৯১
৭.৯	গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইউপি সদস্যদের 'হ্যা' ও 'না' বোধক উত্তর	৯৩
৭.১০	সাধারণ গ্রামবাসীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিরূপণ	৯৪
৭.১১	সাধারণ গ্রামবাসীদের পেশাগত কর্মকান্ড প্রদর্শন	৯৫
৭.১২	সংশ্লিষ্ট এলাকার উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহের চিত্র	৯৬
৭.১৩	নিম্নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 'হ্যা' ও 'না' বোধক উত্তর	৯৭

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় – ১

ভূমিকা ও গবেষণা পদ্ধতি

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় – ১

ভূমিকা ও গবেষণা পদ্ধতি

১.০ ভূমিকা

রাজনীতি, প্রশাসন ও উন্নয়ন- এই তিনটি পদ একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং একটি ছাড়া অন্যটি পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। যে কোন দেশের প্রতিটি নাগরিকের প্রত্যাশা থাকে দেশে সুষ্ঠু রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রবর্তণের, প্রশাসন ব্যবস্থায় সততা, স্বচ্ছতা ও নিষ্ঠার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর এবং ক্রমাগত উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার। বাংলাদেশের জনগণ এর ব্যাতিক্রম নয়। কিন্তু দু'শ বছরের বৃটিশ ভারতের ঔপনিবেসিক শাসন ব্যবস্থা থেকে শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত কখনই এদেশে সুষ্ঠু রাজনৈতিক চর্চা হয়নি। এমনকি ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের ৩২ বৎসরের ইতিহাসে আজও এদেশের রাজনীতিতে একই ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। একদিকে ক্ষমতাসীন লোকগুলো মুখে মুখে শুধু বলছেন উন্নয়নের কথা, বিভিন্ন সভা সমিতি ও সমাবেশে ঘোষণা দিচ্ছেন রাজনৈতিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রশাসনিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির। অন্যদিকে, ৬৮ হাজার গ্রামসমৃদ্ধ বাংলাদেশের নীরিহ সাধারণ মানুষ আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করে উন্নয়ন নামক সেই সোনার হরিণের জন্য। কিন্তু বাস্তবে এর প্রতিফলন কখনই দেখা যায় না। উন্নয়ন ঠিকই হচ্ছে; শুধু এক শ্রেণীর সুবিধাভোগীদের, যার ফল সাধারণ মানুষ পর্যন্ত পৌছায় না।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দূরাবস্থা ও সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য আমাদের সবাইকে এক মঞ্চে এসে দাঁড়াতে হবে। উন্নয়নের সূচনা করতে হবে গ্রাম থেকে। কারণ এদেশের প্রায় ৮৫ শতাংশ লোক গ্রামে বাস করে। সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিৎ করতে হবে। প্রতিনিধিত্বমূলক সমাজ কাঠামো গড়ে তুলতে হবে যেখানে থাকবে শতভাগ জবাবদিহিতা। রাজনৈতিক নের্তৃবৃন্দকে বল্গাহীন রাজনীতি ছেড়ে গঠনমূলক রাজনৈতিক চর্চা করতে হবে। অন্যদিকে প্রশাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে অর্থাৎ প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। ফলে দেশের প্রশাসনিক ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে কুক্ষিগত না থেকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে, যাতে করে গ্রামের নীরিহ সাধারণ মানুষকে সচিবালয়ের দারপ্রান্তে ঘুরে ঘুরে হয়রানির শিকার হতে না হয়। **"রাজনীতি, প্রশাসন ও উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত গ্রামীণ বাংলাদেশ"** শিরোনামের গবেষণায় এ বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাজনীতি ও প্রশাসনকে হতে হবে পরস্পর সহায়ক এবং লক্ষ্য হবে উদ্দেশ্যগত অভিন্নতা। তাহলেই হয়ত সম্ভব হবে বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে একটি সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

গবেষণার উদ্দেশ্য

'রাজনীতি, প্রশাসন ও উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত গ্রামীণ বাংলাদেশ' নামক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি গ্রামীন বাংলাদেশের উন্নয়নে রাজনীতি ও প্রশাসন কোন ভূমিকা পালন করছে কিনা কিংবা করে থাকলে কি ধরণের ভূমিকা পালন করছে, তার প্রকৃত বিবরণ তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছে। গবেষণার মূল উদ্দেশ্যগুলো নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

- ❖ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার বর্তমান দৃশ্যাবলী তুলে ধরা;
- ❖ গ্রামীণ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে রাজনীতি ও প্রশাসনের ভূমিকা মূল্যায়ন করা;

Dhaka University Institutional Repository

- ❖ গ্রামীণ বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রশাসন ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ যে সকল পরিকল্পনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছেন তা পর্যবেক্ষণ করা;

- ❖ উন্নয়ন কার্যক্রমে স্থানীয় সরকার প্রশাসন ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সফলতা কিংবা ব্যর্থতা যাঁচাইয়ের জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের মনোভাব পরীক্ষা করা;

- ❖ বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ খুঁজে বের করা এবং তার সুষ্ঠু সমাধানের উপায়সমূহ বের করা;

- ❖ উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কিছু সমস্যা ছাড়াও অন্যান্য যে সকল সমস্যা আমাদের সমাজে বিরাজমান যেমন, দুর্নীতি, সন্ত্রাস ইত্যাদি চিহ্নিত করা ও তার সমাধান বের করা;

- ❖ পরিশেষে, বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য কয়েকটি প্রস্তাবনা (সুপারিশ) পেশ।

গবেষণার পরিধি

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও প্রশাসনিক জটিলতা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা- আমাদের সুশীল সমাজ এ সত্যটি এখন উপলব্ধি করতে পেরেছেন। শুধু তাই নয়, এর আশু সমাধানের উপায় খুঁজে বের করার জন্য তাঁরা মরিয়া হয়ে উঠেছেন। পাশাপাশি আমাদেরও এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রামীণ বাংলাদেশকে প্রাধান্য দিতে হবে। **"রাজনীতি, প্রশাসন ও উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত গ্রামীন বাংলাদেশ"** গবেষণা কর্মে উন্নয়নের বিষয়টি সামনে রেখেই এর পরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে নিম্নোক্ত উপায়ে ঃ

Dhaka University Institutional Repository

- গবেষণা কর্মটি অধিক নির্ভরযোগ্য ও গতিশীল করার জন্য এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পর্যাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করা হয়;
- গ্রামীণ বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়;
- গবেষণা কর্মটি তথ্যবহুল করার জন্য ধামরাই উপজেলার নির্বাচিত বিভিন্ন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের (ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য) উপর একটি জরীপ চালানো হয়;
- এছাড়াও উল্লিখিত উপজেলার স্থানীয় সরকার প্রশাসন ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড পর্যালোচনা করার জন্য বিভিন্ন গ্রামের ৫০ জন সাধারণ গ্রামবাসীর উপর জরীপ চালানো হয়;
- অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজনীতি ও প্রশাসনে ভূমিকা ও কর্মকান্ড পর্যালোচনা করে পরিশেষে একটি সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণার প্রকৃতি ঃ

"রাজনীতি, প্রশাসন ও উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত গ্রামীণ বাংলাদেশ" গবেষণা অভিসন্দর্ভটি একটি অনুসন্ধানমূলক গবেষণা (Exploratory Research)। উল্লেখ্য যে, অনুসন্ধানমূলক গবেষণায় অত্যন্ত কার্যকরীভাবে হাইপোথেসিস পরীক্ষা করা সম্ভব। আমার এ গবেষণায় তথ্যের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎসসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণা নক্সা ঃ একটি সুন্দর কাঠামোগত ও আকর্ষণীয় ডায়াগ্রামের মাধ্যমে গবেষণার বিভিন্ন ধাপ বা অধ্যায়গুলো তুলে ধরা হল ঃ

Dhaka University Institutional Repository

ডায়াগ্রাম – ১.১ ঃ গবেষণার পরিকল্পনা নক্সা

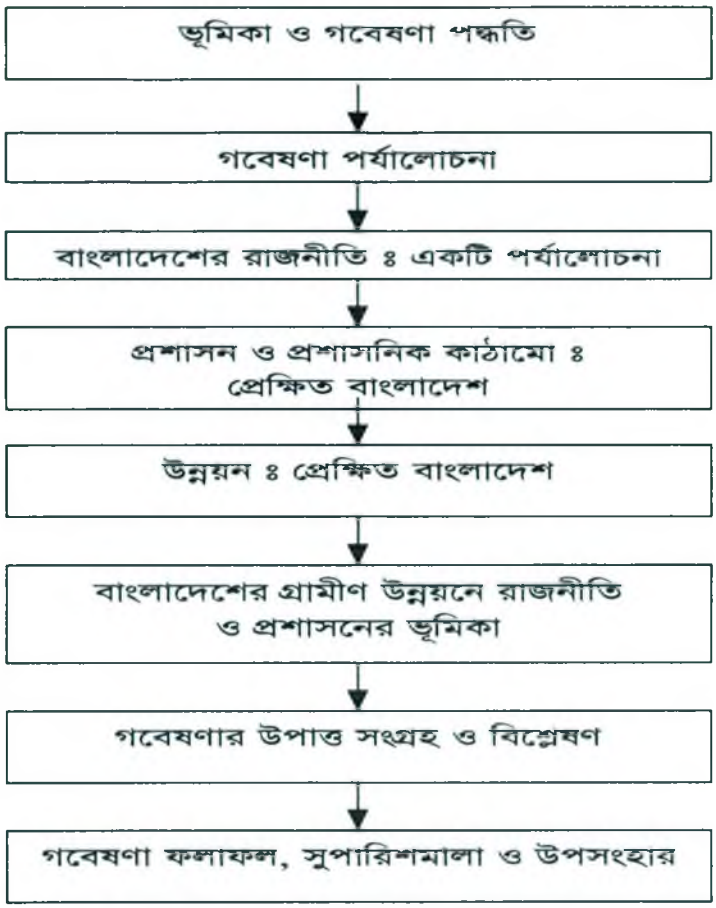

গবেষণার নমুনা সংগ্রহ ঃ

গবেষণায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখার স্বার্থে গবেষকের পরিচিত নয় এমন একটি উপজেলা (ধামরাই) ও তার বিভিন্ন গ্রাম গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। গবেষণার সুবিধার্থে তিন ধরণের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। **প্রথমতঃ** উপজেলার ১৬টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত ১৬ জন চেয়ারম্যান; **দ্বিতীয়তঃ** ১৬টি ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্যের মধ্য থেকে ৫০ জন সদস্য (মহিলা সদস্যসহ); **তৃতীয়তঃ** উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে ৫০ জন সাধারণ গ্রামবাসী নমুনা উত্তরদাতা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। ইউপি সদস্য ও সাধারণ গ্রামবাসীদের সিম্পল র‍্যান্ডম নমুনায়ন (Simple Random Sampling) পদ্ধতির মাধ্যমে মনোনয়ন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ঃ

গবেষণার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য তিনটি আলাদা পূর্ণ প্রশ্নমালা (Structured Questionnaire) প্রণয়ন করা হয় এবং এগুলো উত্তরদাতাদের মাঝে বিতরণ করা হয়। এসকল প্রশ্নমালার প্রত্যেকটি প্রশ্ন গবেষণার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিন্যাস করা হয় এবং এগুলো প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করা হয়।

তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি ঃ

গবেষণা কর্মটি অধিক নির্ভরযোগ্য ও নিরপেক্ষ করার জন্য প্রশ্নমালা পদ্ধতিতে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। নমুনা উত্তরদাতাদের মধ্যে চেয়ারম্যান ও সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার তারতম্য তারতম্য অনেক। তবে এদের অধিকাংশই ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট। সাধারণ গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন পেশার লোকদের যেমন, কৃষক, ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবীদের নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে ১৬ জন চেয়ারম্যান, ৪৪ জন ইউপি সদস্য এবং ৪১ জন সাধারণ গ্রামবাসী প্রশ্নমালা পূরণ করে ফেরৎ পাঠান। এসকল তথ্য ও উপাত্ত অধ্যায়- ৭ এ বিভিন্ন সারণীর মাধ্যমে প্রদর্শন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণার উপাত্তসমূহ বিন্যাস ও বিশ্লেষণ ঃ

গবেষণায় উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিন সেট প্রশ্নমালায় প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তসমূহ যথারীতি সম্পাদনা, বিশ্লেষণ ও বিন্যাস করা হয়। উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য কম্পিউটারে এন্ট্রি দেওয়ার পূর্বে সেগুলোক কোড করা হয়। বিশ্লেষণের জন্য উপাত্তসমূহ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অন্তর্ভূক্তি করা হয় এবং এসকল উপাত্তের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সারণী তৈরী করা হয়। উপাত্তসমূহ অন্তর্ভূক্তি, সম্পাদনা, বিশ্লেষণ এবং সমন্বয় সাধনের জন্য পরিসংখ্যানের এস পি এস এস (SPSS) সফট্ওয়্যার প্যাকেজ ব্যবহার করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় - ২

গবেষণা পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় - ২

গবেষণা পর্যালোচনা

২.০ ভূমিকা

রাজনীতি, প্রশাসন ও উন্নয়ন এই তিনটি পদ আমাদের দৈনন্দিন ও সমাজ জীবনে একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং একটি বাদ দিয়ে অন্যটি পরিপূর্ণতা পায় না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যখন এদের ইতিবাচক প্রভাব পড়ে তখনই একটি সুশীল সমাজ গড়ে উঠে, আর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বিরাজ করে শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং উত্তরোত্তর সাধিত হয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি। এজন্য প্রয়োজন মৌলিক নীতিমালার ক্ষেত্রে ঐক্যমত। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ঐক্যমতের অভাবেই আমাদের রাজনৈতিক জীবনে অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা দেখা দিয়েছে; শুধু রাজনৈতিক জীবনেই নয়, আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও দেখা দিয়েছে প্রকট সংকট। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই গড়ে তুলেছে এর শক্ত ভিত। ফলে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্ষমতা, নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে রাজনৈতিক নের্তৃবৃন্দের সাথে তাদের বিরোধ চরমে। বাধাগ্রস্ত হচ্ছে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এদেশের বিভিন্ন চিন্তাবিদ্, সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ্ ও বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশের রাজনীতি, প্রশাসন ও উন্নয়ন সম্পর্কে অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলিল বর্ণনা দিয়েছেন স্বতন্ত্রভাবে। তবে তাদের কেউই এই তিনটির মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেননি। "রাজনীতি, প্রশাসন ও উন্নয়নঃ

Dhaka University Institutional Repository

প্রেক্ষিত গ্রামীণ বাংলাদেশ" শিরোনামে এ পর্যন্ত কেউ গবেষণা কাজ পরিচালনা করেন নি, যদিও বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও যুগপোযোগী। তাই বাংলাদেশে এ জাতীয় একটি গবেষণা কাজ করার জন্য আমি শুরু থেকেই অত্যন্ত আগ্রহী ছিলাম বিধায় আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক আমাকে এ দায়িত্বটি অর্পণ করেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ জাতীয় গবেষণা বাংলাদেশের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

২.১ গবেষণা পর্যালোচনা

"রাজনীতি, প্রশাসন ও উন্নয়নঃ প্রেক্ষিত গ্রামীণ বাংলাদেশ" শিরোনামের সাথে সম্পর্কযুক্ত কতিপয় গবেষণা প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ও পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

আহমদ (১৯৯৫) 'তুলনামূলক রাজনীতিঃ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ' গ্রন্থে রাজনীতির বিভিন্ন দিক, তুলনামূলক রাজনীতির নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ এবং এর মৌলিক ভাবধারাগুলোকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থে তুলনামূলক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিভিন্ন তত্ত্ব সম্পর্কে গঠনমূলক আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে, যার ফলে ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন মতবাদ ও তত্ত্বের তুলনামূলক প্রয়োগ -যোগ্যতা, উৎকর্ষ ও ত্রুটি সম্পর্কেও অবগত হতে পারে। এখানে যে বিষয়গুলো আলোচনায় স্থান পেয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে - তুলনামূলক রাজনীতিঃ সাম্প্রতিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি; পরিবর্তন, আধুনিকীকরণ ও রাজনৈতিক অগ্রগতি; রাজনৈতিক কৃষ্টি ও দীক্ষা; আচরণবাদ বা বিহেভিওরালিজম্; সংঘ বা গ্রুপ তত্ত্ব; এলিট তত্ত্ব; শ্রেণী বিশ্লেষণ প্রভৃতি।

রহমানের (১৯৯৪) দৃষ্টিতে রাজনৈতিক সংকট আপনা-আপনি সৃষ্টি হয় না; এটা সৃষ্টি করা হয়। আর এ সংকট সৃষ্টি করে এক ধরণের সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদরাই। 'রাজনৈতিক সংকট ও জনতার দৃষ্টিপাত' গ্রন্থে এ সত্যটি প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। সাধারণত, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাজনীতি করেই

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতাসীন হতে হয়। তাই রাজনীতিতে সংকট সৃষ্টি হলে তা সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে এবং বহু আনুসঙ্গিক সংকট সৃষ্টি হয়। এসব সংকট হচ্ছে সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, শিক্ষাসম্বন্ধীয়, অপরাধমূলক, দুর্নীতিমূলক, আইনগত, শান্তিশৃঙ্খলাজনিত ইত্যাদি। এ গ্রন্থে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতেও চলছে এক সংকটময় অধ্যায়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও বিষোদ্গার করছে। এখানে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজনীতির সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। রাজনৈতিক সাম্য ও স্থিতিশীলতা না থাকলে অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতি দারুনভাবে ব্যাহত হয়।

মনিরুজ্জামান (২০০১) 'বাংলাদেশের রাজনীতিঃ সংকট ও বিশ্লেষণ' গ্রন্থে রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে অকপট ও সাহসী বক্তব্য রেখেছেন। তিনি এমন একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, যাঁর প্রত্যাহিক চিন্তা-চেতণা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, আবেগ-অনুভূতি ও আশাবাদ নিবিড়ভাবে অনুরণিত ও স্পন্দিত হয় রাজনীতির উত্তাপে। এ বইয়ে গ্রন্থিত ৩৭টি লেখায় সেই সত্যই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। জাতীয় রাজনীতিতে যেসব বিষয় সবচেয়ে বেশী জটিল ও স্পর্শকাতর বলে বিবেচ্য হয় তার প্রায় প্রতিটিরই যথার্থ সন্নিবেশ ঘটেছে এই গ্রন্থে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, অসহিষ্ণুতা ও সহিংসতাই হয়ে পড়েছে বাংলাদেশের রাজনীতির অনিবার্য নিয়তি। গণতন্ত্র ও উন্নয়ন বিরোধী এই দুষ্ট চক্র থেকে মুক্তির উপায় উদ্ভাবনে গবেষণাকর্ম একেবারেই যে হয়নি তা নয়। এ গ্রন্থেও জাতির উন্নয়ন ভাবনার বিপরীতে যেসব সমস্যা ও সংকট বার বার ঘুরে ফিরে একই বৃত্তে আবর্তিত হচ্ছে তার স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রন্থটি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে ১৯৯২ থেকে ২০০০ পর্যন্ত সময়ে প্রকাশিত তাঁর লেখা নিবন্ধ ও সাক্ষাৎকারের সংকলন। এর মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়ন চমৎকারভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

সিদ্দিকীর (১৯৯২) 'বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি' নানা দিক দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর অনন্যধর্মী গবেষণা। এতে দারিদ্র্য

Dhaka University Institutional Repository

সমীক্ষার দৃষ্টি দারিদ্র্য পরিমাপের স্থলে দারিদ্র্য ব্যাখ্যার উপর নিবদ্ধ করা হয়েছে। এ গবেষণায় যে সব প্রক্রিয়া গ্রমীণ বাংলাদেশে দারিদ্র্য সৃষ্টি করছে, দারিদ্র্যকে তীব্র করছে এবং বজায় রাখছে তাই বিধৃত করা হয়েছে। তিনটি পর্যায়ে এ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথমত, গ্রামীণ দারিদ্র্যের জন্য দায়ী পল্লী কাঠামোর অভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহকে সনাক্ত করা হয়েছে এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, গ্রামীণ দারিদ্র্যের শহুরে প্রেক্ষিতের অবদান পরীক্ষা করা হয়েছে। তৃতীয়ত, বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্যের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত সনাক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সেনের (১৯৮২) 'আমলাতন্ত্র ও আর্থ-সামাজিক মুক্তি' প্রবন্ধে জোড়ালো-ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে যে আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে আমলাতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা নেই অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিপূর্ণভাবে অংশ নেয়ার। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের এসব দেশে শ্রেণী নেতৃত্ব না থাকায় আমলাদেরই হাতে রাষ্ট্রযন্ত্র কুক্ষিগত এবং তারাই আজ অর্থনৈতিক উন্নয়নের নেতৃত্বে আসীন। এই অযোগ্য নেতৃত্বের অনিবার্য ফলস্বরূপ বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে যে বিকলাঙ্গ অর্থনীতির উন্মেষ ঘটেছে তা থেকে মুক্তির পথ কি, তা আজ প্রত্যেক সমাজ সচেতন ব্যক্তিকেই ভাবতে হবে। কারণ সমাজ বা রাষ্ট্রের নেতৃত্ব কারা দেবে, সেটা নেতৃত্বের উপর নয়, সমাজ কাঠামোর উপর নির্ভর করে। তাই সমাজ কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তনেই খুঁজতে হবে আমাদের মুক্তির পথ।

সকল ধরনের সরকার ব্যবস্থায়ই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কেননা এর সফলতার উপর জাতীয় সরকারের সফলতা ও উৎকর্ষ বহুলাংশে নির্ভরশীল। রহমানের (২০০০) 'বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন' গ্রন্থে বিশেষভাবে এর প্রতিফলন ঘটেছে। স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ইহা দেশের প্রশাসন ব্যবস্থার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। লেখক তাঁর বইটিতে ১৮৭০ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে স্বায়ত্তশাসনের বিকাশ এবং বিস্তার বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি তার আলোচনায়

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ শাসন আমলে স্বয়ত্তশাসন ব্যবস্থার কাঠামো, কার্যাবলী, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন তুলে ধরেছেন। এছাড়াও তিনি যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার সাথে এদেশের একটি তুলনামূলক আলোচনাও সন্নিবেশিত করেছেন।

সিদ্দিকীর (১৯৯৫) Local 'Government in Bangladesh' গ্রন্থে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের সকল খুঁটিনাটি বিষয় স্থান পেয়েছে, যেমন স্থানীয় সরকারের বিবর্তন, কাঠামো, গঠন, কার্যক্রম, অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সম্পর্ক, কর্মী প্রশাসন এবং প্রশাসনিক সমস্যাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এ গ্রন্থে। এছাড়াও লেখক স্থানীয় সরকারের একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন এবং বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একটি মূল ধারা উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্থানীয় সরকারের সাথে তুলনামূলক একটি আলোচনাও করা হয়েছে এ গ্রন্থে এবং বাংলাদেশের জন্য একটি কার্যকরী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে।

হাসান উজ্জামানের (১৯৮১) 'সমসাময়িক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতি' গ্রন্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাম্প্রতিককালে ব্যবহৃত নতুন নতুন পদ্ধতি এবং উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি দু'টি অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যবহৃত নতুন নতুন পদ্ধতি এবং রাজনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, রাজনৈতিক সংহতি, আধুনিকীকরণ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অপরদিকে, দ্বিতীয় অংশে মূলতঃ উন্নয়নশীল সমাজসমূহের রাজনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি তথা তাদের সামগ্রিক উন্নয়নের ব্যাপারে অনস্বীকার্যভাবে জড়িত কতকগুলি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া দ্বিতীয় অংশের শুরুতেই দু'টি রচনায় যথাক্রমে অপাশ্চাত্য উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক জীবনে বিদ্যমান কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

রায় ও মামুন (১৯৯৪) 'প্রশাসনের অন্দরমহলঃ বাংলাদেশ' গ্রন্থে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে গত চল্লিশ বছরে আমলা (প্রশাসক) আধিপত্যের দরুণ কী সংকটের সৃষ্টি হয়েছে তাই মূলত তুলে ধরেছেন। রচনার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে প্রাথমিক ও আনুষঙ্গিক মুদ্রিত উপাদান এবং চল্লিশজন উচ্চপদস্থ আমলার সাক্ষাৎকার। এতে পরিস্ফুটিত হয়েছে আমলা-মন, তাঁদের নিত্যদিনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পটভূমি, উন্নয়ন, সাধারণ ও সংকটকালীন পরিস্থিতিতে তাঁদের ভূমিকা, সামরিক-বেসামরিক আমলা সম্পর্ক ইত্যাদি। আরো দেখানো হয়েছে, সামাজিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের নিয়ত মিথস্ক্রিয়ায় ব্যক্তি আমলা ভোগ করেন প্রায় স্বায়ত্তশাসন এবং অহরহ ব্যবহার করতে পারেন তাঁর ক্ষমতা, পেশাগত দক্ষতা জনস্বার্থের পক্ষে বা বিপক্ষে।

ইসলাম (১৯৯২) 'বাংলাদেশের রাজনীতি' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, বিশ্ব ইতিহাসের গতিধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয় বাংলাদেশ; বিচ্ছিন্ন নয় বলেই শুধু রাষ্ট্রনীতি বা রাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই নয়, অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সংকট উত্তরণ ও সুষ্ঠু বিকাশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা অভিন্ন কিছু নয়। উপনিবেশবাদ এদেশে শেকড় গাড়লেও এদেশেই আবার উপনিবেশবাদ বিরোধী চেতণার জন্ম, সারা উপমহাদেশে যার অপ্রতিরোধ্য বিস্তার ঘটে। ক্রান্তি কালের ক্রমলগ্নে স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যে স্বৈরতন্ত্রবিরোধী ভূমিকায় সে চেতণার প্রকাশও বারবার ঘটেছে বাংলাদেশে। লেখক আরও উল্লেখ করেছেন, রাষ্ট্র যেমন ব্যক্তি, শ্রেণী, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়বিশেষের পেশীশক্তি করায়ত্ত প্রশাসনযন্ত্র নয়, তেমনি অসমভাবে পুঞ্জীভূত অর্থ-সম্পদও কোন ধনিক-বনিক ও গোষ্ঠীভূক্ত হওয়াটা সুস্থ অর্থনীতির বিকাশ নয়। সমাজতন্ত্র, এমনকি গণতন্ত্রের নামে এই শেণীভিত্তিক পেশীশক্তির মহড়া আপাত দৃষ্টিতে যতই ভীতিব্যঞ্জক ও দুর্বিনীত মনে হোক না কেন, অবশ্যম্ভাবী গণবিপ্লবের প্লাবনের মুখে দুর্ভেদ্য বাস্তিল দূর্গের মতই তা অস্থায়ী ও অসার।

Gaus (১৯৬৩) রচিত সমকালীন প্রশাসন পদ্ধতি ও টেক্‌নিকের সংঙ্গে জনসাধারণের ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় করানো 'জনশাসনের বিভিন্ন দিক'

Dhaka University Institutional Repository

(Reflections on Public Administration) গ্রন্থের আসল উদ্দেশ্য। লোক-শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে কতগুলো প্রচলিত অথচ প্রয়োজনীয় তথ্য - যা কারো কারো জানা থাকলেও ভাসা ভাসা কি অস্পষ্ট - জন্ ম্যারিমান্ গাউসের কয়েকটি বক্তৃতায় সহজ ও সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে। ১৯৪৫ সনে আলবামা বিশ্ববিদ্যালয়ে গাউস যে কয়টি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেগুলোর সংকলন তাঁর 'Reflections on Public Administration', মনিরুদ্দিন ইউসুফ এটি অনুবাদ করেছেন 'জনশাসনের বিভিন্ন দিক' নামে।

Haque (১৯৮৬) 'Politics in Bangladesh: Conflict and Confusion' প্রবন্ধে প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার একটি অত্যন্ত চমৎকার বিবরণ তুলে ধরেছেন। এখানে বৃটিশ-ভারতে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র এবং এর বিরুদ্ধে জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এবং দেশীয় রাজনৈতিক নের্তৃবৃন্দের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ভারত বিভাজন ও পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের উদ্ভবের বিবরণও এ লেখায় স্থান পেয়েছে। লেখক এ প্রবন্ধে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিশদ্ বিবরণ তুলে ধরেছেন; একই সাথে এর ভৌগোলিক অবস্থান এবং রাজনীতিতে তার প্রভাব বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশ এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে অসংখ্য রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি, হরতাল, ঘেরাও, মিছিল, মিটিং, ধর্মঘট নিত্যদিনের ঘটনা এবং যেখানে সত্যিকারের রাজনৈতিক নেতা খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। এর পরও তিনি হতাশ হননি; আশার আলো দেখতে পেয়েছেন। একজন যোগ্য নেতা অবশ্যই প্রশাসনের ভার গ্রহণ করবেন এবং সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনা করবেন।

Anisuzzaman (১৯৮৬) 'Administrative Culture in Bangladesh: The Public Bureaucrat Phenomenon' প্রবন্ধে বিভিন্ন পরিবেশে আমলাতান্ত্রিক চরিত্র বা আচরণের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। লেখক তাঁর প্রবন্ধে আমাদের সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত বাংলাদেশে আমলাতান্ত্রিক আচরণের কিছু বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি আলোচনার জন্য আমাদের প্রশাসনিক

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতির পাঁচটি উল্লেখযোগ্য দিক চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হচ্ছেঃ 'the mystic of the Rule', 'the mystic of Tadbir', 'the mystic of Districtisms', 'the mystic of Services', and 'the mystic of District Administration'.

দাশগুপ্ত (১৯৯৪) 'উন্নয়ন, গণতন্ত্র ও সামরিকীকরণ' প্রবন্ধে স্বতন্ত্রভাবে উন্নয়ন, গণতন্ত্র এবং সামরিকীকরণকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এবং সমাজে এর প্রভাব ও গণমানুষের উন্নয়নে এদের ভূমিকার কথাও আলোচনা করেছেন। তিনি উন্নয়নের প্রধান শর্ত হিসেবে কখনও গণতন্ত্রের সাফাই গেয়েছেন আবার কখনও স্বৈরতন্ত্রের সাফাই গেয়েছেন তাঁর এ প্রবন্ধে; অবশ্য এ সবই বিভিন্ন মানুষের মতবাদ। নিজে দায়িত্ব নিয়ে কোন মতামত প্রদান করেননি। তবে তিনি গণতন্ত্রকেই যে বেশী পছন্দ করেন প্রবন্ধের বিভিন্ন স্থানে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

Ahmed (১৯৮৬) 'Politics of Rural Development in Bangladesh, 1950 – 1970: Issues of Community Development Programme, Local Government and Rural Works Programme' প্রবন্ধে ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ সময়কালীন বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়নের রাজনীতির দৃশ্যের একটি সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন। কিভাবে গ্রামীণ জনগণ তাদের কাজের দ্বারা অধিক লাভবান হতে পারে সে বিষয়ে এখানে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। লেখক ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশের গ্রমীণ উন্নয়ন এবং এজাতীয় অন্যান্য বিষয় যেমন, সমাজ উন্নয়ন, স্থানীয় সরকার ও গ্রামীণ কাজ কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন।

খসরু (১৯৯৪) 'সামরিক আমলাতন্ত্রের পেশাদারিত্ব এবং রাজনীতিতে বৈধতার সংকট' প্রবন্ধে সাধারণ মানুষের জীবন প্রবাহে সামরিক আমলাতন্ত্রের প্রভাব এবং রাজনীতিতে এর বৈধতার প্রশ্নে যে সব সংকটের মোকাবেলা করতে হয় তার একটি চমৎকার বিবরণ তুলে ধরেছেন। পর্দার অন্তরালে কিংবা প্রত্যক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

যেভাবেই হোক না কেন রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর অংশ গ্রহণ যেমন প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাদের নিজেদেরকে সংকটের মধ্যে ফেলে দেয়, জড়িয়ে পরে নানা সমস্যার মধ্যে, তার চেয়েও বেশী সংকট ও সমস্যার জন্ম দেয় বেসামরিক রাজনৈতিক নেতৃত্বে, বেসামরিক রাজনীতি ও প্রতিষ্ঠানের জন্য। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা এবং ক্ষমতা দখল নিজ প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের পাশাপাশি বেসামরিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকেও মারাত্মক পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্থ করে। এছাড়া বেসামরিক রাজনীতিবিদদের প্রজ্ঞা, দক্ষতা ও প্রশাসনিক সফলতার সকল সম্ভাবনাকে ক্রমাগত সষ্ট করে দেয়।

বাংলাদেশে লোকপ্রশাসন ব্যবস্থা কতটুকু উন্নয়নমূখী আর এদেশের প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ নীতিপ্রণয়ন, পরিচালনা, সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কতটুকু সাফল্য অর্জন করেছেন তার বিশ্লেষণ আহ্মদের (১৯৮০) 'বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন' গ্রন্থে রয়েছে। এ গ্রন্থের আলোচনার মূল বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের এলিট প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ যারা নীতি নির্ধারণ ও নীতি বাস্তবায়নে মূখ্য ভূমিকা পালন করছেন। বুদ্ধিবৃত্তি, প্রশিক্ষণ, উচ্চ সামাজিক মর্যাদা ও সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্টতা প্রমুখ প্রধান প্রধান সুবিধা তারা উপভোগ করছেন। লেখক আরও উল্লেখ করেছেন যে, বাংলাদেশের প্রশাসনিক এলিটরা প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানী এলিটদের উত্তরাধিকার বহন করছেন আর পরোক্ষভাবে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের কাছে ঋণী, কেননা এদেশের প্রশাসনিক কাঠামো, কার্যক্রম ও প্রশাসনিক এলিটদের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে অতীতের ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের কাঠামো, কার্যক্রম ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে।

আলমগীর (১৯৯১) 'গণতন্ত্র ও সুশীল প্রশাসনঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' প্রবন্ধে বাংলাদেশের সংবিধানে সুশীল প্রশাসন বা সিভিল সার্ভিসের মৌল ভিত্তি ও বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করেছেন। সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ বিশ্লেষণ করে তিনি যা বলতে চেয়েছেন সংক্ষেপে তা হলঃ সুশীল প্রশাসনের সকল কর্মকান্ড ও তৎপরতা জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস হিসেবে বিবেচনা করে

Dhaka University Institutional Repository

গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তায়ন প্রক্রিয়া জনগণের কল্যাণে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এবং মৌলিক মানবাধিকার অর্জন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে প্রযোজিত হতে হবে। এই লক্ষ্যসমূহ অর্জনের প্রয়াসে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার সাথে সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করবে। এ প্রবন্ধে তিনি আশা করছেন নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের ফলশ্রুতিতে সকল গণতান্ত্রিক ও বহুবাচনিক রাজনৈতিক মতাদর্শের বিশ্বাসীরা একত্রে এগিয়ে আসবেন। যার ফলে একটি নিরপেক্ষ সুশীল প্রশাসনের ভিত শক্ত ও সম্প্রসারিত হবে।

চৌধুরীর (১৯৯১) 'আমলা-রাষ্ট্রের মতাদর্শ ও উন্নয়ন সমস্যা' নামক নিবন্ধে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমলা-রাষ্ট্রের মতাদর্শগত কারসাজি বা কৌশলের বিশেষ কতিপয় উপাদানের ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমলারাষ্ট্রের আর্থ-রাজনীতির যে রূপরেখা এ নিবন্ধে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে তা থেকে বলা যায় যে, আমলা শাসকগোষ্ঠীর হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকা অবস্থায় সমাজ-বিন্যাসের রূপান্তর তথা উন্নয়নের প্রক্রিয়া অনিবার্যভাবেই বিকৃত ও বাধাগ্রস্ত হয়। এরূপ শাসকগোষ্ঠীর অধীনে রাষ্ট্রের নীতি-পরিকল্পনা মূখ্যতঃ আমলা ক্ষমতার সম্প্রসারণ ও স্থায়ীকরণের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। আমলা-শাসন ও নয়া উপনিবেশিক শোষণে এ গ্রন্থিবদ্ধ ব্যবস্থাকে অটুট রাখার প্রয়োজনে শাসকগোষ্ঠী জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ধর্মীয় মূল্যবোধ, প্রশাসনিক আধুনিকায়ন, ছাত্র-রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়গুলোকে নাটকিত করে জনগণকে মতাদর্শগতভাবে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পায়।

ইসলাম (১৯৮৭) 'বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যাঃ বর্তমান উন্নয়ন ধারার সংকট এবং বিকল্প পথের প্রশ্ন' নামক গবেষণা কর্মে বাংলাদেশের বর্তমান উন্নয়ন ধারার পর্যালোচনা এবং বিকল্প উন্নয়ন কৌশলের রূপরেখা বিষয়ক একটি সামগ্রিক আলোচনা উপস্থিত করার চেষ্টা করেছেন যা পরিবর্তন-প্রত্যাশীদের জন্য পরিবর্তনের রূপরেখা বিষয়ক একটি আলোচনা-দলিল হিসেবে কাজ করতে পারে। বর্তমানে গ্রন্থটির যে বিষয়টিতে বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে, তা হলো, বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যার বিভিন্ন দিকের আন্তঃসম্পর্কটি উদঘাটিত

Dhaka University Institutional Repository

করা; কেননা, এভাবেই কেবল সমস্যার মূল গ্রন্থিসমূহ খুঁজে পাওয়া সম্ভব এবং তা নিরসনের উপায়ে উপনীত হওয়া যেতে পারে।

দাশগুপ্ত (১৯৯১) 'প্রশাসনিক কাঠামো আমলাতন্ত্র ও রাষ্ট্র' নিবন্ধে প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের ফলে বাংলাদেশে আমলাতন্ত্র যে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে জনগণের কল্যাণের বদলে অকল্যাণ বয়ে এনেছে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। আর এই রাষ্ট্রীয় কাঠামো যে ধনীক শ্রেণীরই স্বার্থ রক্ষা করে ও জনস্বার্থ বিরোধী ভূমিকা রাখে এখানে লেখক তার তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, আমলাতন্ত্রকে উৎখাত করার জন্য সমাজ কাঠামো, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা উৎপাদন সম্পর্ক ও রাজনীতিক নীতিমালা তথা রাষ্ট্রীয় দর্শনের পরিবর্তন একান্ত জরুরী। দেশের যে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী আমলাতন্ত্রের হাতে সর্বাপেক্ষা বেশী অবহেলিত, নির্যাতিত ও শোষিত তাদের সচেতন ও সংগঠিত অর্থনৈতিক আন্দোলন এবং রাজনৈতিক সক্রিয়তাই কেবল এই জনস্বার্থ বিরোধী ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে পারে।

হকের (১৯৮২) 'বাংলাদেশঃ সংবিধান, প্রশাসন ও রাজনীতি' প্রবন্ধে নতুন সংবিধানের অধীনে বাংলাদেশে কি ধরণের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, প্রশাসনিক দায়িত্বশীলতা অর্জনের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ ও আমলাদের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক ছিল, এই সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে কি কি পরিবর্তন ঘটেছে এবং এই সব পরিবর্তন প্রশাসন ও রাজনীতিকে কিভাবে প্রভাবিত করে তা আলোচনা করা হয়েছে। লেখক আরও উল্লেখ করেছেন যে, বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের মধ্যে কোন্দল সত্ত্বেও তাঁরা প্রশাসন ও রাজনীতিতে নিজেদের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রেখেছেন। গণভিত্তিক শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও আদর্শবান রাজনৈতিক ক্যাডার গড়ে না ওঠা পর্যন্ত আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য অব্যহত থাকবে।

সাহা (২০০২) 'স্থানীয় সরকার ঃ ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থাপনা' গ্রন্থে ৯টি অধ্যায়ে ১৬টি বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদের সামগ্রিক কার্যবলী যথাসম্ভব সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদ

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘদিন যাবৎ তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান হিসেবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। লেখকের মতে, স্থানীয় উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হলে জনগণের কল্যাণ যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি তাদের অংশ গ্রহণও সম্ভব হবে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত ইউনিয়ন পরিষদ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছার জন্য এর আইন, বিধিসমূহ যথাযথ অনুধাবন এবং প্রয়োগের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অপরিহার্য। 'স্থানীয় সরকারঃ ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক পুস্তকটি ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কিত আইন, বিধি ও দিক নির্দেশনা সম্বলিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলের কার্য সম্পাদনে এবং আগ্রহী পাঠককে ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রাম পরিষদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সহায়তা করবে।

২.২ উপসংহার

রাজনীতি, প্রশাসন ও উন্নয়ন আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে একে অপরের পরিপূরক, সহায়ক ও নির্ভরশীল এবং একটিকে ছাড়া অন্যটি পরিপূর্ণতা পায়না। বিভন্নি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ্, গবেষক এবং পন্ডিত ব্যক্তি এ বিষয়ে নানাভাবে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন সমাজ জীবনে রাজনীতির হস্তক্ষেপ সমাজ জীবনে আমলাতন্ত্রের সুফল ও কুফল সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এদের প্রভাব। "রাজনীতি, প্রশাসন ও উন্নয়নঃ প্রেক্ষিত গ্রামীণ বাংলাদেশ" শিরোনামে এ পর্যন্ত কেউ গবেষণা কাজ পরিচালনা করেন নি, যদিও বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও যুগপোযোগী। তাই বাংলাদেশে এ জাতীয় একটি গবেষণা কাজ করার জন্য আমি শুরু থেকেই অত্যন্ত আগ্রহী ছিলাম বিধায় আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক আমাকে এ দায়িত্বটি অর্পণ করেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ জাতীয় গবেষণা বাংলাদেশের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ নির্দেশনা

আহমদ, এমাজউদ্দিন। (১৯৯৫)। *তুলনামূলক রাজনীতি ঃ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ*। ঢাকাঃ বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন।

রহমান, এস এম হাবিবুর। (১৯৯৪)। *রাজনৈতিক সংকট ও জনতার দৃষ্টিপাত*। ঢাকাঃ পুঁথি সাহিত্য।

মনিরুজ্জামান, তালুকদার। (২০০১)। *বাংলাদেশের রাজনীতিঃ সংকট ও বিশ্লেষণ*। ঢাকাঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি।

সিদ্দিকী, কামাল। (১৯৯২)। *বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি*। ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

সেন, অনুপম। (১৯৮২)। আমলাতন্ত্র ও আর্থ-সামাজিক মুক্তি। *বাংলাদেশের লোকপ্রশাসন, সম্পাদনাঃ মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান*। ঢাকাঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ৬৯-৭৭।

রহমান, মোঃ মকসুদুর। (২০০০)। *বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন*। রাজশাহীঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস।

Siddiqui, Kamal. (1995). *Local Government in Bangladesh*. Dhaka: University Press.

হাসান উজ্জামান। (১৯৮১)। *সমসাময়িক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতি*। ঢাকাঃ কলেজ ভিউ।

রায়, জয়ন্ত কুমার ও মামুন, মুনতাসীর। (১৯৯৪)। *প্রশাসনের অন্দরমহলঃ বাংলাদেশ*। ঢাকাঃ দিব্য প্রকাশ।

ইসলাম, এম. এস. এম. নাসিরুল। (১৯৯২)। *বাংলাদেশের রাষ্ট্রনীতি*। ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস।

Dhaka University Institutional Repository

Gaus, J. M. (1963). *Reflection on public Administration, translated by Maniruddin Yusuf.* Dhaka: National Institute of Public Administration.

Haque, A. (1986). Politics in Bangladesh: Conflict and Confusion. *In: Bangladesh Studies: Politics, Administration, Rural Development and Foreign Policy.* Dhaka: Centre for Administrative Studies, pp. 1-15.

Anisuzzaman, M. (1986). Politics in Bangladesh: Conflict and Confusion. *In: Bangladesh Studies: Politics, Administration, Rural Development and Foreign Policy.* Dhaka: Centre for Administrative Studies, pp. 18-29.

দাশগুপ্ত, বিনোদ। (১৯৯৪)। উন্নয়ন, গণতন্ত্র ও সামরিকীকরণ। *রাজনীতিতে সামরিক আমলাতন্ত্র, সম্পাদনাঃ মুস্তাফা মজিদ।* ঢাকাঃ প্রশাসনিক গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ২১-৩২।

Ahmed, A. (1986). Politics of Rural Development in Bangladesh, 1950 – 1970: Issues of Community Development Programme, Local Government and Rural Works Programme. *In: Bangladesh Studies: Politics, Administration, Rural Development and Foreign Policy.* Dhaka: Centre for Administrative Studies, pp. 81-91.

খসরু, আমীর। (১৯৯৪)। সামরিক আমলাতন্ত্রের পেশাদারিত্ব এবং রাজনীতিতে বৈধতার সংকট। *রাজনীতিতে সামরিক আমলাতন্ত্র, সম্পাদনাঃ মুস্তাফা মজিদ।* ঢাকাঃ প্রশাসনিক গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ৬০-৮৫।

আহমদ, এমাজউদ্দিন। (১৯৮০)। *বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন।* ঢাকাঃ গোল্ডেন বুক হাউস।

আলমগীর, মহীউদ্দীন খান। (১৯৯১)। গণতন্ত্র ও সশীল প্রশাসনঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত। *বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র, সম্পাদনা: মুস্তাফা মজিদ।* ঢাকাঃ প্রশাসনিক গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ৭০- ৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

চৌধুরী, হাসানুজ্জামান। (১৯৯১)। আমলা-রাষ্ট্রের মতাদর্শ ও উন্নয়ন সমস্যা। *বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র, সম্পাদনা: মুস্তাফা মজিদ*। ঢাকাঃ প্রশাসনিক গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ৫৪- ৫৯।

ইসলাম, নজরুল। (১৯৮৭)। *বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যাঃ বর্তমান উন্নয়ন ধারার সংকট এবং বিকল্প পথের প্রশ্ন*। ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।

দাশগুপ্ত, বিনোদ। (১৯৯১)। প্রশাসনিক কাঠামো আমলাতন্ত্র ও রাষ্ট্র। *বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র, সম্পাদনা: মুস্তাফা মজিদ*। ঢাকাঃ প্রশাসনিক গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ৯৭- ১০৪।

হক, আবুল ফজল। (১৯৮২)। বাংলাদেশঃ সংবিধান, প্রশাসন ও রাজনীনতি। *বাংলাদেশের লোকপ্রশাসন, সম্পাদনাঃ মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান*। ঢাকাঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ৪৫-৬৮।

সাহা, দিলীপ কুমার। (২০০২)। *স্থানীয় সরকারঃ ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থাপনা*। নোয়াখালী।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় - ৩

বাংলাদেশের রাজনীতি ঃ একটি পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় - ৩

বাংলাদেশের রাজনীতি ঃ একটি পর্যালোচনা

১.০ ভূমিকা

রাজনীতি শব্দটি বর্তমান বিশ্বে একটি বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত বিষয়। আর এ রাজনীতি সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিষ্টটল বলেন, উৎকৃষ্ট জীবনলাভের জন্য কোন সমাজের সংগ্রামের নামই রাজনীতি এবং একটি সুসংগঠিত, স্বয়ংসম্পূর্ণ নগর রাষ্ট্রে উত্তম জীবন-যাপনের সংগে সম্পর্কিত সকল বিষয়ই এ রাজনীতির অন্তর্ভূক্ত। প্রকৃতপক্ষে, এ রাজনীতির প্রয়োগ কোন ব্যক্তি বা সংস্থার কার্যকলাপকে প্রভাবিত করতে পারে ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক উপায়ে। প্রথমতঃ জনগণকে প্রলোভন বা শাস্তির ভয় দেখিয়ে নিজের পক্ষে আনার চেষ্টা করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ জনগণ স্বত:স্ফুর্তভাবে কোন রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারীকে সমর্থন করতে পারে। এক্ষেত্রে উন্নয়ন নির্ভর করে প্রশাসন ও রাজনীতি পরিচালনাকারীদের ওপর। সাধারণত, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাজনীতি করেই ক্ষমতাসীন হতে হয়। তাই, রাজনীতিতে সংকট সৃষ্টি হলে তা সমাজের পরতে পরতে ছড়িয়ে পড়ে এবং আনুষঙ্গিক সংকট সৃষ্টি হয়। এসব সংকট হচ্ছে সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, শিক্ষাসম্বন্ধীয়, অপরাধমূলক, দুর্নীতিমূলক, আইনগত, শান্তিশৃঙ্খলাজনিত ইত্যাদি (রহমান, ১৯৯৪)।

সম্প্রতি রাজনীতি বিশ্লেষণ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের আলোচনায় নতুন নতুন যেসব পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে গোষ্ঠীগত পদ্ধতি নিঃসন্দেহে অন্যতম

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বের দাবীদার। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণায় বিশ শতকের গোড়ার দশক হতেই গোষ্ঠীগত পদ্ধতির মাধ্যমে রাজনীতি আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন সময়ে নিজেদের রচনায় রাজনীতির এ গোষ্ঠীগত পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন (হাসানউজ্জামান, ১৯৮১)। অ্যালমন্ড (১৯৭০) বলেন, সকল আধুনিক রাজনৈতিক কার্যাবলীর স্তম্ভ রাজনৈতিক দলগুলি হচ্ছে সেই ফোরাম, যেখানে বিভিন্ন দ্বন্দ্বরত গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে সমঝোতা গড়ে ওঠে। আর এভাবেই গোষ্ঠীসমূহ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১.১ রাজনীতির প্রকৃতি ও বিশেষত্ব

রাজনীতি উচ্ছৃঙ্খলতা, দুর্নীতি ও স্বার্থান্ধতার নীতি নয়। রাজনীতি উচ্ছৃঙ্খলতা, দুর্নীতি ও স্বার্থান্ধতার নীতি হলে বলতে হয় যে, রাজনীতি একটি অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর নীতি। আমরা আমাদের দেশে দেখেছি যে, রাজনীতিতেই যতোসব উচ্ছৃঙ্খলতা, অপ্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুর অবতারণা ও অবান্তরতা। রাজনীতিই স্বাধীনতার সঞ্জীবনী শক্তি। তাই স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে রাজনীতি অপরিহার্য এবং রাজনীতি উচ্ছৃঙ্খলতা, খেয়ালখুশি ও বিশৃঙ্খলার নীতি নয়। রাজনীতিতে থাকবে শৃঙ্খলা, ধৈর্য, সহনশীলতা ও যুক্তিযুক্ততা। যেসব রাজনীতিবিদের মধ্যে এগুলো নেই তারা রাজনীতিতে কলঙ্ক। যারা রাজনীতির নামে অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতায় জড়িয়ে পড়ছে তারা বিশেষতঃ কিশোর ও যুবক এবং এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতাদের আদেশ ও নির্দেশে কাজ করে। নেতাদের সিদ্ধান্ত ভালো হলে তারা স্বভাবিকভাবেই ভালো কাজ করে। নেতাদের সিদ্ধান্ত অরাজক ও উচ্ছৃঙ্খল হলে তারাও অরাজক ও উচ্ছৃঙ্খল হয়। তাই অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার রাজনীতি এদেশের রাজনৈতিক নেতারাই শিক্ষা দিচ্ছে এবং এসব নেতাকে রাজনীতি থেকে বয়কট করলে রাজনীতিতে আর কোন অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা থাকবে না।

রাজনীতিতে কৌশল হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা। বুদ্ধিমত্তা সফলতা আনয়ন করতে পারে; কিন্তু অন্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করে কিংবা বিপাকে ফেলে নয়। রাজনীতি হচ্ছে যথার্থ

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তির নীতি। তাই, রাজনীতির সম্পর্ক হচ্ছে যথার্থ যৌক্তিকতার সাথে। এতে পেশীশক্তি ও সন্ত্রাস স্থান পেতে পারে না। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে পেশীশক্তি ও সন্ত্রাস যথার্থ যৌক্তিকতার স্থান দখল করে নিয়েছে। যেসব রাজনীতিবিদের নৈতিক মনোবল আছে তারা পেশীশক্তি ও সন্ত্রাসকে সমর্থন দিতে পারে না। আমাদের দেশে রাজনীতিবিদের অভাব নেই; অভাব আছে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের। যেদিন আমরা রাজনীতিবিদদেরকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পাবো সেদিন রাজনীতিতে পেশীশক্তি ও সন্ত্রাস থাকবে না এবং আমরা যথার্থ যৌক্তিকতার রাজনীতির মধ্যে শান্তি ও অগ্রগতি পাবো। যেদিন আমাদের রাজনীতিবিদদের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হবে সেদিনই আমরা তাদের দ্বারা সৃষ্টির আশা করতে পারবো। রাজনীতিতে সফলতার আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে সত্যতা। যেসব রাজনীতিবিদ সত্যতা দিয়ে জনগণকে বশ করতে পারে তারাই সত্যিকারার্থে সফলকাম রাজনীতিবিদ।

স্পস্টভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কতগুলো রাজনৈতিক দল থাকে। প্রত্যেক দলেরই নিজস্ব উদ্দেশ্য, কার্যাবলী ও কর্মসূচী থাকে। দলীয় নেতাগণ জনসাধারণের সমর্থন লাভের জন্য সর্বদাই আপ্রাণ চেষ্টা করেন। প্রত্যেক রাজনৈতিক দল নিজ নিজ প্রতিনিধিদের মনোনয়ন দান করে থাকে এবং দলীয় ভিত্তিতে তারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে থাকেন। উল্লেখ্য যে, রাজনৈতিক দল ছাড়া কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কল্পনা করা যায় না। কারণ একটি দেশে সমস্যার কোন অন্ত নেই। কোন্ কোন্ সমস্যা সমাধানের প্রতি আমাদের সর্বাগ্রে এবং বেশী দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন তা আমরা সহজে বুঝতে পারি না। দেশের রাজনৈতিক দলগুলো এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে এবং প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আলোকপাত করে। আধুনিক রাষ্ট্রে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন মতামত, ভাবধারা ও বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। কোন্ মত বা ভাবধারার প্রতি জনগণের সমর্থন রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো সে সম্পর্কে নিরপেক্ষ চিন্তা করে (লাস্কি, ১৯৭৬)।

Dhaka University Institutional Repository

একটা দেশের সুষ্ঠু রাজনীতির চর্চা ও বিকাশের জন্য অবশ্যই রাজনীতির লালন, পরিচর্যা এবং রাজনৈতিক দল গঠনের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। পৃথিবীর প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই রাজনৈতিক দল আছে; তবে তার সংখ্যা কোথাও বেশী আবার কোথাও কম। প্রকৃতপক্ষে, দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অন্যান্য সুবিধার জন্য মাত্র দু'টো রাজনৈতিক দল থাকা প্রয়োজন। কারণ দু'টো দল থাকলে দেশের জনসাধারণ দলীয় কর্মসূচী দেখে যে কোন একটির প্রতি সমর্থন জানাতে পারে। এতে সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠতে পারে। ফলশ্রুতিতে দেশের রাজনীতিতে শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বিরাজ করতে পারে এবং উত্তোরোত্তোর দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধি হতে পারে।

১.২ মনস্তত্ত্ব ও রাজনীতি

মনস্তত্ত্বের সাথে রাজনীতির একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। যুগে যুগে পৃথিবীর সর্বত্র এ সম্পর্কের ভিত্তিতে রাজনীতির বিশ্লেষণ সম্পন্ন হয়েছে (মেরিয়াম, ১৯৭০)। প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটো তার অমর গ্রন্থ **'দি রিপাবলিক' (The Republic)** -এ মানব প্রকৃতির উপর ভিত্তি করেই রাজনৈতিক বিশ্লেষণের সূচনা করেন। তাঁর মতে, মানব প্রকৃতিতে তিনটি উপাদান বিদ্যমান - ক্ষুধা, গৌরববোধ ও যুক্তি। তারই উপর ভিত্তি করে তিনি সমাজকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। মানব প্রকৃতির তিন উপাদানের তথা সমাজের তিন শ্রেণীর সুখময় সহযোগিতাই তাঁর নিকট ছিল ন্যায়নীতি। গ্রাহাম ওয়ালাসা তাঁর **হিউম্যান নেচার ইন পলিটিক্স (Human Nature in Politics)** এবং পরবর্তীতে **দি গ্রেট সোসাইটি (The Great Society)** গ্রন্থে মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক রাজনৈতিক পর্যালোচনার নতুন দিক নির্দেশ করেন। হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে তাঁর গবেষণা-কাঠামো নির্ধারণ করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **সাইকোপ্যাথলজি অ্যান্ড পলিটিকসে (Psychopathology and Politics)**।

Dhaka University Institutional Repository

অতি সম্প্রতি অগ্রগতি ও উন্নয়ন সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ বিশ্বময় শুরু হয়েছে তার ফলে মনস্তাত্ত্বিক দিকের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তাকানো হচ্ছে। রাজনৈতিক কার্যাবলী ব্যাখ্যার জন্য মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও ভাবারেগ এক দিকে যেমন নতুন আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি সমাজে অর্থনৈতিক অগ্রগতি, রাজনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক অগ্রসরতা অর্জনের জন্য প্রত্যেক সমাজে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, নতুন নতুন চিন্তা, মননশীলতা ও সৃজনশীল মনোভাব গড়ে তোলার জন্য সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে অগ্রদূত হলেন এরিকসন, পাই, হেজেন ও ম্যাকক্লেল্যান্ড প্রমুখ বিশ্লেষণকারীগণ (আহমদ, ১৯৯৫)।

১.৩ ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতিঃ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

রাজনৈতিক ও পেশীশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভারতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। বৃটিশদের শিল্প, বানিজ্য ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছিল ভারতীয় জনগণকে প্রতারিত করা এবং তাদেরকে সম্পদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। পর্যায়ক্রমে ভারতের রাষ্ট্র-ক্ষমতা বৃটিশ রাজের উপর ন্যস্ত হয় এবং ঔপনিবেশিক শাসন বৃটিশ পার্লামেন্ট ও সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন বিলুপ্ত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তার ভারতের সম্পত্তি বৃটিশ রাজের নিকট বিক্রি করে মাত্র যার বিনিময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারগণ ভারতীয় বাজেটের অংশ থেকে প্রায় ৩০ লক্ষ পাউন্ড খেসারত লাভ করেন। যার মর্মার্থ এই দাড়াল যে, ভারতের নিজের অর্থে ভারত বিক্রি হয়ে গেল। বৃটিশ সরকার নব গঠিত ভারত বিষয়ক মন্ত্রকের নিকট ভারতের প্রত্যক্ষ শাসনকার্যাদি অর্পণ করলেন। তার অধীনে বৃটিশ ও ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের প্রধান প্রধান কর্মকর্তাকে নিয়ে গঠিত হল ভারতীয় পরিষদ নামে একটি উপদেষ্টা সংস্থা। বৃটিশ গভর্ণর জেনারেল 'ভাইসরয়' উপাধি নিয়ে এদেশে বৃটিশ রাজের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন।

Dhaka University Institutional Repository

বৃটিশ শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতা ও দ্বৈত মনোভাবের বিরুদ্ধে এদেশের বঞ্চিত সাধারণ জনগণ ধীরে ধীরে প্রতিবাদমূখর হয়ে ওঠে যা পরবর্তীতে আন্দোলনে রূপ নেয়। ১৮৫৭-১৮৫৯ সালের মহান গণঅভ্যুত্থানটি ছিল ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ। অবশ্য ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ এটাকে শুধু 'সিপাহী বিদ্রোহ' বলে আখ্যায়িত করেন। উল্লেখ্য যে, ১৮৫৭-১৮৫৯ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম বৃটিশ শাসনকে উৎখাত করতে না পারলেও তার ভিত্তিমূলকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। এই অভ্যুত্থানে শোষকদের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনগণের ঘৃণার গভীরতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছিল। এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৬১-১৮৬৪ সালে সামরিক সংস্কার প্রবর্তিত হয়। বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মিশ্রণ ঘটিয়ে সামরিক ইউনিটগুলোকে পুনর্গঠিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রক্রিয়ায় ভারতীয় ভূস্বামী ও অভিজাত বংশোদ্ভূত ব্যক্তিগণকে সামরিক উচ্চপদে উন্নীত করার ব্যবস্থা পাকা করা হয়। এও এক অপূর্ব ক্ষমতা, সামন্ত অভিজাতদের সন্তানেরা ফিরে পেল তাদের পাইক বরকন্দাজ যাদের ভরণ-পোষণ নিজেদের করতে হয় না - তাদের হয়ে কাজটি করে দেয় বৃটিশরাজ। দেশের জনতার প্রতি কোন দায়িত্ববোধ নেই; নেই সাংবিধানিক কোন কর্তব্যবোধ, দায়িত্ব শুধু একটাই, কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার সঙ্গে প্রভুতোষণ আর প্রয়োজনবোধে জনতা ঠেঙ্গান্। এভাবেই সৃষ্টি হল ভারতবর্ষের মাটিতে আর একটি বিষবৃক্ষ - সামরিক আমলাতন্ত্র। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ প্রভূরা চলে গেল। এরা কিন্তু রয়েই গেল তাদের ভ্রাতৃপ্রতিম বেসামরিক আমলাদের পাশাপাশি। যেন একই বৃন্তে দু'টি ফুল।

ভারতের মুক্তি আন্দোলন কিন্তু থেমে থাকেনি, শাসন-শোষণ ও বঞ্চনার প্রত্যক্ষ শিকার এ দেশের মেহনতি জনতা বারবার বিদ্রোহ করেছে। ১৮৫৯-১৮৬২ সালের পূর্ববঙ্গের নীল বিদ্রোহ, ১৮৬৩ সালের সিতানার ওহাবীদের বিদ্রোহ, ১৮৭০-১৮৮০ সালের মহারাষ্ট্রের কৃষক বিদ্রোহ, ১৮৭৯-১৮৮০ সালের মাদ্রাজের রাম্পার বিদ্রোহ তারই সাক্ষ্য বহন করে। এ সকল বিদ্রোহ স্বতঃস্ফুর্ত লড়াই - এর সাথে কোন রাজনৈতিক চেতণা সম্পৃক্ত হয় নি। দেশের রাজনীতি

Dhaka University Institutional Repository

তখন যাঁদের হাতে তখন তাঁরা ইউরোপীয় ভাবধারায় নিজেদের গড়ে নিয়েছেন। এভাবেই এদেশের আপামর জনগণের বাঁচামরার লড়াইয়ের সাথে এদেশের রাজনীতি সম্পর্কচ্যুত হয়ে গেল। দিনে দিনে এই ব্যবধান ক্রমেই বাড়তে লাগল। কোটি কোটি জনতা রয়ে গেল শতবর্ষ পশ্চাতে আর এদেশের রাজনীতিকরা তখন সংসদীয় রাষ্ট্রনীতির কলাকৌশলে নিজেদেরকে অধিকতর পারদর্শী করে তোলার রিহার্সেলে লিপ্ত হলেন। জনগণের সাথে রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কের ভিত্তি হল দাতা এবাং গ্রহীতার, মোটেই সহযোদ্ধার নয় (ইসলাম, ১৯৯২)।

১.৪ পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের উদ্ভবঃ রাজনৈতিক পরিবর্তন

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পর থেকে ১৯৫৬ সালে প্রথম সংবিধান রচিত হবার মধ্যবর্তী সময়টির সঠিক বিশ্লেষণ বর্তমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রনৈতিক সংকটের চরিত্র উপলব্ধি করতে যথেষ্ট সহায়ক। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পর যে ঘটনাটি আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে সেটি হল জিন্নাহ সাহেবের এক বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ। যদিও আমাদের দেশে '৭১-এর স্বাধীনতাপূর্ব ও পরবর্তী সময়ে বহমান রাষ্ট্রনৈতিক পটভূমিতে জিন্নাহ সাহেব কখনও গণনেতা হিসেবে গৃহীত হতে পারতেন না। তবুও তাঁর যুক্তিভিত্তিক রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, ব্যক্তিগত সততা, চিত্তের দৃঢ়তা দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ভারসাম্য রক্ষায় ছিল অপরিহার্য। জিন্নাহয় মৃত্যুর পর পরই পাকিস্তানের রাজনীতিতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তা আইউব খান কর্তৃক সামরিক শাসন স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত পূরণ হবার কোন সম্ভাবনাই সৃষ্টি হয়নি। গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থায় যে ন্যূনতম ঐকমত্য রাষ্ট্রনৈতিক পর্যায়ে স্থাপিত হওয়ার প্রয়োজন সেটা পাকিস্তানের রাজনীতিতে কখনও সম্ভব হয় নি। তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রক্রিয়া পাকিস্তানে জন্মলাভ করতে পারল না।

জিন্নাহ সাহেবের মৃত্যুর পর পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী জনাব খাজা নাজিমুদ্দিন জিন্নাহর স্থলে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেলের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলী তাঁর মধ্যে আদৌ বিদ্যমান ছিল না। তার পরেও লিয়াকত আলীর মৃত্যুর পর তিনি গভর্ণর জেনারেলের পদ থেকে সরে এসে প্রধান মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন; আর গভর্ণর জেনারেল পদে অভিষিক্ত হলেন আমলাকূল শিরোমণি গোলাম মোহাম্মদ। গোলাম মোহাম্মদ ছিলেন একজন ধুরন্ধর বিবেকবর্জিত কুখ্যাত কুচক্রী। তাঁর যাবতীয় কুকর্মের সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিলেন তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান আইউব খান, প্রতিরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা, আর একজন প্রাক্তন আমলা রাজনীতিবিদ চৌধুরী মোহাম্মদ আলী। গোলাম মোহাম্মদ পাকিস্তানে গণতন্ত্রের ভিত্তিমূলে আঘাত হানলেন ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে প্রধান মন্ত্রীর পদ থেকে খাজা নাজিমুদ্দিনকে অপসারণ করে। ঐ সময়ে খাজা নাজিমুদ্দিনের সাংবিধানিক পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন ছিল সুস্পষ্ট। তবুও খাজা নাজিমুদ্দিন বিতাড়িত হলেন আমলা রাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। তৎকালীন পাকিস্তানে মুসলিম লীগের বাইরে যে সব গণনেতা ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য নামটি হল মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে আমরা গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলে আখ্যায়িত করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, খাজা নাজিমুদ্দিনের অপসারণের ব্যাপারে তিনি কোন প্রতিবাদ করেন নি। কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা দলকে পরিবর্তন করার দেশে একটিই পদ্ধতি থাকতে হবে; আর সেটা হল গণতান্ত্রিক নির্বাচন। ক্ষমতাসীনরা যদি নির্বাচনের পথ রুদ্ধ করেন তবে তার বিরুদ্ধে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করতে হবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের আশু উচ্ছেদের লক্ষ্যে নয়- গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।

ক্ষমতাসীন হবার প্রক্রিয়াটি যদি বৈধ ও গণসমর্থনভিত্তিক না হয় তাহলে ব্যক্তি হিসেবে যিনিই ক্ষমতাসীন হোন না কেন সে বিবেচনা অবান্তর। গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থা ব্যক্তি নির্ভর নয় - পরিবেশ নির্ভর। ১৯৫৮ সালের সামরিক আইন জারির মাধ্যমে ইস্কান্দার মীর্জা কর্তৃক ক্ষমতা দখলের ঘটনায় বৃটিশ চক্রান্তের একই বৃন্তের দ্বিতীয় ফুলটি এসে পাকিস্তানের শাহী দরবারের শোভা বর্ধন

Dhaka University Institutional Repository

করে এবং এর পর থেকেই এই যুগল পুষ্পের শোভা ও সুবাসে পাকিস্তান থেকে শুরু করে আজকের বাংলাদেশ পর্যন্ত গোটা সময় ধরেই রাষ্ট্র দু'টির রাষ্ট্রনৈতিক মহল মাতোয়ারা হয়ে ছিলেন।

১.৪.১ ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়

১৯৭০ সালের নির্বাচনে ব্যালট বিপ্লবের মাধ্যমে পাকিস্তানের জনগণ যে রায় দিয়েছিল সেটা ছিল ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে নিতান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু ক্ষমতাসীনরা এ রায়ের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। নির্বাচনে যে অবস্থাটা অত্যন্ত আকস্মিকভাবে রাষ্ট্রনায়কদের মুখোমুখি হল সেটা তাঁদের করল দিশেহারা। রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ইয়াহিয়া খানের পক্ষে কোন সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ অসম্ভব ছিল। ঢাকা বিমান বন্দরে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধান মন্ত্রী বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। তাঁর এ ঘোষণা ছিল যেমন অন্তঃসারশূন্য তেমনি ছিল কপট। স্বাভাবিকভাবে তাঁর করণীয় ছিল গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী নির্বাচনে সংখ্যাগুরু দলটির হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর করা। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা না করে কালক্ষেপণ করতে লাগলেন এবং শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করলেন। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী ও আমলারা মিলে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন কিভাবে শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর না করে বিতাড়িত করা যায়। তাঁদের এই চিন্তা পশ্চিমাংশের রাষ্ট্রনীতিবিদগণের মধ্যে উচ্চাকাঙ্খী জুলফিকার আলী ভূট্টোর তাৎক্ষণিক সমর্থন লাভ করে; কারণ পূর্বাংশের জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতার স্থায়ী চরিত্র তাঁর উচ্চাশার অন্তরায় ছিল।

প্রকৃতপক্ষে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই পশ্চিমাংশের আমলা ও নেতারা সবাই পূর্বাংশকে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। '৭০-এর নির্বাচন তাদের পথকে সুগম করে দেয়। শেখ মুজিবুর রহমান বার বার চেষ্টা করেছেন পশ্চিমা নেতৃবৃন্দকে বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করাতে; কিন্তু পশ্চিমাদের একগুয়েমির ফলে তাঁর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। ক্রমান্বয়ে

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বাংশের গণমনে ব্যাপক অসন্তোষ, পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক ও বেসামরিক আমলারা পশ্চিমা প্রভাবমুক্ত হয়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা লাভের সম্ভাবনাকে সামনে নিয়েই এ অঞ্চলের জনগণ শুধু বাঁচার তাগিদেই স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের শুরু থেকে দেশে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা বিরাজমান থাকলেও ২৫শে মার্চের কালো রাত্রিতে ব্যাপক গণহত্যার মাধ্যমে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পূর্বাংশের জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য করে। শুরু হয় ইতিহাসের রক্তক্ষয়ী এক তুমুল যুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাস প্রচন্ড যুদ্ধ করার পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর 'বাংলাদেশ' নামে বিশ্বে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র জন্মলাভ করে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে।

১.৫ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারা ও প্রাসঙ্গিকতা

বিশ্ব ইতিহাসের গতিধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয় বাংলাদেশ। বিচ্ছিন্ন নয় বলেই শুধু রাষ্ট্রনীতি বা রাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই নয়, অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সংকট উত্তরণ ও সুষ্ঠু বিকাশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা অভিন্ন কিছু নয় (ইসলাম, ১৯৯২)। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে একটা রাজনৈতিক সংকট সবসময় বিরাজ করে আসছে। এ সংকট রাষ্ট্র পরিচালনায় মৌলিক নীতিমালার ক্ষেত্রে ঐক্যমতের অভাবের সংকট, যার ফলে আমাদের রাজনৈতিক জীবনের সর্বত্রই অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা দেখা দিয়েছে। আর এ কথা আমাদের সকলেরই মনে রাখা প্রয়োজন যে, যতদিন মৌলিক বিষয়াবলীতে ঐক্যমতের অভাবের ফলে এ সংকট বজায় থাকবে ততদিন দেশ ও জাতি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা লাভ করবে না এবং আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতিও তরান্বিত হবে না। তাই এ রাজনৈতিক সমস্যাটির স্বরূপ যথাযথভাবে আমাদের সকলের যত দ্রুত সম্ভব উপলব্ধি করা উচিৎ। আর তা সহজে উপলব্ধি করতে হলে প্রথমে আমাদেরকে বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতণা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উন্নয়নশীল জাতি হিসেবে বাংলাদেশীদের একটি ভাগ্যবান জাতি

Dhaka University Institutional Repository

হওয়ার কথা ছিল। কারণ অভিন্ন ভাষাভাষী ও সমগোত্রীয় না হওয়ার ফলে মধ্য বিশ শতকের দিকে স্বাধীনতা লাভকারী বিশ্বের বহু 'নতুন জাতি' গভীরতর সংকটে নিপতিত হয়েছে। কিন্তু সে সমস্যা বাংলাদেশের না থাকা সত্ত্বেও তাদের মতো দ্বন্দ্ব-সংঘাত আজো এদেশের রাজনীতিকে কুরে কুরে খাচ্ছে। ভয় হয়, যা কিনা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতিকে আবারো ধ্বংসের ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষেপ করতে পারে (মনিরুজ্জামান, ২০০১)।

১.৫.১ রাজনীতির প্রকৃতি ও রাজনৈতিক সচেতনতা

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী এক মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে। এর আগে দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে বাঙ্গালী জনগণ তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার ও দাবী আদায়ের লক্ষ্যে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়েছে। এ সম্পর্কে Anisuzzaman (1979) বলেন "An atmosphere of violence has been in existence in Bangladesh since her inception." বৃটিশ রাজত্বেও বাংলাদেশ ছিল রাজনৈতিক সংগ্রামের অন্যতম কেন্দ্র। বাংলাদেশের জনগণ দেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় কখনও নিয়মতান্ত্রিক পথে বিচরণ করেছে, ভোটের মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নিজেদের প্রভাব বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। আবার কখনও উপায় না দেখে ভোটের পথ থেকে সরে এসে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছে অধিকার আদায়ের জন্য। মোট কথা, এ থেকে প্রমানিত হয় যে, বাংলাদেশের জনগণ আদিকাল থেকেই রাজনৈতিক সচেতন।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৪১.৪ শতাংশ স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন (দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০০৩)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিতের হার এখনও পর্যন্ত খুবই নগণ্য, যা কিনা ৩০ শতাংশের বেশী নয়। যদিও এদেশের জনগণের একটা রাজনৈতিক সচেতনতা বরাবর লক্ষ করা গেছে, তথাপি অধিকাংশ জনগণ অশিক্ষিত হওয়ায় তারা অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত থাকায় এবং তাদের জীবনমান অত্যন্ত নীচু হওয়ায় তারা রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হতে পারে না। আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগণ গ্রামে বাস করে এবং তাদের সকলের ক্ষেত্রে উপরোক্ত উক্তি সাধারণ সত্য। রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন বিষয়, ঘটনাপ্রবাহ, কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত এদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে এবং তাই যখনই ভোট দানের সুযোগ হয় তখনই তারা নিজেদের মতামত ও সিদ্ধান্ত দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রকাশ করে। যদিও দৈনন্দিন জীবনে গ্রামাঞ্চলের বেশির ভাগ জনগণের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার তেমন কোন সম্বন্ধ থাকে না। গ্রামের জনগণ এসবকে ঝামেলা মনে করে। তাদের মতে, শান্তিতে খেয়ে-পরে থাকতে পারলেই যথেষ্ট, এর চেয়ে বেশী কিছু চাই না। তারা দেশের রাজনীতিতে নিজেদের জড়াতে চায় না, সমালোচনামূলক সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে না; অথচ একটা উন্নত রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে রয়েছে এর সবগুলো বৈশিষ্ট্য।

১.৫.২ রাজনৈতিক প্রবাহ

আমাদের দেশের সকল রাজনৈতিক দলই মূলতঃ শহর-কেন্দ্রিক। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ শুধু নির্বাচনের সময় ভোট প্রাপ্তির আশায় গ্রামে যান; এছাড়া অন্য কোন সময় তাঁরা গ্রামে যান না। রাজনৈতিক দলগুলো প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তোলে না বা তুলতে সক্ষম হয় না। ব্যাপক গ্রামাঞ্চলের জনগণকে তাঁরা রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলে না বা তুলতে সক্ষম হয় না। ফলে শহরকেন্দ্রিক দলসমূহ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ব্যাপক গ্রামাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কোন সংযোগ থাকে না। এক্ষেত্রে 'এলিট মাস্ গ্যাপ' লক্ষ্য করা যায় দারুনভাবে। ফলে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে জনজীবন যুক্ত হয় না বা উভয়ের মধ্যে থাকে বিচ্ছিন্নতা। এসব বিষয় বিচার-বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, বাংলাদেশে সংকীর্ণতামূখী নিষ্ক্রিয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে Azizul Haque (1986) – এর 'Politics in Bangladesh : Conflict and Confusion' থেকে উল্লেখ করা যায় যে, "The political culture of Bangladesh today is characterized by a great amount of 'suspicion' and 'distrust'/'mistrust' in social relationship.

Dhaka University Institutional Repository

Unless people trust their political opponents they rather become unwilling to hand over governmental power to their opponents and allow rotation of power among competing elites only if the stake' of such competition and rotation of power is not too high. One characteristic that would limit the 'stake' of such a rotation would be a belief in the fundamental trustworthiness of those involved in politics and the feeling that they belong to the 'same community' (Verba, 1972). When political culture is imbued, in a multi-party system, "with a fundamental belief that is possible to trust and work cordially with fellow political actors it is natural that the basic democratic norms of negotiation, compromise and peaceably coming to terms will be duly respected, shielding thus the democratic system from disorder and violent change." Unfortunately, this interpersonal trust and confidence is glaringly lacking in the social life of today's Bangladesh. This absence of mutual trust is well reflected through Bengalis' over-emphasis on written rules and procedures. However, lots of examples can be cited to show that persons in power have often managed the misuse or evasion of those written rules for their survival in office. Whereas Western democracy depends for its smooth working not on the literal interpretation of the written rules only but also on the established norms and conventions resulting from interpersonal trust in the society. Absence of this situation has made the practice of democracy in Bangladesh falter in confusion."

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি তথা 'সিভিক কালচার' এখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। অথচ আমাদের রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিকীকরণের স্পর্শ দিতে হলে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিসহ সার্বিক উন্নতি নিশ্চিত করতে হলে, জনগণের জীবন যাত্রার মান বাড়াতে হলে, দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করতে হলে এই ব্যাপক গ্রামাঞ্চলের জনগণের সাথে সংযোগ রাখতেই হবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশও এভাবে সার্বিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। এটা না হলে রাজনীতিতে বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে সমঝোতা আসে না, ফলে রাজনৈতিক মেরুকরণ সৃষ্টি হয়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য স্বাধীনতার প্রায় তিন যুগ পার হবার পরও রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে ঐক্যমতের এই ভাঙ্গা-গড়ার খেলা এখনও শেষ হয়নি। নেতৃবৃন্দের স্বার্থপরতা, ব্যক্তিগত লালসা, অযোগ্যতা ও ব্যর্থতা এসবের কারণে এখন দেশের রাজনৈতিক জীবনে বিশৃঙ্খলা ও দুর্যোগ সৃষ্টি হয়েছে, অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। রাজনীতিতে সৃষ্টি হয়েছে মেরুকরণ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার যে পরিবেশ থাকে তা এখানে নেই। এই পরিবেশ তৈরি হতে আবার যে কতদিন লাগবে তা একমাত্র ভবিষ্যতই বলতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক নীতিমালার ব্যাপারে বিভিন্ন গ্রুপ, দল ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে চরম মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে।

১.৬ উপসংহার

রাজনৈতিক বিশ্লেষণে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল বিশ্বেও একটি অস্থিতিশীল রাষ্ট্র তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রায়ই এখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়। যদি রাজনৈতিক জীবনে পুণরায় ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তবে সর্বাগ্রে মোটামুটিভাবে সকল দল ও গ্রুপের নেতৃবর্গকে সহনশীলতা, সমঝোতা ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। আপোষ আলোচনা, দেয়া-নেয়ার মনোভাব বজায় রাখতে হবে নিজেদের মধ্যে। অতঃপর নিজেদের মধ্যে মৌলিক নীতিমালার ব্যাপারে ন্যূনতম ঐক্যমত তৈরি হলে তা ব্যাপক জনগণের মধ্যে প্রচার করতে হবে। বিভিন্ন দল ও গ্রুপের আলাদা আলাদা কর্মসূচী থাকতে পারে এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের ন্যায় সেটা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে যতই মত

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধ থাকুক মৌলিক নীতিমালাগুলোকে কেউ চ্যালেঞ্জ করবে না। যেহেতু এদেশের নেতৃবর্গ ও জনগণ গণতন্ত্রের পথে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে চাচ্ছেন, সেহেতু তাদেরকে রাজনৈতিক ঐক্যমত গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। একমাত্র এ পথেই আসতে পারে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, প্রতিষ্ঠিত হতে পারে গণতন্ত্র, এবং এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতে পারে ত্বরান্বিত।

গ্রন্থ নির্দেশনা

রহমান, এস এম হাবিবুর। (১৯৯৪)। *রাজনৈতিক সংকট ও জনতার দৃষ্টিপাত*। ঢাকাঃ পুঁথি সাহিত্য, পৃঃ ৯।

হাসান উজ্জামান। (১৯৮১)। *সমসাময়িক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতি*। ঢাকাঃ কলেজ ভিউ, পৃঃ ১০।

Almond, G. A. (1970). *Political Development: Essays in Heuristic Theory*. Boston: Brown, pp. 170 – 172.

Laski, H. J. (1976). *A Grammar of Politics*. Translated by M. A. Wadud Bhuiyan, Dhaka: Bangla Academy, pp. 20 – 21.

Merriam, C. E. (1970). *New Aspects of Politics*. Chicago: The University of Chicago, pp. 149 – 183.

আহমদ, এমাজউদ্দীন। (১৯৯৫)। *তুলনামূলক রাজনীতি ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ*। ঢাকাঃ বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন, পৃঃ ১৭৮ - ১৭৯।

ইসলাম, এম এস এম নাসিরুল। (১৯৯২)। বাংলাদেশের রাজনীতি। ঢাকাঃ দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস, পৃঃ ১৯-২৫।

Ibid., p v.

Dhaka University Institutional Repository

মনিরুজ্জামান, তালুকদার। (২০০১)। *বাংলাদেশের রাজনীতিঃ সংকট ও বিশ্লেষণ*। ঢাকাঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক, পৃঃ ১৫০-১৫১।

Anisuzzaman, S. M. (1979). Violence and Social Change in Bangladesh. *Asian Studies,* 1(1), pp. 1 – 11.

এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট। (২০০৩)। দৈনিক জনকণ্ঠ, বর্ষ ১১, সংখ্যা ১৮২, ঢাকাঃ রবিবার, ২৪ আগষ্ট ।

Haque, A. (1986). Politics in Bangladesh: Conflict and Confusion. *Bangladesh Studies: Politics, Administration, Rural Development and Foreign policy.* Dhaka: University of Dhaka, pp. 1 – 17.

Verba, S. (1972). Comparative political culture. *In: Political Culture and Political Development, ed. by L. W. Pye & S. Verba.* Princeton: Paperback Edition, p. 536.

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় – ৪

প্রশাসন ও প্রশাসনিক কাঠামোঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় - ৪

প্রশাসন ও প্রশাসনিক কাঠামোঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

৪.০ ভূমিকা

মানুষের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, প্রশাসনিক জ্ঞান হচ্ছে আবশ্যকীয় মানবীয় গুণাবলীর অন্যতম। পিরামিড গড়ে তুলেছে মানুষ; পরিচয় দিয়েছে তারা মানব ইতিহাসের অসাধারণ এক নৈপুণ্য ও প্রয়োগকৌশলের। আর এ অসম্ভব বাস্তবে রূপ নিয়েছে শুধু মানুষের প্রশাসনিক প্রতিভার কল্যাণে। বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থা তখনকার পরিস্থিতি বিবেচনায় নিঃসন্দেহে সুকঠিন হলেও পরবর্তীতে এর ফলেই শতাব্দীর পর শতাব্দী এ সাম্রাজ্যে সুষ্ঠু প্রশাসন নির্বাহ সম্ভব হয়েছে। উচ্ছৃঙ্খল নাইটদের নৈরাজ্য ও মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের মধ্য থেকে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও নির্বাহী রাষ্ট্র গড়ে তোলা মানুষের রাজনৈতিক পরাকাষ্ঠাই শুধু নয়, প্রশাসনিক কর্মকীর্তিরও পরিচায়ক। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের ফলে গড়ে উঠেছে আজকের এই সুসংগঠিত ও সুশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা। গড়ে উঠেছে আজকের বিরাট বিরাট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, পরিচালিত হচ্ছে সরকার ও শাসন ব্যবস্থা এবং এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বব্যাপী নিয়মতান্ত্রিকতা বা শৃঙ্খলা।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১ প্রশাসনের সংজ্ঞা ও পদ্ধতি

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রশাসনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর ব্যাপকতা ও জটিলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রশাসনের ক্ষমতা ও গুরুত্ব দ্রুত বেড়ে চলেছে। সরকারের নীতি ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য এক দল দক্ষ ও অনুগত কর্মচারী অপরিহার্য। উন্নয়নশীল দেশসমূহের দক্ষ কর্মচারীদের অপর্যাপ্ততা একটি বিরাট সমস্যা বটে, কিন্তু রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমলাদের সম্পর্কের ব্যাপারটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক নতুন রাষ্ট্রে গণপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আমলাদের অসহযোগিতার ফলে প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে (হক, ১৯৮২)। স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, সমাজের প্রতিটি স্তরেই প্রশাসন বা প্রশাসনিক কাঠামো বিদ্যমান রয়েছে। ব্যক্তিগত অথবা সরকারী কিংবা বেসরকারী, সামরিক অথবা বেসামরিক, ছোট কিংবা বড় সকল সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার সঙ্গে প্রশাসন প্রক্রিয়ার সাধারণ মিল বা সাদৃশ্য রয়েছে। বিভাজিত প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ, রেলপথ, হোটেল বা পৌরসরকার সকল ক্ষেত্রেই এই প্রক্রিয়া লক্ষ্যণীয়। এর গঠন ও উদ্দেশ্যের মধ্যে তারতম্য ঘটলেও এবং সরকারী প্রশাসন ও বেসরকারী পর্যায়ের প্রশাসন ব্যবস্থার মধ্যে নানা বিষয়ে ব্যবধান থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় (হোয়াইট, ১৯৫৫)।

বিভিন্ন সময়ে বিশেষজ্ঞরা বিভিন্নভাবে প্রশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। উদার সংজ্ঞায় বলতে গেলে লোকনীতি বা পরিকল্পনা পূরণ বা বাস্তবায়ন কিংবা কার্যকর করে এমন সব কাজের সমষ্টিই হচ্ছে প্রশাসন বা লোক প্রশাসন। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী চিঠি বিলি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পর্যায়ের কার্যাবলী প্রশাসনের আওতায় আসতে পারে। এসব কাজের মধ্যে সামরিক ও বেসামরিক দু'রকম কাজই থাকতে পারে। যেমন, বেসামরিক কর্তব্যসমূহের মধ্যে আদালত, পুলিশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গণপূর্ত, সংরক্ষণ ও সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বেশিরভাগ কাজ অন্তর্ভূক্ত। প্রকৃতপক্ষে, Administration is a process of action or an action itself. Usually it is defined as the management of

Dhaka University Institutional Repository

man and material to achieve certain purposes or goal. Gerald E. Caiden (1971) বলেনঃ "লোক প্রশাসকরা যা কিছু করেন তা-ই হচ্ছে লোক প্রশাসন।" Brooke Adams (1903) বলেছেনঃ "প্রশাসন-বিজ্ঞান এমন এক কর্মদক্ষতা যা সাধারণতঃ অসংখ্য পরস্পরবিরোধী সামাজিক উপাদানকে নিখুঁত কৌশলে একক সত্তায় পরিণত করে সম্পূর্ণ এককভাবে ক্রিয়াশীল করে তোলে।" W. F. Wiloughby (1927) বলেছেনঃ "প্রশাসন পরিচালনায় ও লক্ষ্য অর্জনের পারদর্শিতা লাভ করতে হলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সূত্রাবলীর মত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিশেষ কয়েকটি সাধারণভাবে প্রযোজ্য মূলনীতি অবশ্যই পালন করতে হবে এবং সেগুলো নির্ধারণ করতে হবে বিজ্ঞানসম্মত পন্থায়, একক, নিখুঁত ও যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে।"

একইভাবে, একজন প্রশাসকের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলা চলে - যিনি প্রশাসনিক কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত, যিনি অন্য সকলকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তাঁদের কাজের মধ্যে সমন্বয় বিধান করেন তিনিই প্রশাসক। সমাজের প্রতিটি স্তরেই এই প্রশাসক ও প্রশাসনের উপস্থিতি বিদ্যমান। সনাতনী অর্থে প্রশাসকের প্রধান দায়িত্ব জনপ্রতিনিধি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন, যদিও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে প্রশাসকদের দূরে রাখা সম্ভব নয়। এ প্রক্রিয়াটি আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে যেমন সত্য, তেমনি উন্নত দেশসমূহের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।

৪.২ বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা

বাংলাদেশ বিশ্ব ইতিহাসে সম্ভাবনাময় একটি উন্নয়নশীল স্বাধীন রাষ্ট্র। তবে দেশটি বহুদিনের পুরানো একটি প্রশাসনিক কাঠামোর উত্তরাধিকারী। স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই আমলাতন্ত্র এখানে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানরূপে বিদ্যমান। একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তি যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের নতুন সংবিধান রচিত ও প্রবর্তিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধানে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব বা কাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিত বিধিবিধান নেই এবং

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাহী ক্ষমতা ও প্রশাসনিক ক্ষমতার মধ্যে কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য করা হয়নি। বরং অন্যান্য দেশের মতই প্রশাসনকে নির্বাহী বিভাগের আওতাভূক্ত করা হয়েছে, এবং নির্বাহী বা শাসন বিভাগের প্রধান তথা সরকার প্রধানের হাতেই প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত। তাঁর তত্ত্বাবধানে একদল পেশাদার সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারী দৈনন্দিন প্রশাসনিক কার্যাবলী সম্পাদন করেন।

স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে বাংলাদেশে ছিল একটি প্রাদেশিক প্রশাসন ব্যবস্থা। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এখানে অবশ্য একটি পাল্টা প্রশাসন গড়ে উঠে, কিন্তু তা ছিল অস্থায়ী আর অপূর্ণ। তাই স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরে বাংলাদেশে জাতীয় প্রশাসন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। সরকারের জাতীয় ও আন্ত -র্জাতিক প্রতিশ্রুতিসমূহ পালন করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারকে বহুসংখ্যক নতুন সংগঠন গড়ে তুলতে হয়। যেমন- রাষ্ট্রপতির সচিবালয়, প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়, সংসদীয় বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় প্রভৃতি। শুধু এসব সংগঠন গড়ে তোলাই যথেষ্ট ছিল না, দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগ করে সংগঠনগুলোকে পরিচালনাও করতে হয়েছিল (আহমদ, ১৯৮০)।

জন্মলগ্নে বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল সংসদীয় গণতন্ত্র। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের চারটি মৌল নীতিও কার্যকর করতে হয়েছিল। এগুলো ছিল গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। এ সব মৌল রাষ্ট্রীয় নীতির প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ সংসদীয় ব্যবস্থাকে চালু রাখতে অনেক নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল। প্রশাসনিক ব্যবস্থা রাজনৈতিক নেতৃত্বের নিকট থেকে প্রতিনিয়ত নির্দেশ ও পরামর্শ লাভ করত। এ নির্দেশনা আসত প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে, কারণ সংবিধান অনুসারে প্রধানমন্ত্রীই নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতেন। তাঁকে সহায়তা করতেন মন্ত্রিপরিষদ। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ ছিলেন সংসদের নিকট যৌথভাবে দায়ী (হক, ১৯৮২)। সরকারী কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য একটি নীতিমালাও গৃহীত হয়। আর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে দায়িত্ব বন্টনের ক্ষেত্রেও সুষ্ঠ বিধান স্থিরীকৃত হয়। এক

Dhaka University Institutional Repository

একটি মন্ত্রণালয় এক একটি বিশেষ ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করত। যে সব ক্ষেত্রে একাধিক মন্ত্রণালয় জড়িত থাকত সে ক্ষেত্রে আন্তঃমন্ত্রণালয় পরামর্শ ও পূর্বাহ্নিক ঐক্যমতের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হত। মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়ের দু'টি বিভাগ ছিল- সংসদীয় বিভাগ ও সংস্থাপণ বিভাগ। প্রধানমন্ত্রী যে যে দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন সে সব দপ্তরের কাছ থেকেও আসত বিশেষজ্ঞতার সমর্থন। অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর শীর্ষস্থানীয় উপদেষ্টা ছিলেন পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান। মন্ত্রিপরিষদকে সাংগঠনিক ও সচিবালয় সংক্রান্ত সমর্থন দান করতেন সংসদীয় বিভাগ। প্রকৃতপক্ষে সংসদীয় বিভাগ মন্ত্রিপরিষদের সচিবালয় হিসেবে কাজ করত।

৪.৩ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো

সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য যে কোন সরকারের প্রয়োজন হচ্ছে একটি প্রশাসনিক কাঠামো। এ কাঠামো রচিত হয় সমাজের প্রকৃতি, কর্মসূচী, ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে। বাংলাদেশ সরকারের আজকের এই প্রশাসনিক কাঠামো ঠিক একদিনে গড়ে ওঠেনি; বহু বিবর্তণের ফলে বর্তমান কাঠামো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৪.৩.১ বিশেষত্ব

৪.৩.১.১ প্রশাসনিক সংগঠনের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশে বিদ্যমান প্রশাসনিক সংগঠনের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য ঃ **প্রথমত,** সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থাটি স্তরভিত্তিতে সংগঠিত। উদাহরণস্বরূপ, সচিবালয়ের শীর্ষে রয়েছেন সচিব। সচিবের নিয়ন্ত্রণে কর্মরত রয়েছেন অতিরিক্ত সচিব বা যুগ্মসচিব, আর যুগ্মসচিবের নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন উপসচিব, উপসচিবের অধীনে আছেন সিনিয়র সহকারী সচিব এবং সিনিয়র সহকারী সচিবের নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন সহকারী সচিব। **দ্বিতীয়ত,** বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোয় যে সব কর্মকর্তা নিয়োজিত রয়েছেন তারা কর্মসম্পাদন বা লক্ষ্য অর্জনের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। **তৃতীয়ত,** প্রশাসনের প্রত্যেকটি সংগঠন একাধিক কর্ম সম্পন্ন করার উপযোগী। প্রশাসনিক কাজ মূখ্য হলেও প্রত্যেকটি সংগঠনের দায়িত্ব হল সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক আবহাওয়ার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিকেরও অগ্রগতি সাধন। **চতুর্থত,** প্রশাসনিক সংগঠনের প্রত্যেকটি একক পূর্বনির্ধারিত পদ্ধতিমালা অনুসরণ করে এসব পদ্ধতি পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলে বিশেষ প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন সাধন করা হয়।

৪.৩.১.২ প্রশাসনিক ব্যবস্থার দ্বিবিধ রূপ

বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন ব্যবস্থার দু'টি প্রধান বিভাগ রয়েছে; একটি হল নীতি নির্ধারণী চক্র। মন্ত্রণালয় হচ্ছে যার প্রাণকেন্দ্র। অপরটি হচ্ছে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন। বিভাগ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন হচ্ছে এর অন্তর্ভূক্ত।

৪.৩.২ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক কার্যাবলী কতগুলো মন্ত্রণালয়ে বিভক্ত। বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৬(৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রণীত কর্মবিধি মোতাবেক রাষ্ট্রপতি সরকারী কার্যক্রম বিভিন্ন মন্ত্রীদের মধ্যে বন্টন করেন (বাংলাদেশ সংবিধান, ১৯৭২)। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী নিজ দায়িত্বে (রাষ্ট্রপতির সম্মতি সাপেক্ষে) মন্ত্রীদের মধ্যে সরকারী কার্য বন্টন করেন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ছিল ২১টি। বাংলাদেশে বর্তমানে ৪০টি মন্ত্রণালয় (রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়সহ) রয়েছে এবং এসব মন্ত্রণালয়ের ৫৫টি বিভাগ রয়েছে (বাংলাদেশ সচিবালয়, ২০০৩)।

এক বা একাধিক বিভাগের সমন্বয়ে একটি মন্ত্রণালয় গড়ে উঠেছে। মন্ত্রণালয় হচ্ছে সচিবালয়ের একটি সাংগঠনিক একক। বাংলাদেশের মন্ত্রণালয় **ত্রি-স্তর** বিশিষ্ট সংগঠন। **সর্বোচ্চ স্তরে** রয়েছেন রাজনৈতিক প্রধান বা প্রধানমন্ত্রী। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন এক একজন মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী কিংবা উপমন্ত্রী। কোন কোন মন্ত্রী এক বা একাধিক প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর

Dhaka University Institutional Repository

সহায়তালাভ করেন। **দ্বিতীয় স্তরে** রয়েছে সচিবালয় সংগঠন। এ সংগঠনের প্রধান হলেন সচিব। তিনি প্রশাসনিক প্রধান এবং মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কর্মকর্তা। রাজনৈতিক প্রধান সাধারণতঃ অস্থায়ী। **তৃতীয় স্তরে** রয়েছেন পরিচালক, মহাপরিচালক, ইন্সপেক্টর জেনারেল প্রমূখ কর্মকর্তাদের সহযোগে গঠিত নির্বাহী সংগঠন (আহমদ, ১৯৮০)।

৪.৩.২.১ প্রথম স্তর

মন্ত্রণালয়গুলোর রাজনৈতিক উপাদান হল মন্ত্রী এবং তিনিই মন্ত্রণালয়ের শীর্ষস্থানীয়। মন্ত্রী হলেন এক সাধারণী কর্মকর্তা। সমাজ ও জনগণের সামগ্রিক স্বার্থ ও কল্যাণের প্রেক্ষিতে তিনি প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। আইন পরিষদ ও প্রশাসনের মধ্যে তিনি সেতুবন্ধনস্বরূপ। মন্ত্রীর প্রধান দায়িত্ব হল বিভাগের ও বিভাগ সম্পর্কিত সামগ্রিক নীতি নির্ধারণ ও অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে সমাধান দান। এ ক্ষেত্রে অবশ্য তিনি বিভাগের সচিব ও অন্য কর্মকর্তাদের সহায়তা লাভ করেন। বিভাগের সামগ্রিক নীতি নির্ধারণ ছাড়াও মন্ত্রী নির্ধারিত নীতির বাস্তবায়ন ও কার্যকরীকরণের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখেন। মন্ত্রীকে তাঁর কাজে প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী সহায়তা করেন। মন্ত্রীর পক্ষে তাঁরা আইন পরিষদে প্রশ্নের উত্তর দেন, খসড়া বিলকে আইনে পরিণত করার ব্যাপারে তাঁকে সহায়তা করেন, জনসাধারণ ও নির্বাচনী এলাকাতে সরকারী নীতি ও কর্মসূচীর ব্যাখ্যা দেন, মন্ত্রীর নির্দেশমত কোন সমস্যার তদন্ত করেন আর আইন পরিষদ, রাজনৈতিক দল ও সংবাদ মাধ্যমের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করেন।

৪.৩.২.২ দ্বিতীয় স্তর

মন্ত্রণালয়ের দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে সচিবালয় সংগঠন এবং এ স্তরের প্রধান কর্মকর্তা হচ্ছেন সচিব। তিনিই হলেন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান; তবে তিনি নির্বাহী প্রধান নন। তিনি হচ্ছেন মন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা। মন্ত্রণালয়ের নীতি ও প্রশাসনিক কার্যাবলীর সকল ক্ষেত্রে সচিব মন্ত্রীকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। প্রশাসনিক ও কর্মব্যবস্থা পুনর্বিন্যাস কমিটির রিপোর্টে সচিবের চারটি প্রধান

Dhaka University Institutional Repository

কাজের উল্লেখ রয়েছে (Bangladesh Secretariat, 1973)। **প্রথমত,** নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সচিব হলেন মন্ত্রীর সবচেয়ে কাছাকাছি ও বিশ্বস্ত উপদেষ্টা। নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচী প্রণয়নের ক্ষেত্রে সচিবই সকল উপাত্ত সংগ্রহ, প্রমাণ, সংবাদ ও অন্যান্য বিষয়ের সংরক্ষণ, তুলনা, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব বহন করেন। **দ্বিতীয়ত,** সচিবই মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমের দায়িত্ব বহন করেন। **তৃতীয়ত,** মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা নিয়োগ ও সাংগঠনিক কাজের পূর্ণ দায়িত্ব সচিবের উপরই ন্যস্ত। **চতুর্থত,** সচিবই হলেন মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাব রক্ষক। তিনিই মন্ত্রণালয়ের আর্থিক দিক ও ব্যয় সংক্রান্ত সকল দিক নিয়ন্ত্রণ করেন।

যে মন্ত্রণালয়ে কাজের ব্যাপকতা ও জটিলতা বিদ্যমান সেখানে একজন অতিরিক্ত সচিবও থাকেন। তিনি সচিবের কাজে সহায়তা করেন ও তার নিয়ন্ত্রণে কার্য পরিচালনা করেন। যুগ্ম-সচিব সাধারণভাবে কোন মন্ত্রণালয়ের কোন বিভাগের কার্য পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। তিনি সচিবের নিয়ন্ত্রণে থেকে কাজ করেন বা সচিবের পূর্ব নির্দেশ সাপেক্ষে স্বাধীনভাবে বিভাগ পরিচালনা করেন। তিন থেকে পাঁচটি শাখার সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি উপবিভাগ আর উপবিভাগের দায়িত্বে থাকেন একজন উপ-সচিব। উপ-সচিব যুগ্ম-সচিব অথবা সচিবের মাধ্যমে কিংবা উভয়ের মাধ্যমে মন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

৪.৩.২.৩ তৃতীয় স্তর

মন্ত্রণালয়ের তৃতীয় স্তর হল নির্বাহী সংগঠন। এ পর্যায়ে বোর্ড, বিভাগ, কমিশন নামধারী বিভিন্ন বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর বর্তমান। এগুলো মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভূক্ত নয়; কিন্তু মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। বিভিন্ন বিভাগের নির্বাহী কর্মকর্তদের নাম বিভিন্ন। কোথাও এদের পরিচালক, কোথাও বা মহাপরিচালক, কোথাও বা কমিশনার, ইন্সপেক্টর জেনারেল, উপদেষ্টা নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এসব

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকর্তা নীতি বাস্তবায়ন ও প্রশাসন পরিচালনা ছাড়াও সামগ্রিকভাবে প্রশাসন কার্য তত্ত্বাবধান করেন ও সচিবালয় প্রধানকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

নির্বাহী সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন। মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে পরিব্যাপ্ত আর প্রশাসনিক কাজের মাত্রা এভাবে সমগ্র রাষ্ট্রে বিস্তৃত রয়েছে। বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো নিম্নে লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলঃ

চিত্র - ৪.১ ঃ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো

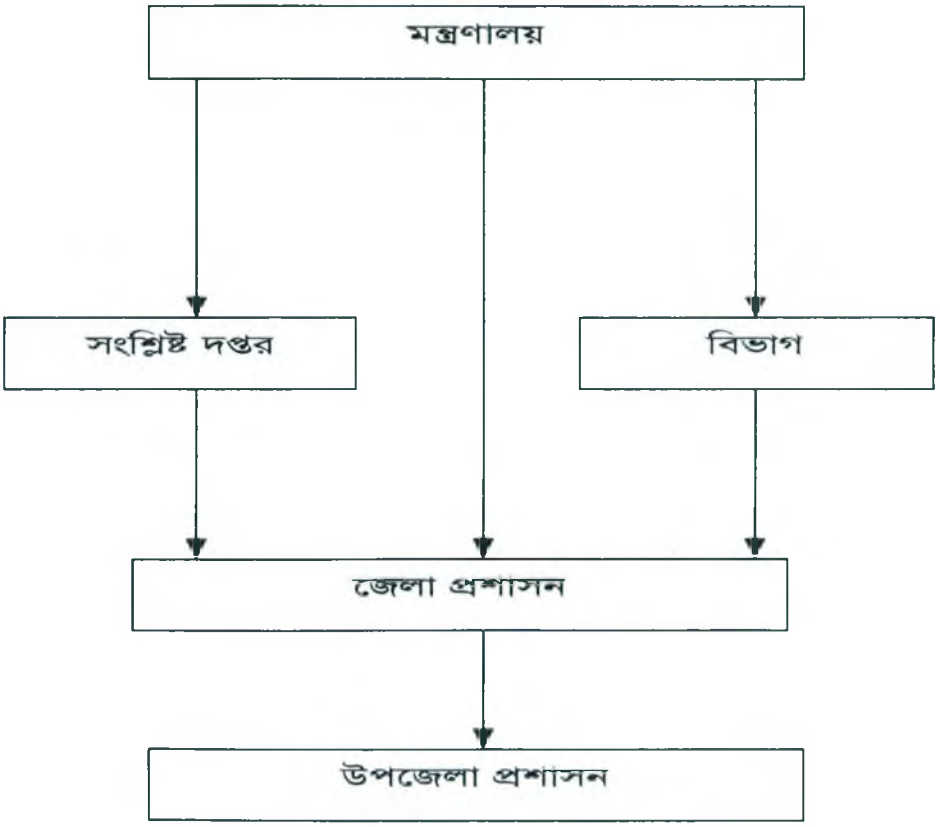

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র - ৪.২ ঃ বাংলাদেশের মন্ত্রণালয়ের কাঠামো

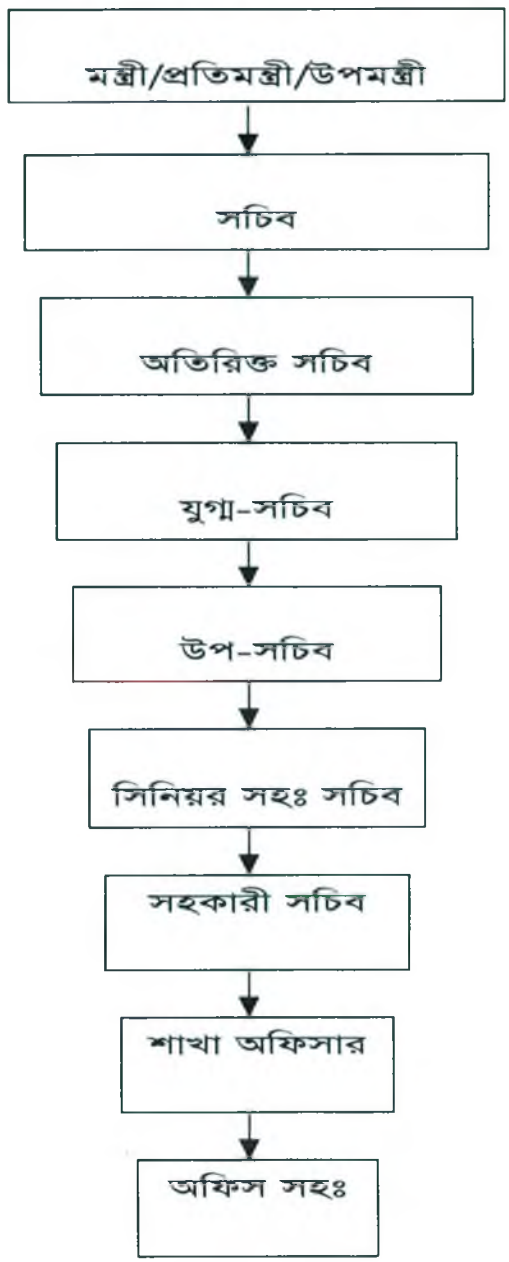

৪.৩.৩ জেলা প্রশাসন

জেলা হল বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক একক। ব্রিটিশরা তাদের প্রশাসনিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন (আনিসুজ্জামান, ১৯৮৬)। সাধারণ ভাবে বলা হয়ে থাকে যে, দেশের সুষ্ঠ

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসন নির্ভর করে জেলার সুষ্ঠু প্রশাসনের উপর। আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সরকারী নীতির কার্যকারিতা ও প্রতিক্রিয়া জেলাতেই সুষ্ঠুভাবে যাচাই করা যায়। এখানেই জনসাধারণ তাদের দাবী-দাওয়া তুলে ধরে, অভিযোগ ব্যক্ত করে, আর এখান থেকেই জনসাধারণ নীতি নির্ধারণের জন্য তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে। তাই জনপ্রশাসনে জেলার গুরুত্ব সর্বাধিক। আর জেলা প্রশাসন হচ্ছে জেলারূপে নির্দিষ্টকৃত এলাকায় সরকারের সার্বিক কার্যক্রম। জেলা প্রশাসন কেন্দ্রীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন ও আওতাভূক্ত (Bangladesh Secretariat, 1973)। জেলার সীমারেখা নির্ধারিত হয় দেশের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে। অবশ্য প্রশাসনিক সুবিধার দিকে নজর রেখেই এর সীমানা নির্ধারিত হয়।

৪.৩.৩.১ জেলার কর্মকর্তা

জেলা প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হচ্ছেন ডেপুটি কমিশনার বা জেলা প্রশাসক। সর্বপ্রথম জেলা প্রশাসক 'কালেক্টর' নামে পরিচিত ছিলেন। তখন তার প্রধান কাজ ছিল কর আদায়। বিচার বিভাগীয় ও প্রশাসনিক ক্ষমতা তার হস্তে ন্যস্ত হলে জেলা প্রশাসককে বলা হত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর। বর্তমানে জেলা প্রশাসক ডেপুটি কমিশনার বা ডিসি নামে পরিচিত। ডেপুটি কমিশনার ও তার উচ্চ পদস্থ সহকর্মীগণ সংসদীয় মন্ত্রণালয়ের সংস্থাপন বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত হন। তাঁর নির্দিষ্ট কোন কার্যকাল নেই। যে কোন সময়ে সরকার তাকে অন্যত্র বদলি করতে পারেন। তিনি সচিবালয়ের উপ-সচিবের পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা। বহু সংখ্যক উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাকে প্রশাসনিক কাজে সহায়তা করেন। জেলা প্রশাসন একটা ছোটখাট সরকারের ন্যায়, আর ডেপুটি কমিশনার জেলা প্রশাসনের নেতৃত্ব দান করেন। অনেক সময় বলা হয় - 'ডেপুটি কমিশনার জেলার গভর্ণর তুল্য' (আহমদ, ১৯৮০)।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩.৩.২ জেলার বিভিন্ন কার্যালয়

প্রত্যেক জেলায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের বহু সংখ্যক কার্যালয় বিদ্যমান। এসব কার্যালয় ডেপুটি কমিশনারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে নেই, তবে তিনি এদের কাজের সমন্বয় সাধন করেন। জেলায় বিদ্যমান বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের উল্লেখযোগ্য কতগুলো কার্যালয়ের উল্লেখ করা হলঃ

সারণী - ৪.১ ঃ জেলায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কার্যালয়

নম্বর	কার্যালয়ের নাম
১	জেলা প্রশাসন অফিস
২	জেলা শিক্ষা অফিস
৩	জেলা খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ অফিস
৪	গণ স্বাস্থ্য অফিস
৫	গণপূর্ত বিভাগীয় প্রকৌশল অফিস
৬	গণস্বাস্থ্য বিভাগীয় প্রকৌশল অফিস
৭	আয়কর অফিস
৮	মৎস বিভাগীয় অফিস
৯	বন বিভাগীয় অফিস
১০	কৃষি অফিস
১১	পুলিশ বিভাগ ও পুলিশ সুপারের অফিস
১২	রেজিষ্ট্রেশন অফিস
১৩	ওয়াসা অফিস
১৪	ওয়াপদা অফিস
১৫	পোষ্ট অফিস
১৬	টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস
১৭	জেলা সমবায় অফিস
১৮	কারাগার ও কয়েদী নিবাস
১৯	বিচার বিভাগীয় অফিস
২০	বিভিন্ন ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীর অফিস প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩.৩.৩. জেলা প্রশাসনের লক্ষ্য ও কার্যাবলী

জেলা প্রশাসনের লক্ষ্য ও কার্যাবলীকে প্রধানত ৬টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন (Bangladesh Secretariat, 1973) ঃ

১। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা

২। ভূমি রাজস্ব ও অন্যান্য কর নির্ধারণ ও আদায়

৩। ভূমি প্রশাসন কার্যাবলী

৪। নির্বাহী কার্যকলাপ

৫। সাহায্য ও পুনর্বাসন এবং

৬। উন্নয়নমূলক কার্যক্রম।

৪.৩.৪ উপজেলা প্রশাসন

বাংলাদেশে ইউনিয়নই হচ্ছে প্রশাসনের সর্বনিম্ন পর্যায়ের একক। কিন্তু যেহেতু প্রত্যেক ইউনিয়নে সরকারী কর্মকর্তা নিয়োগ এখনও সম্ভব হয়নি তাই বাংলাদেশে উপজেলাই হচ্ছে নিম্ন পর্যায়ের প্রশাসনের কার্যকর একক। উপজেলা প্রশাসন জেলা প্রশাসনেরই একক। বাংলাদেশে বর্তমানে ৪৬১টি উপজেলা আছে। উপজেলার দায়িত্বে যিনি থাকেন তিনি হচ্ছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা ইউএনও। উপজেলার আইন-শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষা এবং উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর মৌলিক দায়িত্ব উপজেলা প্রশাসনের উপর। উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে আইন-শৃঙ্খলার কাজে সহায়তা করে থাকেন থানার পুলিশ প্রশাসন। থানার দায়িত্বে থাকেন পুলিশের একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। উপজেলার ভূমি প্রশাসন, ভূমি রাজস্ব ও অন্যান্য কর নির্ধারণ ও আদায় সংক্রান্ত কাজে ইউএনওকে সহায়তা করেন আর একজন কর্মকর্তা যিনি সহকারী কমিশনার ভূমির দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ছাড়াও উপজেলায় উন্নয়নমূলক কাজ সম্প্রতি গুরুত্ব লাভ করেছে। কৃষি বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, স্বাস্থ্য, গণপূর্ত, বিদ্যুৎ ও পানি বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সহযোগে উপজেলায় উন্নয়নমূখী বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা ও এর গ্রামের উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও অন্যান্য গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে নিয়মিত বৈঠক করেন এবং তাদের সকল সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন করেন।

৪.৩.৪.১ উপজেলা প্রশাসনের কার্যাবলী

উপজেলা প্রশাসনের কার্যাবলী নানামূখী। এ সকল কার্যাবলীকে সাতটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করে দেখানো যেতে পারে (আহমদ, ১৯৮০)।

১। উপজেলার মধ্যে সকল উন্নয়নমূলক কাজের সমন্বয় সাধন;

২। সরকার কর্তৃক ন্যস্ত দায়িত্ব ও প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন;

৩। ইউনিয়ন পর্যায়ে উন্নয়নমূখী প্রকল্পের ভিত্তিতে উপজেলার জন্য 'উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা' গ্রহণ;

৪। ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে তাদের দায়িত্ব পালনে সহায়তা ও উৎসাহ দান;

৫। কৃষি উন্নয়ন ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

৬। পরিবেশ সংরক্ষণ তথা শিক্ষামূলক কাজের অগ্রগতি সাধন; এবং

৭। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ও সেক্রেটারীদের প্রশিক্ষণ দান।

৪.৩.৫ ইউনিয়ন পরিষদ

বাংলাদেশর প্রশাসনিক ব্যবস্থার সর্বনিম্ন একক হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ যদিও এর দায়িত্বে কোন সরকারী কর্মকর্তা নিয়োজিত নেই। এ ব্যবস্থা বাংলাদেশের আদিম শাসন ব্যবস্থা। কোন সমস্যার উদ্ভব হলে অতীতে গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তার সমাধান করতেন। বিচার বিভাগীয় কোন পদ্ধতি

Dhaka University Institutional Repository

অনুসরণ না করে বরং এসব ব্যবস্থার মাধ্যমে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে আপোষমূলক পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধান করা হত। তাই ইহা বাংলাদেশের ঐতিহ্যের এক অংশ মাত্র। বিভিন্ন সময়ে বিবর্তন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে অতি সম্প্রতি ইউনিয়ন পরিষদের যে কাঠামো তৈরী হয়েছে তা নিম্নরূপঃ "০১-৯-১৯৯৭ ইং তারিখে জাতীয় সংসদে 'দি লোকাল গভর্নমেন্ট (ইউনিয়ন পরিষদ) (সেকেন্ড এ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ১৯৯৭- এর মাধ্যমে পরিষদগুলোকে ৩ ওয়ার্ডের পরিবর্তে ৯টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়। এখানে ৩ জন মহিলা সদস্যকে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। নয়জন পুরুষ, ৩ জন মহিলা সদস্য এবং ১ জন চেয়ারম্যান- সকলেই সাধারণের ভোটে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন" (রহমান, ২০০০)।

৪.৩.৫.১ ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যাবলী

একটি ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব এলাকার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যবলীর অন্তর্ভূক্ত। ১৯৮৩ সনের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ- এর ৩০ ধারা অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যাবলী মূলতঃ দু'ধরণের - (১) বাধ্যতামূলক কার্যাবলী এবং (২) ঐচ্ছিক কার্যাবলী (সাহা, ২০০২)।

(১) বাধ্যতামূলক কার্যাবলী

(ক) সাধারণভাবে ইউনিয়ন পরিষদসমূহের জন্য বা কোন নির্দিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ঘোষিত দায়িত্ব;

(খ) প্রচলিত অন্য কোন আইনের অধীনে ইউনিয়ন পরিষদসমূহের উপর ন্যস্ত অন্যান্য দায়িত্ব;

(গ) আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনকে সহযোগিতা করা;

(ঘ) অপরাধমূলক কার্যকলাপ, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও চোরাচালান রোধ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) কৃষি, বন, মৎস, গবাদি পশু, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কুটির শিল্প, যোগাযোগ, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন, জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য যা করা প্রয়োজন;

(চ) পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়ন;

(ছ) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন;

(জ) স্থানীয় সম্পদের উন্নয়ন ও সম্পদের সদ্ব্যবহার;

(ঝ) সরকারী সম্পত্তি যেমন- সড়ক, সেতু, খাল, বাঁধ, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ লাইন প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঞ) ইউনিয়ন পর্যায়ের সকল প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কর্ম-তৎপরতা পর্যালোচনা করে সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট থানা পরিষদের নিকট সুপারিশ করা;

(ট) সেনিটারী পায়খানা স্থাপণের জন্য জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ ও সচেতণতা সৃষ্টি করা;

(ঠ) ইউনিয়নাধীন জন্ম, মৃত্যু, অন্ধ, ভিক্ষুক ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহ ও রেকর্ড করা;

(ড) সকল প্রকার শুমারী পরিচালনার দায়িত্ব পালন করা।

(২) ঐচ্ছিক কার্যাবলী

ইউনিয়ন পরিষদের ঐচ্ছিক কার্যাবলীর ৪০টি দফা সম্বলিত একটা বড় তালিকা রয়েছে (Ordinance, 1976)। এ তালিকায় সন্নিবেশিত কাজগুলোকে নিম্নে বর্ণিত ৯ ভাগে দেখানো হলঃ (ক) জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী; (খ) জনস্বাস্থ্যমূলক কার্যাবলী; (গ) জননিরাপত্তামূলক কার্যাবলী; (ঘ) উন্নয়নমূলক কার্যক্রম; (ঙ) বিনোদনমূলক কার্যাবলী; (চ) কৃষিউন্নয়নমূলক কার্যাবলী; (ছ) জন্মনিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম; (জ) শিক্ষামূলক কার্যাবলী; এবং (ঝ) ইউনিয়ন পরিষদ যে কোন রকমের বানিজ্যিক ও কারবারমূলক উদ্যোগ এবং পরিকল্পনা গ্রহণও করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪ উপসংহার

একটা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি নির্ভর করে সে দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্থিতিশীলতার উপর। আর এজন্য প্রয়োজন গঠনমূলক রাজনীতি ও উন্নয়নমূখী প্রশাসন ব্যবস্থা। উন্নয়নমূখী প্রশাসন হল লক্ষ্যভিত্তিক ও কর্মচঞ্চল প্রশাসন ব্যবস্থা। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে জাতিগঠন ও সামাজিক-অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনই হল উন্নয়নমূখী প্রশাসনের মৌলিক লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রশাসনকে সুসজ্জিত হতে হবে আর চারদিকে দক্ষতার আশীর্বাদে সমৃদ্ধ হতে হবে। এজন্য প্রশাসনকে যতখানি দরকার বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে; তৃণমূল পর্যায়ে প্রশাসনকে পৌঁছে দিতে হবে জনগণের কল্যাণে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের ফলে বাংলাদেশে আমলাতন্ত্র যে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে জনগণের কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ বয়ে এনেছে। সর্বোপরি, বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে সুশীল সমাজ গড়ে তুলতে হলে অবশ্যই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা আনয়ন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ নির্দেশনা

হক, আবুল ফজল। (১৯৮২)। বাংলাদেশ ঃ সংবিধান, প্রশাসন ও রাজনীতি। *বাংলাদেশের লোকপ্রশাসন, সম্পাদনাঃ মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান*, ঢাকাঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, পৃঃ ৪৫।

হোয়াইট, এল. ডি.। (১৯৫৫)। *লোক-প্রশাসন পরিচিতি।* নিউইয়র্কঃ ম্যাকমিলান, পৃঃ ১।

Caiden, G. E. (1971). *The Dynamics of Public Administration.* New York: Rinehart and Winston, p. vii.

Adams, B. (1903). *The Theory of Social Revolutions.* New York: MacMillan, pp. 207 – 208.

Wiloughby, W. F. (1927). *Principles of Public Administration.* Baltimore: John Honkins.

আহমদ, এমাজউদ্দিন। (১৯৮০)। *বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন।* ঢাকাঃ গোল্ডেন বুক হাউস, পৃঃ ২৫৯।

হক, আবুল ফজল। (১৯৮২)। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৬।

বাংলাদেশ সংবিধান। (১৯৭২)। অনুচ্ছেদ ৫৬ (৫)।

বাংলাদেশ সচিবালয়। (২০০৩)। অফিসিয়াল রেকর্ড, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়। ঢাকাঃ বাংলাদেশ সচিবালয়।

আহমদ, এমাজউদ্দিন। (১৯৮০)। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬৩।

Bangladesh Secretariat. (October, 1973). *Report of the Administrative and Services Reorganization Committee, Part II: The Administration.* Dhaka: Bangladesh Secretariat, p. 186.

Dhaka University Institutional Repository

Anisuzzaman, M. (1986). Administrative Culture in Bangladesh: the Public-bureaucrat Phenomenon. *Bangladesh Studies: Politics, Administration, Rural Development and Foreign Policy.* Dhaka: Centre for Administrative Studies, University of Dhaka, p. 24.

Bangladesh Secretariat. (October, 1973). *Report of the Administrative and Services Reorganization Committee, op cit.*, p. 249.

আহমদ, এমাজউদ্দিন। (১৯৮০)। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭৫।

Bangladesh Secretariat. (October, 1973). *Report of the Administrative and Services Reorganization Committee, op cit.*, p. 252.

রহমান, মোঃ মকসুদুর। (২০০০)। *বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন।* রাজশাহীঃ পাঠ্যপুস্তক অনুবাদ ও প্রকাশনা বোর্ড, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ৩৯১।

আহমদ, এমাজউদ্দিন। (১৯৮০)। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯৯-৪০০।

সাহা, দিলীপ কুমার। (২০০২)। *স্থানীয় সরকারঃ ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থাপনা।* নোয়াখালীঃ পৃঃ ৪১।

Local Government Ordinance No. XC of 1976, Sections 30 – 33, and First Schedule. Dhaka: The Government of the People's Republic of Bangladesh.

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় - ৫

উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় - ৫

উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

৫.০ ভূমিকা

উন্নয়ন কি সেটার সহজ ভাষায় এবং সকলের গ্রহণযোগ্য একটি সংজ্ঞা দেয়া সত্যিই কঠিন। এমন কি অর্থনীতিবিদ্‌গণ নিজেরাও এ সম্পর্কে একমত নন। শুধু তাই নয়, তাঁদের দেয়া সংজ্ঞা সাধারণ মানুষের বোধগোম্যও নয়। এ কারণে নিরক্ষর ও অর্ধশিক্ষিত গণমানুষেরা উন্নয়নসহ উপরোক্ত বিষয়গুলোকে অনেকটা উপরের স্তরের ব্যাপার বলেই ধরে নিয়েছেন। এদিকে সম্প্রতি একটি সচেতন মহল বেশ দৃঢ়তার সাথেই ঘোষণা দিয়েছেন যে, কোন বিষয় বা কর্মকান্ডের সাথে সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করা না গেলে তা কখনও সফল হতে পারে না। সহজ কথায় বলতে গেলে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উন্নয়ন হল মূলতঃ দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থিত বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নত করা। অনেকে হয়ত এই নির্দোষ সাধারণ সংজ্ঞাটি মেনে নিতে খুব একটা আপত্তি করবেন না। তবে এই জীবনমান উন্নয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে মতান্তর রয়েছে এবং সম্ভবতঃ এই মতান্তরের সুযোগেই বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের নামে যা হচ্ছে তাতে প্রধানতঃ সাধারণ মানুষের বদলে এমন কিছু লোকের সমৃদ্ধি বা উন্নয়ন ঘটছে যারা আসলে সমাজের উচ্চ পর্যায়েরই লোক। অন্যদিকে যারা জনগণকে উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত করার কথা বলছেন তারাও জনগণকে যথার্থভাবে যুক্ত করতে পারছেন না, হয়তো বা খুব সচেতনভাবেই তারা যাতে যুক্ত হতে না পারেন তার ব্যবস্থা করছেন। এই

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থায় বড় বড় আলোচনা ছাড়া উন্নয়নের প্রকৃত কাজ বেশি না হওয়াই স্বাভাবিক এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উন্নয়নের গতি ও প্রকৃতি সত্যি অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক (দাশগুপ্ত, ১৯৯৪)।

৫.১ উন্নয়নের সংজ্ঞা

উন্নয়ন শব্দটির মূর্ত তাৎপর্য হল প্রাক্ পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক ও উৎপাদন কৌশলের রূপান্তর। ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত অনুন্নত দেশগুলোতে ঐ রূপান্তরের প্রাথমিক শর্ত হল বিপ্লবী গণতান্ত্রিক বা সমাজতন্ত্রকামী শক্তির দ্বারা রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ (চৌধুরী, ১৯৯১)। প্রকৃতপক্ষে, উন্নয়নের আভিধানিক অর্থ অনেকটা উদ্দেশ্যবাদী। এ অর্থে উন্নয়ন হচ্ছে পরিপূর্ণতা। কোন সমাপ্তি পর্বের লক্ষ্য ব্যতিত কোন সমাজ এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে রূপান্তরিত হলে সমাজের সেই গতিশীল পরিবর্তনকে উন্নয়ন বলে চিহ্নিত করা হয়। সহজ কথায় - "উন্নয়ন হচ্ছে আকাঙ্খিত, সাধারণভাবে পরিকল্পিত আর সরকারী কার্যক্রম দ্বারা প্রভাবিত সামাজিক পরিবর্তন" (Montgomery, 1966)। বাস্তবভিত্তিক উন্নয়ন বলতে - নির্দিষ্ট সময়ে কোন দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এমন এক অবস্থাকে বুঝানো আবশ্যক যেখানে প্রতিটি কার্যক্ষম ও কর্মেচ্ছুক নাগরিক স্বাধীনভাবে (অন্যের ক্ষতি সাধন না করে) যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ সুযোগ ও নিরাপত্তা পায়। ব্যক্তিগতভাবে উপার্জিত আয় এবং সরকারের প্রদত্ত সেবাসমূহ- যেমন, ন্যূনতম শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ ছোট বড় প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে একটি ভদ্রোচিত জীবন যাত্রার মান নিশ্চিত করতে পারে (হক, ১৯৮২)। উন্নয়নের এ সংজ্ঞার ভিত্তিতে প্রতিটি নাগরিকের জীবন-যাত্রার মান বৃদ্ধি পেলে উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে বলে ধরে নেয়া যায়, নচেৎ নয়। উপরোক্ত সংজ্ঞার মাপকাঠিতে বিচার করলে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে বিশ্বের অনেক দেশই বিশেষ করে ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত অনুন্নত দেশগুলো উন্নয়ন নামক অলীক বস্তুটি থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে।

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রতি জাতিসংঘ কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্যঃ "Development in a broad sense, refers to social and economic changes in society, leading to improvement in the quality of life for all. At the most basic level, it means providing for every person the essential material requirements for a dignified and productive existence." জাতিসংঘের এ সংজ্ঞায় উন্নয়ন বলতে এমন ধরণের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তণকে বুঝানো হয়েছে যার মাধ্যমে সকল মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। প্রকৃতপক্ষে, এ ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হতে পারে প্রশাসন ও রাজনীতির সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল চিন্তাধারা, নীতি নির্ধারণ ও কার্যকরী পদক্ষেপের মাধ্যমে। কিন্তু এ ধরণের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছেনা; কারণ আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও প্রশাসকগণের মধ্যে সদিচ্ছার খুবই অভাব।

৫.২ উন্নয়ন ও রাষ্ট্রদর্শন

উন্নয়নকে অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে স্বীকার করতে চান না। তাদের মতে রাষ্ট্রে যে ধরণের ব্যবস্থাই চালু থাক না কেন উন্নয়নের ব্যাপারে সব সরকারকেই (অবশ্য সরকার বহির্ভূত রাজনৈতিক অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও) সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হয়। কিন্তু সব সরকারের উন্নয়ন চিন্তা, উন্নয়নের ধারা ও কার্যক্রম যে এক নয় একথা অস্বীকার করা যাবে না। কাজেই উন্নয়নের গতি প্রকৃতি বা তৎপরতার সাথে রাষ্ট্রীয় দর্শনের কোন যোগসূত্র নেই তা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেয়া যায় না। তবে এটাও ঠিক যে, রাষ্ট্রীয় দর্শনের ভিন্নতা ছাড়া ব্যক্তির পরিবর্তনেও উন্নয়ন কর্মকান্ডের লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন হতে পারে এবং তা হচ্ছেও। কিন্তু সেই পরিবর্তন এবং ভিন্ন রাজনৈতিক দর্শনজনিত উন্নয়ন চিন্তার পার্থক্য এক নয়। এ দু'টোর মধ্যে মৌলিক বিভেদ রয়েছে (দাশগুপ্ত, ১৯৯৪)।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা করতে গেলেই কোন্ প্রক্রিয়ায় বা ব্যবস্থাধীনে উন্নয়ন সে প্রশ্ন অবশ্যই এসে যায়। আর উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রকৃতি ও প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণে এসব প্রশ্ন একান্তই জরুরী। এছাড়া, তৃতীয় বিশ্বের জনগণের পক্ষে উন্নয়নের তাগিদ যতই বাড়ছে এ ব্যাপক রাষ্ট্রীয় নীতির প্রশ্নটিও বেশ প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। কাজেই উপরোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সাধারণ মানুষেরও সহজ ও সংক্ষিপ্ত ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ উন্নয়ন, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও সামরিকীকরণ প্রভৃতি সম্পর্কে সাধারণ জনগণের কিছু জ্ঞান থাকা দেশের স্বার্থেই প্রয়োজন। বিশেষতঃ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ নিয়ে কথা-বার্তা ও আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে আজকাল অনেক বেশী। এটা সর্বজন বিদিত যে, এই উন্নয়নই বর্তমান সময়ে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে তুষ্ট করার ব্যাপক হাতিয়ার। কিন্তু এই উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য বলে যাদের উদ্দেশ্যে প্রচার করা সেই সাধারণ জনগণই উন্নয়ন বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝেন তা তারা জানেন না।

৫.৩ জনগণ ও উন্নয়নের সম্পর্ক

জনগণ হচ্ছে সমাজ বা রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য উপাদান, আর এই বিশাল জনগোষ্ঠীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যই বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্তই জরুরী। এজন্য গণ সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচ্য। যেমন, গতানুগতিক পদ্ধতিতে নিরক্ষরতা দূর করার কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে গণ সচেতনতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। তবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচীর সাথে মানুষের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতণা বৃদ্ধির কাজটি কার্যকরভাবে যুক্ত করতে না পারলে সাধারণ মানুষের চেতণা বৃদ্ধি সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ব্যাপক আড়ম্বরপূর্ণ উন্নয়ন কর্মসূচী গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ জনজীবনে উন্নয়নের প্রকৃত ছোঁয়া লাগেনি, লাগছেও না। কারণ, এসব কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের কোন ভূমিকা নেই যাদের জন্য এসব উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত। কাজেই উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

বরাদ্দকৃত অর্থ নির্ধারিত সময়ে ব্যয়িত হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উন্নয়নের কোন সুফল বা ছাপ আমাদের জনজীবনে প্রতিফলিত হয় না।

কিন্তু এ ব্যর্থতার জন্য উন্নয়ন কর্মসূচী দায়ী নয়। উন্নয়নের ব্যাপারে পরিকল্পনা প্রণেতাদের আগ্রহ নেই তা-ও বলা যাবে না। আসলে পরিকল্পনা গ্রহণ পদ্ধতিটাই ত্রুটিপূর্ণ। এখানে কার্যতঃ ভেসে উঠে তৃতীয় বিশ্বের আর্থ-সামাজিক ও আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামোর এক বিশেষ অবস্থা, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চেতণার পশ্চাৎপদতা, গণতন্ত্র বিকশিত হতে না পারার নির্মম সত্যগুলো। এসব দেশে আমলাতান্ত্রিক বা স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় যা বাস্তবায়নে চরম ব্যর্থতার জন্যও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কারো কাছে জবাবদিহিতার কোন ব্যবস্থা নেই। এমন কি তৃতীয় বিশ্বের গণতান্ত্রিক বলে কথিত ব্যবস্থায়ও উন্নয়ন পরিকল্পনা মূলতঃ উপরোক্ত পন্থায় উপর থেকেই চাপিয়ে দেয়া হয়। স্বভাবতঃই সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ উন্নয়নের কোন স্বাদ পায় না। উন্নয়নের বাহ্যিক কিছু লক্ষণ ভেসে উঠে কেবল সমাজের উপরের স্তরে।

দেশের যে কোন উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সকল কর্মকান্ডে জনগণের সচেতন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ যে একান্ত অপরিহার্য তা এ যুগে অনেকেই স্বীকার না করে পারছেন না। কিন্তু আমাদের দেশে সত্যটি মামুলিভাবে স্বীকার করা হলেও বাস্তবে তা অনুসরণের ব্যাপারটি এখনও খুব হতাশাব্যঞ্জক। বরং বলা যায় বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে এই বিষয়টি আজো সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। ফলে গণতন্ত্রের বিকাশ ও উন্নয়ন কোনটাই হচ্ছে না আমাদের দেশে।

৫.৪ সফল উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের পূর্বশর্তসমূহ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও আর্থ-রাজনৈতিক ইতিহাসে গত ৩২ বছরে প্রশাসনের আধিপত্যের দরুণ বিগত বছরগুলোতে উন্নয়ন ও রাজনৈতিক সংকটকালীন পরিস্থিতে প্রশাসনের ভূমিকা, সামরিক ও বেসামরিক আমলা/ প্রশাসকের সম্পর্ক, সামাজিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের নিরব মিথস্ক্রিয়ায়

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি আমলা ভোগ করেন অবাধ স্বায়ত্বশাসন এবং অহরহ ব্যবহার করেন তার ক্ষমতা ও পেশাগত দক্ষতা জনস্বার্থের পক্ষে বা বিপক্ষে - অবশ্য বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দূরাবস্থা ও সংকট এর বাস্তব প্রমাণ। কারণ উন্নয়নের সকল স্বপ্ন সচিবালয়ের ঐ উঁচু দেয়াল ডিঙিয়ে যে বেরুতে পারছে না তা জানতে পারছে না গ্রামের উন্নয়নগামী সাধারণ মানুষ। ফলে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে, উন্নয়নের ফসল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষ। এই দূরবস্থা থেকে আশু পরিত্রাণ পেতে হলে এবং আমাদের দেশের জন্য সফল উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হলে নিম্নের বিষয়গুলোকে অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে।

৫.৪.১ উন্নয়নের মৌলিক লক্ষ্য নির্ধারণ

দেশের যে কোন কর্মসূচী গ্রহণের শুরুতে একটি মৌলিক লক্ষ্য স্থির করা আবশ্যক অর্থাৎ কাদের জন্য উন্নয়ন তা নিশ্চিত করতে হবে। সমাজে বিভিন্ন আয়-স্তরের মানুষ রয়েছে এবং বিভিন্ন আয়-স্তরের মানুষ বিভিন্ন ধরণের উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে নানাভাবে জড়িত। এছাড়া পরস্পর বিরোধী স্বার্থের কারণেই কোন একক কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশের প্রতিটি আয়-স্তরের মানুষের স্বার্থ সমানভাবে রক্ষা করা সম্ভব নয়। বিশেষ আয়-স্তরভূক্ত কিংবা উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষ মর্যাদায় জড়িত মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় বিভিন্ন আয়-স্তরের মানুষের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্বে উচ্চ আয়-স্তরের মানুষ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাবের দ্বারা নিম্ন আয়-স্তর অর্থাৎ অসহায়দের শোষণ করবে।

৫.৪.২ উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত করার কৌশল নিরূপণ

উন্নয়ন কর্মসূচীর টার্গেট গ্রুপ স্থির এবং তাদের উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণের পর কর্মসূচীর সাথে টার্গেট গ্রুপের অর্থাৎ ফলভোগীদের জড়িয়ে ফেলার কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। এটা তখনই সম্ভব হবে, যদি প্রকল্পের শুরু থেকে বাস্ত-

Dhaka University Institutional Repository

বায়ন পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে টার্গেট গ্রুপ অংশ নিতে পারে। দেশের যে কোন কর্মসূচীর ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সর্বনিম্ন স্তর (গ্রাম) থেকে উর্ধ্বমূখী (জেলা পর্যায়) অর্থাৎ বটম আপ পদ্ধতির মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।

৫.৪.৩ উন্নয়নের সুফল ভোগীদের চিহ্নিতকরণ

জাতীয় বা বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে এমন কতগুলো কর্মসূচী বা প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে যা প্রত্যক্ষভাবে ফলভোগীদের স্বার্থে আসে না। এক্ষেত্রে নিঃসহায়দের স্বার্থ রক্ষার্থে সুবিধাভোগীদের সঠিক সণাক্ত করণের মাধ্যমে তাদের উপর উন্নয়ন কর আরোপ করা আবশ্যক। যেমন- রাস্তাঘাট তৈরী, পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সেবামূলক সরকারী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিঃস্ব শ্রেণীর স্বার্থে ভর্তুকীর ব্যয়ভার বহনের জন্য তুলনামূলকভাবে অধিক সুবিধাভোগী শ্রেণীর উপর অতিরিক্ত উন্নয়ন কর আরোপ করা ন্যায় সঙ্গত।

৫.৪.৪ কার্যকরী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরী

সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে উন্নয়নের চাহিদা ও গতিধারায় পরিবর্তন সাধিত হয়। আর সেই পরিবর্তিত সময় ও উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এগুতে হয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোসমূহকে। পুরাতন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন উন্নয়নের গতি ও ধারাকে সংযুক্ত করতে গেলে শূন্যতা ও অসামঞ্জস্যতার সৃষ্টি হয়। ফলে ঔপনিবেশিক আমলে উন্নয়নের প্রয়োজনে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো তাই স্বাধীনতালব্ধ দেশে স্বাভাবিকভাবেই অকেজো হয়ে পড়ে। সমাজে শ্রেণী বিন্যাসের সাথে তাল মিলিয়ে তাই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে করে বিশেষ শ্রেণীর উদ্দেশ্যে গৃহীত কর্মসূচী সেই শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণে সহায়ক হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪.৫ স্বাবলম্বীকরণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ

সমাজে সহায়সম্বলহীন নিঃস্ব মানুষদের আর্থিক সাহায্য প্রদান না করে সাংগঠনিক ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের ভাগ্যোন্নয়নে সহায়তা দান অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলার পেছনে এই মহৎ উদ্দেশ্যটি অন্যতম মূখ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যার শ্রম ছাড়া আর কিছুই নেই তাকেও সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে সম্পদ সৃষ্টিতে কাজে লাগানো হলে সে শুধু নিজেই বাঁচতে শিখেনা বরং অন্যদেরকে বাঁচাতে সাহায্য করতে পারে। জনসমুদ্রের দেশ হয়েও চীন এই নীতি অনুসরণ করে অগণিত জনসম্পদকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে পেরেছে।

৫.৪.৬ স্বল্পমেয়াদী মাঝারী ধরণের কর্মসূচী প্রণয়ন

বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলো পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অন্ধ অনুকরণের ফলে অনেক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে গ্রহণযোগ্য দীর্ঘমেয়াদী পুঁজি আধিক্য বৃহদাকার প্রকল্প গুলোতে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। সুষ্ঠ তদারকী, তাৎক্ষণিক আয় সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা, দুস্প্রাপ্য সম্পদ যেমন পুঁজির অপ্রতলতা ও কর্ম সংস্থান সৃষ্টির ভিত্তিতে স্বল্পমেয়াদী ছোট ও মাঝারী ধরণের কর্মসূচী, দীর্ঘমেয়াদী ও বৃহদাকার কর্মসূচীর তুলনায় অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার ও তদারকীর ভিত্তিতেও এ ধরণের কর্মসূচীর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ বাঞ্ছনীয়।

৫.৪.৭ বহির্দেশীয় সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস

অর্থনীতির চাহিদা ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিশেষ করে মানবিক সম্পদ (হিউম্যান ক্যাপিট্যাল) সদ্ব্যবহারের ভেতর সংগতি রক্ষা যে কোন কর্মসূচীর লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রয়োজনীয়তার সাথে বহির্সম্পদের সংগতি স্থাপনে ব্যর্থ হলে বিদেশী সম্পদ ব্যবহারের অধিক প্রবণতা দেখা দেয়। ফলে একদিকে যেমন অভ্যন্তরীণ সম্পদের অবক্ষয় ঘটতে থাকে অন্যদিকে তেমনি

Dhaka University Institutional Repository

বিদেশী সম্পদের ব্যবহারের প্রতি সমাজের সুবিধাভোগীদের মোহ বাড়তে থাকে। এছাড়াও বহির্সম্পদের উপর উত্তরোত্তর নির্ভরশীলতা যে কোন কর্মসূচীর সঠিক ও সার্থক বাস্তবায়নে ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

৫.৪.৮ বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক কাঠামো সৃষ্টি

আমেরিকান অর্থনীতিবিদ শুমাচের মতে যা কিছু ক্ষুদ্র তাই সুন্দর। তাঁর উক্তির পেছনে অন্যতম যুক্তি, যা ছোট তার উপর নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা যেমন অধিক তেমনি যাবতীয় দুষ্প্রাপ সম্পদের প্রতি আবশ্যকীয়তাও কম। বড় বা মাঝারি কর্মসূচীর ক্ষেত্রে সুষ্ঠু তদারকী সম্ভব হয় না। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সময় সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। বিলম্বিতকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অন্যায় সুবিধা আদায় সহজ হয়। প্রশাসনে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সংখ্যা কম থাকার দরুণ কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার সপক্ষে যুক্তি দেয়া হয়ে থাকে। স্বভাবতই আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিকেন্দ্রীভূত পদ্ধতির আবশ্যকীয় কাঠামো সৃষ্টির পথে বাধা হিসেবে কাজ করে থাকে (Thomas and Hook, 1977)।

৫.৪.৯ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবাধ স্বাধীনতা সীমিতকরণ

বাজারের অবাধ স্বাধীনতা তথা পূর্ণ প্রতিযোগিতা, গতিশীলতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে মুক্ত চিন্তা, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার যুক্তি সকলের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির পরিবর্তে কোন কোন সময় সামাজিক ন্যায় বিচারের পথে বাধা হিসেবে কাজ করে। দেশের সার্বিক মঙ্গল ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকল্পে তাই কোন কোন ক্ষেত্রে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সীমিত করার আবশ্যকতা দেখা দিতে পারে। ব্যক্তিগত অধিকারের প্রশ্নে অবাধ ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীনতার নামে সামাজিক শোষণ ও বৃহত্তর অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি কাম্য নয়। তাই দেশের বৃহত্তম স্বার্থে ব্যাপক কোন কর্মসূচী গ্রহণে ব্যক্তি অধিকারের প্রশ্নে অবাধ স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণ এই দু'য়ের ভেতর সমন্বয় রক্ষা করতে হবে (Aziz, 1978)।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪.১০ কর্মসূচী বাস্তবায়নে ক্ষমতাসীন সরকারের দিক নির্দেশ

যে কোন উন্নয়ন কর্মসূচীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্তরের উর্ধ্বতন থেকে নিম্নতম কর্মচারীদের ভেতর জাতীয় মঙ্গল ও সামাজিক ন্যায় বিচার এই দুটো লক্ষ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে কোন ধরণের ভিন্নতা প্রকল্প প্রণয়নের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। অনেক সময় প্রশাসনিক জটিলতা এড়ানোর জন্য রাজনৈতিক মতাদর্শে নিষ্ক্রিয় আমলাতন্ত্র অনুমান করে নেওয়া হয় (Islam, 1979)। ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে গণচীনের অনেক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্ত-বায়নে সাফল্য অর্জনের পেছনে রাজনৈতিক দিক নির্দেশ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

৫.৪.১১ উন্নয়ন কর্মসূচীর মূল্যায়ন

কোন কর্মসূচী বাস্তবায়ন চলাকালে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে কার্যসম্পাদনের সুষ্ঠু মূল্যায়ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। মধ্যবর্তীকালীন মূল্যায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়নে আশু বাধা ও সমস্যাবলী পর্যালোচনার সুযোগ থাকে এবং সেগুলো সমাধানের মাধ্যমে প্রকল্প সুষ্ঠু ও নির্ভুল পথে পরিচালিত হতে পারে। এ ধরণের ব্যবস্থার অভাবে অনেক ক্ষেত্রে দুষ্প্রাপ্য সম্পদের অপচয় ঘটে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের ভেতর দুর্নীতির প্রবণতা দেখা দেয়।

৫.৪.১২ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রকল্প নির্ধারণ

দুষ্প্রাপ্য ও অন্যান্য সম্পদের স্বল্পতার কারণে যে কোন উন্নয়ন কর্মসূচী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা উচিত। প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়ন পরবর্তী এই তিনটি স্তরে নিযুক্তির সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি এবং পৌনঃপুনিকভাবে আয় সৃষ্টি জাতীয় লক্ষ্যার্জনের অন্যতম শর্ত হিসেবে যেসব প্রকল্পের অবদান সর্বাধিক সে সমস্ত প্রকল্পকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫ উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটি আশা করা যায় না। কোন জাতির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি ব্যক্তিজীবনের মুক্তি নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হবে যদি না সে জাতির উন্নয়ন কর্মসূচীতে দেশের প্রতিটি কর্মক্ষম ও কর্মেইচ্ছুক নাগরিক সক্রিয় অংশ গ্রহণে সক্ষম হয়। তাই দেশের সার্বিক উন্নয়ন অর্জনে নিশ্চিত করতে হবে রাজনৈতিক স্বচ্ছতা, মননশীলতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা, অন্যথায় ব্যর্থ হবে সকল প্রচেষ্টা।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ নির্দেশনা

দাশগুপ্ত, বিনোদ। (১৯৯৪)। উন্নয়ন, গণতন্ত্র ও সামরিকীকরণ। *রাজনীতিতে সামরিক আমলাতন্ত্র, সম্পাদনা: মুস্তাফা মজিদ।* ঢাকাঃ প্রশাসনিক গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ২১- ২২।

চৌধুরী, হাসানুজ্জামান। (১৯৯১)। আমলা-রাষ্ট্রের মতাদর্শ ও উন্নয়ন সমস্যা। *বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র, সম্পাদনা: মুস্তাফা মজিদ।* ঢাকাঃ প্রশাসনিক গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ৫৪।

Montgomery, J. D. (1966). A Royal Invitation: Variations on Three Classical Themes. *In: Approaches to Development: Politics, Administration and Change, ed. by J. D. Montgomery and W. J. Siffin.* New York: p. 259.

হক, আতাউল। (১৯৮২)। গ্রামীণ কর্মসূচী বাস্তবায়নঃ সফলতা ও শর্তাবলী। *বাংলাদেশের লোক প্রশাসন, সম্পাদনা: মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান।* ঢাকাঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ১০১।

দাশগুপ্ত, বিনোদ। (১৯৯৪)। পূর্বোক্ত। পৃঃ ২৭।

Thomas, J. W. and Hook, R. H. (1977). Creating Rural Employment – A Manual for Organising Rural Works Programme. US AID.

Aziz, Sartaj. (1978). Rural Development Learning from China. The Macmillan Press. P. 100.

Islam, Nurul. (1979). Development Planning – A Study in Political Economy in Bangladesh. Dhaka: Dhaka University Press, pp. 52 – 62.

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় - ৬

বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়নে রাজনীতি ও প্রশাসনের ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় - ৬

বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়নে রাজনীতি ও প্রশাসনের ভূমিকা

৬.০ ভূমিকা

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের গ্রাম প্রধান একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে গ্রামীণ উন্নয়ন, যাতে করে গ্রামের জনসাধারণ তথা দেশের ৯১ ভাগ লোকের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন করা যায় (হক, ১৯৮২)। প্রশাসনিক কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গ্রাম প্রশাসনের সর্বনিম্ন একক হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদই একমাত্র ইউনিট যা সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের দাবী রাখে। কারণ চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। থানা ও জেলার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে, ঐ সব স্থানীয় সরকারের একক হলেও নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রেরণের কোন ব্যবস্থা নেই। ইউনিয়ন পরিষদ সর্বত্র গ্রাম স্বায়ত্তশাসনের একক এবং গ্রামের মানুষের সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। ইউনিয়ন পরিষদই গ্রাম এলাকার উন্নতি, অগ্রগতি এবং গ্রামের মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। গ্রাম উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রশাসন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং গ্রামীণ উন্নতি সাধনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের হাতে বহুবিধ ক্ষমতা, বিভিন্নমূখী দায়িত্ব, কর্তব্য ও কার্যাবলী অর্পণ করা হয়েছে। **"রাজনীতি, প্রশাসন ও উন্নয়নঃ প্রেক্ষিত গ্রামীণ বাংলাদেশ"** গবেষণা কর্মে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে বাংলাদেশের গ্রামের

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার উন্নয়ন ও কল্যাণে এদেশের রাজনীতি ও প্রশাসন প্রকৃতপক্ষে কি ধরণের ভূমিকা পালন করে।

৬.১ গ্রামীণ বাংলাদেশের স্বরূপ

স্বাধীনতার ৩২ বছর পার হলেও সমস্যা জর্জরিত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে উন্নতির ছাপ খুব একটা পড়েনি। বাংলাদেশের অস্থিতিশীল রাজনীতি ও উচ্চাভিলাষী প্রশাসনিক ব্যবস্থা- এ দু'য়ের প্রভাবের কারণে গ্রামীণ সাধারণ মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তনই হয় নি। কঠিন দারিদ্র আর দুর্ভিক্ষের কষাঘাতে তারা নিষ্পেষিত। উন্নয়ন তাদের কাছে শুধু ভবিষ্যৎ কল্পনা। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের উন্নতি বিধান করতে হলে বহুবিধ সমস্যার সমাধান করা আশু প্রয়োজন। এক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন, গ্রামীণ উন্নতি বিধান ছাড়া দেশের সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব নয়। রাজনীতি ও প্রশাসনের সকল স্তর থেকে অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির মূল উৎপাটন করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠা করতে হবে একটি সুশীল প্রশাসন ও স্থিতিশীল রাজনৈতিক কাঠামো।

বাংলাদেশের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৯১ ভাগ গ্রামে বাস করে, তাই গ্রামের উন্নতি ছাড়া সামগ্রিক উন্নতি বিধান করা সম্ভব নয় (রহমান, ২০০০)। গ্রাম উন্নয়নের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তার মধ্যে সর্বাগ্রে আসে কৃষির উন্নয়নের কথা। কেননা যে ৯১ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে তাদের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ প্রত্যক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। অবশিষ্ট জনগণও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই কৃষির উন্নতি বিধান করা গ্রাম উন্নয়নের প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ (Miah, 1976)। এর পাশাপাশি গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও মাঝারী কুটির শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি আবশ্যক। কারণ কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের উন্নতি বিধান না করলে আসল উদ্দেশ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের পাশাপাশি গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা প্রয়োজন। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন হলে শহর ও গ্রামের

Dhaka University Institutional Repository

জনসাধারণের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হবে এবং কৃষকগণ তাদের কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাবে। ব্যাপক জনশিক্ষার উপরও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। গ্রামের অধিকাংশ মানুষই নিরক্ষর এবং তাদের শিক্ষার জন্য তেমন কোন সুযোগ-সুবিধা নেই। গ্রামের উন্নতি করতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন করা প্রয়োজন। গ্রামীণ মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষা বা চিকিৎসারও তেমন কোন ব্যবস্থা নেই, তাই তাদের জন্য সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। দেশের সম্পদ সীমিত কিন্তু জনসংখ্যা ক্রমাগত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদন করলেও এর সমাধান হবে না (Fieldman, 1980)। এজন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। তুলনামূলকভাবে গ্রামের জনসাধারণই পরিবার পরিকল্পনা কম গ্রহণ করে। এজন্য তাদেরকে পরিবার পরিকল্পনার সুফলগুলো বোঝাতে হবে এবং তাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রেষণা যোগাতে হবে।

তাহলে আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই, গ্রাম উন্নয়নের জন্য কৃষি, শিল্প, যোগাযোগ, পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা ইত্যাদির উন্নতি বিধান করা প্রয়োজন। তবে শুধু উল্লিখিত বিষয়ে উন্নতির প্রচেষ্টা চালালেই গ্রামীণ উন্নয়ন করা সম্ভব হবে না। এজন্য প্রয়োজন সর্বজনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা। গ্রাম উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনসাধারণ আগ্রহী না হলে এককভাবে সরকারী প্রচেষ্টায় তা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে মহিলাদের অংশ গ্রহণও বিশেষ প্রয়োজন। সমাজের অর্ধেক লোকই নারী, তাই এই ব্যাপক সংখ্যার নিশ্চুপ ভূমিকা পালনের মধ্যে দিয়ে কোন দিন গ্রামীণ উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য মহিলাদের ব্যাপক হারে উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা আবশ্যক।

৬.২ রাজনীতি ও প্রশাসনের ভূমিকা

প্রকৃতপক্ষে গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণের জন্য প্রয়োজন যোগ্য, সৎ, নিষ্ঠাবান ও আদর্শ নেতৃত্বের। আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতারা মুখে নীতি

Dhaka University Institutional Repository

আর আদর্শের বুলি আওড়ায় কিন্তু অন্তরে থাকে অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার হীন বাসনা। তাঁরা মাঠে, ময়দানে, পথে, রেলষ্টেশনে এবং বাস টার্মিনালে বক্তৃতার ফুলঝুড়ি ফুঁটিয়ে, সাধারণ মানুষকে কিছু মিথ্যা আশ্বাস, প্রতিশ্রুতি আর সান্তনার বাণী উপহার দিয়ে তাদের বাহবা আর হাততালি পুঁজি করে মঞ্চ থেকে অবতরণ করার সাথে সাথেই বেমালুম ভুলে যান সকল প্রতিশ্রুতি। পরক্ষণেই ঐ সাধারণ মানুষটির বুকে লাথি মারতে কিংবা গলায় পা রাখতেও তিনি দ্বিধা করেন না। এই হল আমাদের দেশের রাজনীতির আসল চেহারা। মুখেই শুধু উন্নয়ন আর প্রগতির কথা আসলে উন্নয়ন আর প্রগতির নামে আনিত সমস্ত সম্পদ লুট-তরাজ আর নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে উন্নয়নের বারোটা বাজিয়ে দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তাঁরাই। পর্দার আড়ালে থেকে এতসব অপকর্ম করেও এসব রাজনৈতিক নেতারাই হচ্ছেন সুশীল সমাজের নিয়ন্ত্রক, জনগণের প্রতিনিধি, দেশ ও জাতির রক্ষক। এই হচ্ছে আমাদের দেশের রাজনৈতিক নের্তৃবৃন্দের প্রকৃত চেহারা; এছাড়াও আমাদের সমাজে আর একটি পেশার লোক রয়েছে যাঁরা সমাজের কর্ণধার হিসেবে চিহ্নিত, তাঁরা হলেন প্রশাসন যন্ত্রের পরিচালকগণ। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের পরিচালনার ভার অনেকটা আমলাদের উপরই ন্যস্ত। এজন্য আমলাদের হতে হবে অবশ্যই সৎ, দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও নীতিবান। কারণ তাঁরাই হচ্ছেন দেশের নীতি নির্ধারক এবং যে কোন নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নের্তৃবৃন্দকে আমলারাই পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, তাঁদের মধ্যে এই জাতীয় গুণের খুবই অভাব, তাঁরা নিজেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে এবং রাজনীতির আশির্বাদ কুড়াতে ব্যস্ত। এছাড়া রাজনৈতিক নের্তৃবৃন্দ ও আমলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রতিযোগিতার যেষ্টনীতে পড়ে আমাদের দেশের উন্নয়ন তথা গ্রামীণ উন্নয়ন মুখ থুবরে পড়ে আছে আস্তাকুড়ে। শুধু তাই নয়, নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রতিযোগিতায় রাজনৈতিক নেতাদের মত তাঁরাও যেন রণক্ষেত্রের সমর যোদ্ধা। বাংলাদেশের আমলারা দুর্নীতি ও অপরাধের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে। কারণ, প্রশাসন যন্ত্রের চাবিটা মূলত তাঁদেরই হাতে। প্রশাসনের এই দুর্নীতির বিস্তার

Dhaka University Institutional Repository

এর সর্বনিম্ন একক ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত, যদিও ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সরকারের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান।

৬.৩ উপসংহার

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়ন তথা গ্রামের ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষ কৌশলগত দক্ষতা (আহমদ, ১৯৮০), রাজনৈতিক সমর্থন, আর এ কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট লোকদের দক্ষতা অর্জন করতে হবে এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। গ্রামীণ বাংলাদেশের যে কোন উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সর্বনিম্ন পর্যায় অর্থাৎ মন্ত্রণালয় থেকে উপজেলা প্রশাসন পর্যন্ত চেইন অব কমান্ড মেনে চলতে হবে এবং সর্ব ক্ষেত্রেই নিষ্ঠা ও স্বচ্ছতা প্রদর্শন করতে হবে। উপজেলা প্রশাসন অর্থাৎ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা স্থানীয় সরকার প্রশাসনের (ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ) সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সকল উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। কেননা ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সদস্যরা স্থানীয় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। তারাই নিজ নিজ এলাকার সমস্যা চিহ্নিত করে তার সুষ্ঠু সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম। সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক নের্তৃবৃন্দ ও জনসাধারণকে অবশ্যই সমর্থন ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে হবে। অন্যথায় সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ নির্দেশনা

হক, আ. ন. সামসুল। (১৯৮২)। গ্রামীণ উন্নয়ন, বিকেন্দ্রীকরণ ও ফিল্ড প্রশাসন। *লোক প্রশাসন ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ, সম্পাদনা: মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান।* চট্টগ্রামঃ লোক প্রশাসন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ৫৭।

রহমান, মো. মাকসুদুর। (২০০০)। *বাংলদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন।* রাজশাহীঃ পাঠ্যপুস্তক অনুবাদ ও প্রকাশনা বোর্ড, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ৩৯২।

Miah, Ahmadullah. (1976). Problems of Rural Development: Some Household Level Indicators. Dhaka: Statistics Research and Evaluation Division, IRDP, p. 3.

Fieldman, S. (1980). Rural Infrastructural Development in Bangladesh and its Potential Consequences for Re-productive Behaviour. *Journal of the Social Studies.* Dhaka: Centre for Social Studies, University of Dhaka.

আহমদ, এমাজউদ্দিন। (১৯৮০)। *বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন।* ঢাকাঃ গোল্ডেন বুক হাউস, পৃঃ ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় – ৭

গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় – ৭

গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

ভূমিকা

"রাজনীতি, প্রশাসন ও উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত গ্রামীণ বাংলাদেশ" গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণার প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকার (Interview) পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সাক্ষাৎকার পদ্ধতিকেই সামাজিক গবেষণায় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে অধিক নির্ভরযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পাদনের জন্য ঢাকা জেলার ধামরাই থানাকে গবেষণার ফিল্ড হিসেবে নির্বাচন করা হয় এবং যথাযথ ও সঠিক তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিৎকরণের লক্ষ্যে থানার ১৬টি ইউনিয়ন পরিষদের ১৬ জন চেয়ারম্যান ও সদস্যদের (মহিলা সদস্যসহ) মধ্য থেকে ৫০ জন সদস্যকে উত্তরদাতা হিসেবে মনোনীত করা হয়। শুধু তাই নয়, গবেষণা কর্মটি অধিক নির্ভযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য করতে নমুনা (Sampling) পদ্ধতিতে ধামরাই থানার বিভিন্ন গ্রাম থেকে ৫০ জন সাধারণ গ্রামবাসীকে গবেষণার নমুনা উত্তরদাতা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। এজন্য তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সম্পূর্ণ কাঠামোগত প্রশ্নমালা (Structured Questionnaire) প্রণয়ন করা হয় এবং এগুলো উত্তরদাতাদের মাঝে বিতরণ করা হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মৌখিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেও প্রশ্নগুলো পূরণ করা হয়। গবেষণায় প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য তথ্য ও উপাত্তসমূহ এ অধ্যায়ে তিনটি বিভাগে ভাগ করে বিভিন্ন ধরণের সারণী ও ডায়াগ্রামের মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপন করা হয়। বিভাগ – ক ঃ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য ও উপাত্ত; বিভাগ – খ ঃ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য ও উপাত্ত; বিভাগ – গ ঃ উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের সাধারণ গ্রামবাসী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য ও উপাত্ত।

বিভাগ – ক

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য ও উপাত্ত

শিক্ষাগত যোগ্যতা

প্রশ্নমালায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ধামরাই উপজেলার ১৬টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিভিন্নতা, সংখ্যা ও শতাংশ সারণী ৭.১ এ দেখানো হলো। জনপ্রতিনিধিত্ব, প্রশাসনিক কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও এলাকার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য অবশ্যই শিক্ষিত ও দক্ষ লোককে চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচন করা জনগণের নৈতিক দায়িত্ব। সারণীতে দেখা যাচ্ছে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৩৭.৫০ শতাংশ চেয়ারম্যানের শিক্ষাগত যোগ্যতা এস এস সি, ২৫.০০ শতাংশ চেয়ারম্যানের শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে এইচ এস সি। মাত্র ১৮.৭৫ ভাগ চেয়ারম্যানের শিক্ষাগত যোগ্যতা বি এ (অনার্স) এবং শুধুমাত্র ২ জন অর্থাৎ ১২.৫০ শতাংশ চেয়ারম্যানের শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে এম এ। অশিক্ষিত জনপ্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা থাকার কারণে বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। তাই উচ্চ শিক্ষিত জনপ্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা অর্পণ না করা জরুরী।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী – ৭.১ ঃ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	সংখ্যা	শতাংশ (%)
১ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত	০১	৬.২৫
এস এস সি	০৬	৩৭.৫০
এইচ এস সি	০৪	২৫.০০
বি এ (অনার্স ও পাস)	০৩	১৮.৭৫
এম এ	০২	১২.৫০
মোট সংখ্যা	১৬	১০০.০০

পেশাগত সংশ্লিষ্টতা

সারণী ৭.২ এ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের পেশাগত সংশ্লিষ্টতা দেখানো হয়েছে। চেয়ারম্যানদের পেশাগত দিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ অর্থাৎ ৬২.৫০ শতাংশ চেয়ারম্যান ব্যবসার সাথে জড়িত। মাত্র শতকরা ১২.৫০ ভাগ চেয়ারম্যানের পেশা হচ্ছে কৃষি। কৃষি ও ব্যবসা উভয়ের সাথে জড়িত মাত্র ৪ জন চেয়ারম্যান অর্থাৎ ২৫.০০ শতাংশ। যারা ব্যবসা বা এই জাতীয় পেশার সাথে জড়িত তারাই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্ব করতে অধিক হারে এগিয়ে আসছেন। কারণ তাঁদের আছে পর্যাপ্ত নগদ অর্থ এবং অর্থের বদৌলতেই নেতৃত্বের চাকা সহজে তাঁদের পক্ষে চালিত হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী – ৭.২ ঃ চেয়ারম্যানদের পেশাগত সংশ্লিষ্টতা ও এর শতাংশ নিরূপণ

পেশার নাম	সংখ্যা	শতাংশ (%)
ক. কৃষি	০২	১২.৫০
খ. ব্যবসা	১০	৬২.৫০
গ. কৃষি ও ব্যবসা	০৪	২৫.০০
ঘ. অন্যান্য	০০	০.০০
মোট সংখ্যা	১৬	১০০.০০

উন্নয়নমূলক কাজ

সারণী ৭.৩ এ নির্বাচিত চেয়ারম্যানগণ এ পর্যন্ত যে সকল উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন তার তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। অধিকাংশ চেয়ারম্যানই বলেছেন যে, তাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন মাত্র ১ বৎসর; এই স্বল্প সময়ে তাঁরা এলাকার তেমন কোন উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারেন নি। অনেকেই বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের খসড়া প্রস্তাবনা কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়েছেন; এখনও আর্থিক বরাদ্দ আসেনি। এ পর্যন্ত যে সামান্য আর্থিক বরাদ্দ এসেছে তা দিয়ে অনেকেই নিম্নে উল্লিখিত কার্যক্রম সম্পাদন করেছেন। যেমন নতুন রাস্তা নির্মাণ কিংবা মেরামত এবং নলকূপ সরবরাহ সবাই করেছেন বলে দাবী করা হয়েছে। এরই মধ্যে এলাকায় স্বল্প পরিসরে স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান করেছেন অধিকাংশ চেয়ারম্যান। পক্ষান্তরে পাকা রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার, স্কুল, মসজিদ, মন্দির, বিভিন্ন কমপ্লেক্স ও ভবন নির্মাণ ও সংস্কার, ব্রিজ নির্মাণ ও মেরামতসহ পল্লী বিদ্যুতায়নের সুযোগ অনেকেই পাননি বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও অনেকে কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন, যেমন, গরীব-দুস্থদের মাঝে রিলিফ ও আর্থিক সাহায্য প্রদান, বিভিন্ন সমবায় সমিতি গঠন, এলাকার নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে ছোট ছোট কমিটি গঠন, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে এলাকাবাসীর পাশে দাড়ানো এবং সাধ্যমত সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী – ৭.৩ ঃ উন্নয়নমূলক কাজের তালিকা ও শতকরা হার নিরূপণ

উন্নয়নমূলক কাজের তালিকা	সংখ্যা	শতাংশ (%)
ক. নতুন রাস্তা নির্মাণ ও রাস্তা সংস্কার	১৬	১০০.০০
খ. পাকা রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার	০৪	২৫.০০
গ. নলকূপ সরবরাহ	১৬	১০০.০০
ঘ. স্কুল নির্মাণ ও সংস্কার	০৩	১৮.৭৫
ঙ. মসজিদ, মন্দির নির্মাণ ও সংস্কার	০৬	৩৭.৫০
চ. পল্লী বিদ্যুতায়ন	০৩	১৮.৭৫
ছ. ব্রিজ নির্মাণ ও মেরামত	০২	১২.৫০
জ. বিভিন্ন কমপ্লেক্স ও ভবন নির্মাণ	০০	০.০০
ঝ. স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিতকরণ	১৩	৮১.২৫
ঞ. অন্যান্য	১১	৬৮.৭৫

ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা

ধামরাই উপজেলার ১৬টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে সারণী ৭.৪ এ। তাঁরা জনসাধারণের রায়ে নির্বাচিত হয়েছেন খুব বেশীদিন না হলেও এরই মধ্যে তাঁরা বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন। ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনায় সবাই প্রথম প্রাধান্য দিয়েছেন নতুন রাস্তা নির্মাণ কাজের। চেয়ারম্যানের শতকার ৮৭.৫০ শতাংশের দ্বিতীয় প্রাধান্য হচ্ছে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নিশ্চিতকরণ। এদের মধ্যে ৭৫ ভাগ চেয়ারম্যান সমগ্র ইউনিয়নে পল্লী বিদ্যুতায়নের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের পরিকল্পনার কথা বলেছেন মাত্র ৩৭.৭৫ শতাংশ চেয়ারম্যান। এছাড়াও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও এলাকার সন্ত্রাস দমনের কথা বলেছেন যথাক্রমে ৫০.০০ ও ৩১.২৫ শতাংশ চেয়ারম্যান। এলাকায় শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ভবিষ্যতে নতুন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নির্মাণের পরিকল্পনা

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন মাত্র ২৫ ভাগ চেয়ারম্যান। পানিবাহিত বিভিন্ন রোগ জীবাণু থেকে রক্ষার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পানি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সমগ্র এলাকায় গভীর নলকূপ সরবরাহ করবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ৪৩.৭৫ শতাংশ চেয়ারম্যান।

সারণী – ৭.৪ ঃ ভবিষ্যৎ উন্নয়নমূলক কাজের তালিকা ও শতকরা হার নিরূপণ

ভবিষ্যৎ উন্নয়নমূলক কর্ম পরিকল্পনা	সংখ্যা	শতাংশ (%)
ক. নতুন রাস্তা নির্মাণ	১৬	১০০.০০
খ. শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন	০৬	৩৭.৫০
গ. স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নিশ্চিতকরণ	১৪	৮৭.৫০
ঘ. শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও পুণঃসংস্কার	০৪	২৫.০০
ঙ. সমগ্র ইউনিয়নে পল্লী বিদ্যুতায়ন	১২	৭৫.০০
চ. এলাকার সন্ত্রাস দমন	০৫	৩১.২৫
ছ. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন	০৮	৫০.০০
জ. সমস্ত কাঁচা রাস্তা পাকাকরণ	০৩	১৮.৭৫
ঝ. স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পানি নিশ্চিতকরণের জন্য এলাকায় গভীর নলকুপ সরবরাহ	০৭	৪৩.৭৫

উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে মতামত

গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে ধামরাই উপজেলার ১৬টি ইউনিয়নের চেয়ারম্যানগণ তাঁদের মতামত 'হ্যা' এবং 'না' বোধক সংকেত দ্বারা প্রদান করেছেন, সেগুলো সারণী ৭.৫ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। 'বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত কিনা' প্রশ্ন করা হলে, ৬৮.৭৫ শতাংশ চেয়ারম্যান 'হ্যা' বোধক উত্তর দেন। অবশিষ্ট ৩১.২৫ ভাগ চেয়ারম্যান সরাসরি কোন রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট নন বলে জানান; কিন্তু তারা রাজনৈতিক দলের সমর্থক করেন। নির্বাচিত দস্যগণ এলাকার উন্নয়ন-মূলক কাজে চেয়ারম্যানদের সহযোগিতা করার প্রশ্নে সবাই পক্ষে উত্তর দেন।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা আরও জানান, এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ করতে গিয়ে কোন রাজনৈতিক চাপের সম্মুখীন হননি এবং স্থানীয় জনগণ তাদেরকে উন্নয়নমূলক কাজে সার্বিক সহযোগিতা করছে। এছাড়া উপজেলা প্রশাসন বিভিন্ন নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়ে চেয়ারম্যানদের সহযোগিতা করে আসছে। শুধু তাই নয়, সবাই দাবী করছেন আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে থানা প্রশাসন তাঁদের সার্বিক সহযোগিতা করে আসছে। 'বর্তমান স্থানীয় সরকার প্রশাসন ব্যবস্থায়' ৫৬.২৫ শতাংশ চেয়ারম্যান সন্তুষ্ট নয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সারণী – ৭.৫ ঃ নিম্নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের (প্রশ্নাবলীর) 'হ্যা' বোধক এবং 'না' বোধক উত্তরের শতকরা হার নিরূপণ

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের/প্রশ্নাবলীর শিরোনাম	'হ্যা' বোধক		'না' বোধক	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
ক. রাজনীতিতে সরাসরি সম্পৃক্ত কিনা	১১	৬৮.৭৫	০৫	৩১.২৫
খ. নির্বাচিত সদস্যগণ এলাকার উন্নয়ন-মূলক কাজে সহযোগিতা করে কিনা	১৬	১০০.০০	০০	০.০০
গ. কাজ করতে গিয়ে কোন রাজনৈতিক চাপের সমুখীন হয়েছেন কি	০০	০.০০	১৬	১০০.০০
ঘ. এলাকাবাসী আপনাকে উন্নয়নমূলক কাজে সার্বিক সহযোগিতা করে কি	১৬	১০০.০০	০০	০.০০
ঙ. উপজেলা প্রশাসন আপনাকে সহযোগিতা করে কি	১৬	১০০.০০	০০	০.০০
চ. আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে থানা প্রশাসন আপনাকে সহযোগিতা করে কিনা	১৬	১০০.০০	০০	০.০০
ছ. বর্তমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় আপনি কি সন্তুষ্ট	০৭	৪৩.৭৫	০৯	৫৬.২৫

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় সরকার প্রশাসনের উন্নয়নে সুপারিশমালা

বাংলাদেশের বর্তমান স্থানীয় সরকার প্রশাসন ব্যবস্থার উপর যে জরীপ চালানো হয় সেখানে এর ভবিষ্যৎ উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের কাছে সুচিন্তিত মতামত চাওয়া হয়। চেয়ারম্যানগণ যে সকল সুপারিশ প্রদান করেন সেগুলোর গুরুত্ব অনুসারে র‍্যাংক (Rank) করা হয়, যা সারণী ৭.৬ এ দেখানো হয়েছে। চেয়ারম্যানদের ৮৭.৫০ শতাংশই ১নম্বরে গুরুত্ব দিয়েছেন 'স্থানীয় সরকার প্রশাসনকে আরও শক্তিশালী' করার পক্ষে। র‍্যাংকের দ্বিতীয় স্তরে 'স্থানীয় সরকার প্রশাসনকে পূর্ণ স্বয়ত্ব শাসন' প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাঁদের মধ্যে ৬৮.৭৫ শতাংশ। র‍্যাংকের তৃতীয় স্তরে 'স্থানীয় উন্নয়নের দায়িত্ব ইউনিয়ন প্রতিনিধির উপর ন্যস্ত' হওয়া উচিৎ বলে দাবী জানিয়েছেন ৬২.৫০ ভাগ চেয়ারম্যান এবং চতুর্থ স্তরে ৫৬.২৫ শতাংশ প্রতিনিধি সুপারিশ করেছেন 'যে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নে ইউনিয়ন প্রতিনিধির সম্পৃক্ততা' থাকার প্রশ্নে। পঞ্চম স্তরে ৪৩.৭৫ শতাংশ ইউনিয়ন প্রতিনিধি যে বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা হচ্ছে 'সন্ত্রাস দমনে স্থানীয় সরকারকে অধিক ক্ষমতা প্রদান' করার জন্য। সর্বশেষ স্তরে শতকরা ১৮.৭৫ ভাগ চেয়ারম্যান 'ইউনিয়ন পরিষদকে জবাবদিহিমূলক করতে আইনি ব্যবস্থা' গ্রহণের সুপারিশ করেছেন। নিঃসন্দেহে স্বীকার করতেই হবে যে, প্রত্যেকটি সুপারিশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ সুপারিশসমূহ যথাযথভাবে প্রয়োগ করলে আমাদের স্থানীয় সরকার প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নতি অবস্যম্ভাবী; পাশাপাশি গ্রামীণ বাংলাদেশের উন্নয়নে কোন বাঁধাই থাকবে না হয়ত।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী — ৭.৬ ঃ স্থানীয় সরকার প্রশাসনের উন্নয়নে চেয়ারম্যানদের সুপারিশের গুরুত্ব অনুসারে র‍্যাংক বিন্যাস

স্থানীয় সরকার উন্নয়নের সুপারিশ	(%)	র‍্যাংক					
		১	২	৩	৪	৫	৬
স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা	৮৭.৫০						
স্থানীয় সরকার প্রশাসনকে পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসন প্রদান	৬৮.৭৫						
স্থানীয় উন্নয়নের দায়িত্ব ইউনিয়ন প্রতিনিধির উপর ন্যস্ত	৬২.৫০						
যে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নে ইউনিয়ন প্রতিনিধির সম্পৃক্ততা	৫৬.২৫						
সন্ত্রাস দমনে স্থানীয় সরকারকে অধিক ক্ষমতা প্রদান	৪৩.৭৫						
ইউনিয়ন পরিষদকে জবাবদিহিমূলক করতে আইনি ব্যবস্থা	১৮.৭৫						

বিভাগ – খ

ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য ও উপাত্ত

ধামরাই উপজেলার ১৬টি ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন ওয়ার্ডের মোট ৫০ জন সদস্যকে (মহিলা সদস্যসহ) গবেষণার উত্তরদাতা মনোনীত করা হয় এবং গবেষণায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক উত্তর প্রদানের জন্য তাঁদের মাঝে একটি পরিপূর্ণ প্রশ্নমালা (Structured Questionnaire) বিতরণ করা হয়। এসকল সদস্যের মধ্য থেকে মাত্র ৪৪ জন সদস্য প্রশ্নগুলো পূরণ করে যথাসময়ে প্রেরণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাগত যোগ্যতা

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ধামরাই উপজেলার ১৬টি ইউনিয়নের নির্বাচিত ৫০ জনের মধ্যে ৪৪ জন সদস্যের (মহিলা সদস্যসহ) শিক্ষাগত যোগ্যতার তারতম্য, সংখ্যা ও শতাংশ সারণী ৭.৭ এ প্রদর্শন করা হলো। জনপ্রতিনিধিত্ব, প্রশাসনিক কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও এলাকার নানামূখী উন্নয়ন কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ ও পরিচালনার জন্য অবশ্যই শিক্ষিত ও যোগ্যতর লোককে ওয়ার্ড প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করা জনগণের নৈতিক দায়িত্ব। সারণীতে দেখা যাচ্ছে ৩৮.৬৪ শতাংশ সদস্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে এস এস সি বা সমমানের এবং এদের মধ্যে বেশীরভাগ হচ্ছেন মহিলা সদস্য। ১ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন সদস্যের সংখ্যা হচ্ছে ২৯.৫৪ শতাংশ। এছাড়াও সারণীতে দেখা যাচ্ছে, মাত্র ২৫ ভাগ সদস্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে এইচ এস সি বা সমমানের এবং ডিগ্রী পাস সদদ্যের সংখ্যা মাত্র ৬.৮২ শতাংশ। এম এ ডিগ্রীধারী কোন সদস্য এদের মধ্যে নেই। উল্লেখ্য যে, সুষ্ঠুভাবে জনপ্রশাসন পরিচালনা করা ও অধিক দক্ষতার সাথে জনপ্রতিনিধিত্ব করতে হলে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের নিঃসন্দেহে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে অন্যথায় ৬৮ হাজার গ্রাম সমৃদ্ধ বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভব হবে না।

সারণী – ৭.৭ ঃ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	সংখ্যা	শতাংশ (%)
১ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত	১৩	২৯.৫৪
এস এস সি	১৭	৩৮.৬৪
এইচ এস সি	১১	২৫.০০
বি এ (অনার্স ও পাস)	০৩	৬.৮২
এম এ	০০	০.০০
মোট সংখ্যা	৪৪	১০০.০০

Dhaka University Institutional Repository

পেশাগত সংশ্লিষ্টতা

সারণী ৭.৮ এ ধামরাই উপজেলার ১৬টি ইউনিয়ন পরিষদের মোট ৪৪ জন সদস্যের (মহিলা সদস্যসহ) নিজ নিজ পেশাগত সংশ্লিষ্টতা দেখানো হয়েছে। সারণীতে প্রদত্ব এ সকল সদস্যের পেশাগত কর্মকান্ড বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৩৬.৩৬ শতাংশ সদস্য ব্যবসার সাথে জড়িত। শতকরা ২৫ ভাগ ইউপি সদস্য কৃষি ও ব্যবসা উভয় পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট। কৃষিকাজ করে জীবীকা নির্বাহ করে এমন সদস্যের হার মাত্র ২০.৪৫ শতাংশ। এদের মধ্যে গৃহিণীর সংখ্যা ১৮.১৯ শতাংশ। পূর্বেও দেখা গেছে, যারা ব্যবসা বা এই জাতীয় পেশার সাথে জড়িত তারাই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্ব করতে অধিক হারে আগ্রহী। কারণ তাঁদের হাতে আছে পর্যাপ্ত নগদ অর্থ এবং অর্থের বদৌলতেই নেতৃত্বের ঘুড়িটা তাঁদের দিকে চালিত হচ্ছে।

সারণী – ৭.৮ ঃ সদস্যদের পেশাগত সংশ্লিষ্টতা ও শতকরা হার নিরূপণ

পেশার নাম	সংখ্যা	শতাংশ (%)
ক. কৃষি	০৯	২০.৪৫
খ. ব্যবসা	১৬	৩৬.৩৬
গ. কৃষি ও ব্যবসা	১১	২৫.০০
ঘ. গৃহিনী	০৮	১৮.১৯
ঙ. অন্যান্য	০০	০.০০
মোট সংখ্যা	৪৪	১০০.০০

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়ন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে মতামত

গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে ধামরাই উপজেলার ১৬টি ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্যদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় এবং সদস্যরা 'হ্যা' এবং 'না' বোধক সংকেত দ্বারা তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছেন, সেগুলো সারণী ৭.৯ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন, 'বংলাদেশের বর্তমান রাজনীতির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত কিনা' প্রশ্ন করা হলে, ৫৯.০৯ শতাংশ সদস্য 'হ্যা' বোধক উত্তর দেন। অবশিষ্ট শতকরা ৪০.৯১ ভাগ সদস্য সরাসরি কোন রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট নন বলে জানান; তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করেন। নির্বাচিত চেয়ারম্যান এলাকার উন্নয়ন-মূলক কাজে তাঁদের সার্বিক সহযোগিতা করার প্রশ্নে ৮৬.৪৭ শতাংশ পক্ষে উত্তর দেন। অবশিষ্ট সদস্যগণ কোন মন্তব্য করেননি। 'নির্বাচিত অন্যান্য সদস্য তাঁদের উন্নয়নমূলক কাজে সহযোগিতা করে কিনা'- এ প্রশ্নের জবাবে সবাই 'হ্যা' বোধক উত্তর দেন। সদস্যগণ আরও জানান, এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ করতে গিয়ে কোন রাজনৈতিক চাপের সম্মুখীন হননি। ৭২.৭৩ শতাংশ ইউপি সদস্য জানান স্থানীয় জনগণ তাদেরকে উন্নয়নমূলক কাজে সার্বিক সহযোগিতা করছে; অবশ্য অবশিষ্ট শতকরা ২৭.২৭ ভাগ সদস্য 'না' বোধক উত্তর দেন। প্রায় ৬৮ শতাংশ ইউপি সদস্য দাবী করেছেন আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে থানা প্রশাসন তাঁদের সার্বিক সহযোগিতা করে আসছে। অন্যরা অবশ্য এদের সাথে একমত হতে পারেননি। 'বর্তমান স্থানীয় সরকার প্রশাসন ব্যবস্থায়' প্রায় ৭৫ শতাংশ সদস্য সন্তুষ্ট নয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা এ ব্যবস্থার আশু পরিবর্তনের জোরালো দাবী করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী – ৭.৯ ঃ নিম্নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের (প্রশ্নের) 'হ্যা' বোধক এবং 'না' বোধক উত্তরের শতকরা হার নিরূপণ

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের/প্রশ্নের শিরোনাম	'হ্যা' বোধক		'না' বোধক	
	সংখ্যা	শতাংশ (%)	সংখ্যা	শতাংশ (%)
ক. রাজনীতিতে সরাসরি সম্পৃক্ত কিনা	২৬	৫৯.০৯	১৮	৪০.৯১
খ. উন্নয়নমূলক কাজে চেয়ারম্যান সার্বিক সহযোগিতা করে কিনা	৩৮	৮৬.৪৭	০০	০.০০
গ. অন্যান্য সদস্য আপনাকে কাজে আপনাকে সহযোগিতা করে কি	৪৪	১০০.০০	০০	০.০০
ঘ. কাজ করতে গিয়ে কোন রাজনৈতিক চাপের সমুখীন হয়েছেন কি	০৫	১১.৩৬	৩৯	৮৮.৬৪
ঙ. এলাকাবাসী আপনাকে উন্নয়নমূলক কাজে সার্বিক সহযোগিতা করে কি	৩২	৭২.৭৩	১২	২৭.২৭
চ. আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে থানা প্রশাসন সবসময় সহযোগিতা করে কিনা	৩০	৬৮.১৮	১৪	৩১.৮২
ছ. বর্তমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় আপনি কি সন্তুষ্ট	১১	২৫.০০	৩৩	৭৫.০০

401309

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগ – গ

উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের সাধারণ গ্রামবাসী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য ও উপাত্ত

ধামরাই উপজেলার ১৬টি ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন গ্রাম থেকে মোট ৫০ জন সাধারণ গ্রামবাসীকে গবেষণা জরীপের জন্য মনোনীত করা হয় এবং গবেষণায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক উত্তর প্রদানের জন্য তাঁদের মাঝে একটি পরিপূর্ণ প্রশ্নমালা (Structured Questionnaire) বিতরণ করা হয়। গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে মাত্র ৪১ জন উত্তরদাতা প্রশ্নগুলো পূরণ করে যথাসময়ে ফেরৎ পাঠান।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

সাধারণ গ্রামবাসীদের কাছে প্রেরিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ধামরাই উপজেলার ১৬টি ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন গ্রাম থেকে মনোনীত সাধারণ গ্রামবাসীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার তারতম্য, সংখ্যা ও শতাংশ সারণী ৭.১০ এ দেখানো হলো। গবেষণার গুণগত মান সংরক্ষণের জন্য সাধারণ গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে বিভিন্ন শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নমুনা উত্তরদাতা হিসেবে বাছাই করা হয়। মোট ৪১ জন উত্তরদাতার প্রেরিত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ১৭.০৭ শতাংশ সাধারণ উত্তরদাতার এবং ২৯.২৭ শতাংশ উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে এস এস সি বা সমমানের। এছাড়া ২৬.৮৩ শতাংশ সাধারণ উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে এইচ এস সি পাস। বি এ এবং এম এ ডিগ্রীধারী উত্তরদাতার সংখ্যা যথাক্রমে ১৪.৬৩ ও ১২.২০ শতাংশ। উল্লেখ্য যে, সাধারণ গ্রামবাসীর একটি বড় অংশের শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত; অবশ্য অশিক্ষিত মানুষের সংখ্যাও কম নয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী – ৭.১০ ঃ সাধারণ গ্রামবাসীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিরূপণ

শিক্ষাগত যোগ্যতা	সংখ্যা	শতাংশ (%)
১ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত	০৭	১৭.০৭
এস এস সি	১২	২৯.২৭
এইচ এস সি	১১	২৬.৮৩
বি এ (অনার্স ও পাস)	০৬	১৪.৬৩
এম এ	০৫	১২.২০
মোট সংখ্যা	৪১	১০০.০০

পেশাগত কর্মকান্ড

সারণী ৭.১১ এ ধামরাই উপজেলার ১৬টি ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন গ্রামের মোট ৪১ জন সাধারণ উত্তরদাতার নিজ নিজ পেশাগত সংশ্লিষ্টতা দেখানো হয়েছে। সারণীতে প্রদত্ব তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, অধিক সংখ্যক অর্থাৎ ৪১.৪৬ শতাংশ সাধারণ উত্তরদাতা সরাসরি বিভিন্ন ব্যবসার সাথে জড়িত। শতকরা ১৭.০৮ ভাগ উত্তরদাতা কৃষি ও ব্যবসা উভয় পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট। কৃষিকাজ করে জীবীকা নির্বাহ করে এমন সদস্যের হার মাত্র ২১.৯৫ শতাংশ। এ ছাড়াও ১৯.৫১ শতাংশ সাধারণ উত্তরদাতা চাকুরীজীবী।

সারণী – ৭.১১ ঃ সাধারণ গ্রামবাসীদের পেশাগত কর্মকান্ড প্রদর্শন

পেশার নাম	সংখ্যা	শতাংশ (%)
ক. কৃষি	০৯	২১.৯৫
খ. ব্যবসা	১৭	৪১.৪৬
গ. কৃষি ও ব্যবসা	০৭	১৭.০৮
ঘ. চাকুরী	০৮	১৯.৫১
ঙ. অন্যান্য	০০	০.০০
মোট সংখ্যা	৪১	১০০.০০

Dhaka University Institutional Repository

সংশ্লিষ্ট এলাকার উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

গবেষণায় সংশ্লিষ্ট এলাকার সাধারণ উত্তরদাতারা নিজ নিজ এলাকার উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ উল্লেখ করেন এবং সেগুলোর গুরুত্ব অনুসারে সারণী ৭.১২ এ র‍্যাংক (Rank) করা হয়েছে। অধিকাংশ উত্তরদাতা অর্থাৎ গ্রামবাসীদের ৯২.৬৮ শতাংশই ১নম্বরে গুরুত্ব দিয়েছেন যে প্রতিবন্ধকতার উপর তা হচ্ছে 'স্থানীয় উন্নয়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের সিংহভাগই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আত্মসাৎ করে ফেলে'। র‍্যাংকের দ্বিতীয় স্তরের প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে 'এলাকার মাস্তান ও চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দান ও তাদের ব্যবহার'। উত্তরদাতাদের ৮৭.৮১ শতাংশ এই রায় প্রদান করেছেন। র‍্যাংকের তৃতীয় স্তরে ৭৩.১৭ শতাংশ উত্তরদাতা ' উন্নয়নমূলক কাজে স্থানীয় লোকদের সম্পৃক্ত না করার প্রবণতা' বলে অভিযোগ করেছেন এবং চতুর্থ স্তরে ৬৩.৪১ শতাংশ প্রতিনিধি বলেছেন 'সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্বেচ্ছাচারিতা ও নিজের পছন্দকে গুরুত্ব' দিয়ে গ্রামীণ উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছেন স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা। পঞ্চম স্তরে ৫৬.০৯ শতাংশ উত্তরদাতা 'গ্রামবাসীর পরামর্শ ছাড়াই তথাকথিত উন্নয়ন কাজ সম্পাদন' করেছেন বলে জানিয়েছেন। গ্রামের উন্নয়নের সাথে অবশ্যই গ্রামবাসীদের সম্পৃক্ততা থাকতে হবে; অন্যথায় উন্নয়ন কাজ ব্যাহত হবে। সর্বশেষ স্তরে ৪৩.৯০ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন 'ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা না থাকার জন্য উন্নয়ন কাজ ব্যাহত হচ্ছে'।

সারণী – ৭.১২ ঃ উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ গুরুত্ব অনুসারে র‍্যাংক বিন্যাস

উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহের শিরোনাম	(%)	র‍্যাংক					
		১	২	৩	৪	৫	৬
স্থানীয় উন্নয়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের সিংহভাগই আত্মসাৎ	৯২.৬৮						
এলাকার মাস্তান ও চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করা	৮৭.৮১						
উন্নয়নমূলক কাজে স্থানীয় লোকদের সম্পৃক্ত না করার প্রবণতা	৭৩.১৭						
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্বেচ্ছাচারিতা ও নিজের পছন্দকে গুরুত্ব	৬৩.৪১						
গ্রামবাসীদের পরামর্শ ছাড়াই তথাকথিত উন্নয়ন কাজ সম্পাদন	৫৬.০৯						
ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা না থাকা	৪৩.৯০						

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে স্থানীয় জনগণের 'হ্যা' ও 'না' বোধক মতামত

গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে ধামরাই উপজেলার ১৬টি ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ গ্রামবাসীদের কাছে মতামত চাওয়া হয়; তাঁরা 'হ্যা' এবং 'না' বোধক সংকেত দ্বারা তাঁদের মতামত প্রকাশ করেন, যেগুলো সারণী ৭.১৩ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন, 'বংলাদেশের বর্তমান রাজনীতির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত কিনা' এ প্রশ্নের জবাবে ৪১ জনের মধ্যে ৬৩.৪২ শতাংশ উত্তরদাতা 'না' বোধক উত্তর দেন। অবশিষ্ট ৩৬.৫৮ শতাংশ গ্রামবাসী সরাসরি কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে জানান। গ্রাম এলাকার উন্নয়নে অধিকাংশ উত্তরদাতা অর্থাৎ ৮৭.৮১ শতাংশই সন্তুষ্ট নন বলে মত প্রকাশ করেন। 'নির্বাচিত প্রতিনিধিরা উন্নয়নমূলক কাজে আপনাকে সম্পৃক্ত করে কিনা' প্রশ্নের জবাবে ৭৮.০৫ শতাংশ উত্তরদাতা 'না' বোধক উত্তর দেন। 'নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এলাকাবাসীর উপর কোন রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে কিনা'- এ প্রশ্নের জবাবে ৭০.৭৪ শতাংশ উত্তরদাতা 'না' বোধক উত্তর দেন। শতকরা ৭৩.১৭ শতাংশ উত্তরদাতা জানান 'স্থানীয় জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উন্নয়নমূলক কাজে সার্বিক সহযোগিতা করছে'

Dhaka University Institutional Repository

সারণী – ৭.১৩ ঃ নিম্নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের (প্রশ্নাবলীর) 'হ্যা' বোধক এবং 'না' বোধক উত্তরের শতকরা হার নিরূপণ

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের/প্রশ্নাবলীর শিরোনাম	'হ্যা' বোধক		'না' বোধক	
	সংখ্যা	শতাংশ (%)	সংখ্যা	শতাংশ (%)
ক. রাজনীতিতে সরাসরি সম্পৃক্ত কিনা	১৫	৩৬.৫৮	২৬	৬৩.৪২
খ. গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজে আপনি সন্তুষ্ট কিনা	০৫	১২.১৯	৩৬	৮৭.৮১
গ. উন্নয়নমূলক কাজে নির্বাচিত প্রতিনিদের কোন পরামর্শ দিয়েছেন কিনা	০৮	১৯.৫১	৩৩	৮০.৪৯
ঘ. প্রতিনিধিরা আপনাকে উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্ত করে কিনা	০৯	২১.৯৫	৩২	৭৮.০৫
ঙ. নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কোন রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে কিনা	১২	২৯.২৬	২৯	৭০.৭৪
চ. এলাকাবাসী উন্নয়ন কাজে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সহযোগিতা করে কিনা	৩০	৭৩.১৭	১১	২৬.৮৩

উপসংহার

এ অধ্যায়ের তিনটি প্রশ্নমালা বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট এলাকার উন্নয়নের প্রশ্নে সবাই একমত; যদিও প্রক্রিয়াগত কিছু তারতম্য রয়েছে। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দাবী করছেন ইতিমধ্যেই তাঁরা অনেক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পাদন করেছেন এবং গঠনমূলক ভবিষ্যৎ উন্নয়নের নক্শা প্রণয়ন করেছেন অনেকেই। পক্ষান্তরে, সাধারণ গ্রামবাসীরা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উন্নয়ন কার্যক্রমে খুব একটা সন্তুষ্ট বলে মনে হয় না। তাঁরা চান গঠনমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং দারিদ্রমুক্ত গ্রামীণ বাংলাদেশ - যেখানে থাকবেনা দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও অস্থিতিশীল রাজনীতির প্রভাব।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় – ৮

গবেষণা ফলাফল, সুপারিশমালা ও উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় – ৮

গবেষণা ফলাফল, সুপারিশমালা ও উপসংহার

বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থায় রাজনীতি, প্রশাসন ও উন্নয়নের ভূমিকা অপরিসীম। এ যুগের মানুষ সনাতণী চিন্তা-চেতণা পরিহার করে কিভাবে আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও জীবনধারাকে উন্নততর করবে সে বিষয়ে অধিক আগ্রহী। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ হলেও এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তার ব্যাতিক্রম নয়। কিন্তু বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে প্রধান সমস্যাই হচ্ছে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা। তাই একটি উন্নত দেশের সাথে এদেশের তুলনা করাও হবে নিছক বোকামী। যেদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮২ শতাংশ গ্রামে বাস করে এবং তাদের ৯০ ভাগই কৃষির উপর নির্ভরশীল। সেখানে গ্রামকে বাদ দিয়ে উন্নয়নের কথা ভাবা যায় না। সেক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব সম্পদ, প্রযুক্তি, জনশক্তি ও সীমিত সাম্যর্থের কথা বিবেচনায় রেখেই উন্নয়ন বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং গ্রামীণ উন্নয়নকে প্রাধান্য দিতে হবে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধারায় পরিবর্তন আনতে হবে; নের্তৃত্বের দায়িত্ব দিতে হবে শিক্ষিত, যোগ্য ও দক্ষ নাগরিকের কাঁধে- যাঁর গ্রহণযোগ্যতা সার্বজনীন। কারণ সাধারণ জনগণের সিংহভাগই চায় স্বাভাবিক, সুন্দর ও শান্তিপূর্ণভাবে জীবন-যাপনের নিশ্চয়তা এবং সন্ত্রাসমূক্ত সমাজব্যবস্থা। এছাড়াও দেশের প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত অর্থাৎ মন্ত্রণালয়

Dhaka University Institutional Repository

থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত সর্বস্তরে সততা, কর্তব্য পরায়ণতা, নিষ্ঠা ও স্বচ্ছতা সরারই প্রত্যাশা। **'রাজনীতি, প্রশাসন ও উন্নয়নঃ প্রেক্ষিত গ্রামীণ বাংলাদেশ'** নামক গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলে আমরা খুব একটা আশাবাদী হতে পারছিনা। অধ্যায় - ৭ এ উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত ফলাফল এবং সমস্যাগুলো নিম্নে তুলে ধরা হল।

প্রধান সমস্যাবলী

১। বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, অধিকাংশ ইউপি চেয়ারম্যানদের শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে এস এস সি ও এইচ এস সি এবং নির্বাচিত ৫০ জন ইউপি সদস্যের অধিকাংশের শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে ১ম থেকে ১০ম শ্রেণী ও এস এস সি বা সমমানের। যেখানে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ উচ্চ শিক্ষিত নয়, সেখানে সততা, নিষ্ঠা, আদর্শ রাজনৈতিক দর্শন ও যোগ্য নের্তৃত্ব আশা করা যায় না।

২। প্রায় ৬৫ শতাংশ নির্বাচিত চেয়ারম্যান ব্যবসার সাথে জড়িত এবং অধিকাংশ ইউপি সদস্যের পেশা হচ্ছে ব্যবসা। একটা দেশের গণতন্ত্রের চর্চা ও সুষ্ঠু রাজনৈতিক অনুশীলনের পথে এটা নিঃসন্দেহে একটা অশনি সংকেত। যে দেশের রাজনীতিকে ব্যবসায়ী সমাজ নিয়ন্ত্রণ করে, সে দেশে কোন সুষ্ঠু রাজনৈতিক চর্চা হতে পারে না। একই কারণে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে ধ্বস নেমেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য আকাশচুম্বী। দেশের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রধান ভূমিকা পালন করে তারা।

৩। অধিকাংশ নির্বাচিত ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যরা দাবী করেছেন এ পর্যন্ত অনেক উন্নয়নমূলক কাজ তাঁরা করেছেন। যেমন নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার, নলকূপ সরবরাহ, স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান, পল্লী বিদ্যুতায়ন, পাকা রাস্তা নির্মাণসহ অসংখ্য কাজের তালিকা তাঁরা প্রদান

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। অন্যদিকে সাধারণ গ্রামবাসীদের জরীপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এ সকল উন্নয়নমূলক কাজের সুফল সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরেই রয়ে গেছে। একটি চিহ্নিত শ্রেণী এসকল উন্নয়নের সুফল ভোগী।

৪। এসকল উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে প্রশাসনের কখনও কখনও স্বেচ্ছাচারিতা ও অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়। যেমন, এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উপজেলা প্রশাসন স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। অবশ্য আমাদের দেশে উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের অবাধ স্বাধীনতাও উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

৫। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, সন্ত্রাসী কর্মকান্ড, দুর্নীতি ও অস্বচ্ছতা আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে এক অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। প্রতিদিনের পত্র-পত্রিকাই এর প্রকৃত প্রমাণ। এদেশের এমন কোন সেক্টর নেই যেখানে দুর্নীতি হয় না। খুন, রাহাজানী, ছিনতাই, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ- এতো প্রতিদিনের স্বাভাবিক ঘটনা।

৬। গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মকান্ডে সঠিক পরিকল্পনার অভাব পরিলক্ষিত হয়। পূবেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্থানীয় প্রতিনিধিরা উচ্চ শিক্ষিত নয় এবং তাঁরা বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে এলাকার সুধীজন, প্রজ্ঞাবান ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত না করে তাঁদের আজ্ঞাবহ ও তোষামোদকারীদের সম্পৃক্ত করেন। এজাতীয় তোষামোদকারীরা কাজের ভালমন্দ বিচার না করেই প্রতিনিধিদের সার্বক্ষণিক প্রশংসা করতে থাকেন। ফলে তাঁরাও হয়ে উঠেন অধিক আত্মপ্রত্যয়ী।

Dhaka University Institutional Repository

৭। স্থানীয় জনগণকে পাশ কাটিয়ে তাদের ভাগ্যন্নোয়নের সকল প্রচেষ্টা চালানো হয় আমাদের দেশে। এ কাজটি করে থাকেন এদেশের রাজনৈতিক নের্তৃবৃন্দ ও নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। নের্তৃবৃন্দ মনে করেন তাঁরাই জনগণের ভাগ্য বিধাতা এবং জনগণ নির্বাচনের মাধমে সে অধিকার তাঁদের দিয়েছে। ফলে জনসাধারণের উন্নয়ন না হয়ে এক বিশেষ মহলের উন্নয়ন সাধিত হয়।

৮। সর্বোপরি, আমাদের দেশের রাজনৈতিক নের্তৃবৃন্দ, প্রশাসক ও সাধারণ জনগণ সকলেরই উন্নয়নের বিষয়ে সদিচ্ছার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। দেশের উন্নয়নে কেউ দায়িত্ব নিতে চায় না। এমন কি দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দমনসহ অন্যান্য অপকর্মের প্রতিবাদ করার বিষয়ে অনেকেই নিজেকে আড়াল করে রাখে। ফলে আমাদের সমাজে সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও অপকর্ম দিন দিন বেড়েই চলেছে। ব্যহত হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তা, শান্তি ও সমৃদ্ধি।

সুপারিশমালা

১। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য সঠিক মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী সামগ্রিকভাবে একটি জরীপ পরিচালনা করতে হবে। জরীপে প্রাপ্ত সর্বজনসাধারণের মতামতের ভিত্তিতে গ্রামীণ তথা জাতীয় উন্নয়নের পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ।

২। স্থানীয় সরকার প্রশাসনের জন্য শিক্ষিত, সৎ, নিষ্ঠাবান, চরিত্রবান ও আদর্শবান ব্যক্তিকে নির্বাচন করা উচিত। আমাদের দেশের অধিকাংশ ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা খুবই কম। দেশের এই সংকটময় অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য জনগণের প্রতিনিধি

Dhaka University Institutional Repository

মনোনয়নের বিষয়ে দেশবাসীকে আরও দক্ষতার পরিচয় দিতে হবে। অন্যথায় আমাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

৩। দেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক মুক্তির পথে প্রধান সমস্যা হচ্ছে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বণিক শ্রেণী বা ব্যবসায়ীদের পুণর্বাসন। শুধু স্থানীয় সরকার প্রশাসনই নয়, বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিকে যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করছেন তাঁদের একটা বড় অংশ ব্যবসায়ী শ্রেণী। তাঁরা জাতীয় উন্নয়নের চেয়ে নিজস্ব ব্যবসার উন্নয়নের প্রতি অধিক আগ্রহী। এজন্য বাংলাদেশের রাজনীতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তা বণিক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণমুক্ত হতে হবে।

৪। দেশের সার্বিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে হলে উন্নয়নের ধারা গ্রাম পর্যায় থেকে আরম্ভ করতে হবে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানুষের মৌলিক উপাদান যেমন, জীবিকা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এছাড়াও সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে।

৫। দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কিংবা প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ কঠোর হস্তে প্রতিহত করতে হবে। সেক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণকে একত্রিত হয়ে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে। তারা অবশ্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সহায়তাও কামনা করতে পারেন। অবশ্য আমাদের দেশে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের অবাধ স্বাধীনতাও উন্নয়নের পথে অনেক সময় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

৬। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে হবে; এজন্য দেশের পুলিশ প্রশাসনকে অধিক তৎপর হতে হবে। দুর্নীতিবাজ, কালোবাজারী, সন্ত্রাসী ও অন্যান্য সন্ত্রাসীদের সাথে কোন রকম সমঝোতা করা যাবে না। আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে

Dhaka University Institutional Repository

স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে হলে কিংবা আমাদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিৎ করতে হলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে হবে।

৭। গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের উচিৎ সংশ্লিষ্ট এলাকার সাধারণ জনগণকে সরাসরি সম্পৃক্ত করা। এলাকার এক ধরণের অতি উৎসাহী ও তোষামোদকারী লোকদের চিহ্নিত করতে হবে এবং সকল কর্মকান্ড থেকে তাদের বাদ দিতে হবে। এতে করে উন্নয়নের ফল সবাই ভোগ করতে পারবে।

৮। পরিশেষে, আমাদের দেশের রাজনৈতিক নের্তৃবৃন্দ, আমলা এবং সাধারণ জনগণ সবারই প্রকৃতপক্ষে উন্নয়নের বিষয়ে সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হবে। কঠোর হাতে দমন করতে হবে সমাজের দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা । সমাজের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হলে এবং দেশের উন্নতি সাধন করতে হলে কিংবা আগামী প্রজন্মের জন্য সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে সবাইকে এক মঞ্চে দাড়াতে হবে এবং হাতে হাত মিলিয়ে একসাথে কাজ করতে হবে।

উপসংহার

একটা দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং সামাজিক শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সেই দেশটির জন্য বয়ে আনতে পারে অর্থনৈতিক অগ্রগতি বা মুক্তি। দেশের সুনাগরিক হিসেবে আমাদের সকলের প্রত্যাশা বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করে তোলা। সেজন্য সমাজের উচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত সকলেরই উচিত নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সুচারুরূপে পালন করা। **"রাজনীতি, প্রশাসন ও উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত গ্রামীণ বাংলাদেশ"** গবেষণা শিরোনামে আমাদের দেশের রাজনীতি ও প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের

Dhaka University Institutional Repository

নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহকালীন সময়ে অনেকের মধ্যে দায়িত্বহীনতার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন, রাজনৈতিক নের্তৃবৃন্দরা বিভিন্ন সভা সমাবেশে বক্তৃতার মাধ্যমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে থাকেন, উন্নয়নের সুন্দর পরিকল্পনার কথা বলেন, মঞ্চে দাঁড়িয়ে জনগণকে এক সপ্নের ভবিষ্যৎ উপহার দিয়ে আসেন, কিন্তু বাস্তবে তার কিছুই করেন না। এর জন্য দায়ী কারা? সাধারণ জনগণ, নাকি ঐ তথাকথিত রাজনৈতিক নেতারা! সাধারণ জনগণের এখানে কোন দোষ নেই; তারাতো সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখবেই, ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে একদিন এ দেশকে স্বাধীন করা হয়েছিল এক সুন্দর স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে। সে স্বপ্নতো আজো লালন করছেন এদেশের অনেক মুক্তিযোদ্ধা। যেদেশের শতকরা ৯৫ ভাগ লোক একমঞ্চে এসে যুদ্ধ করেছিল দেশকে স্বাধীন করার জন্য; তাঁদের স্বপ্ন দেখাতো অন্যায় কিছু নয়! কিন্তু বাস্তবে এখন এ দেশের অবস্থা কি হচ্ছে তা আমরা সবাই উপলব্ধি করতে পারছি। যাঁরা দেশ পরিচালনা করছেন, দেশের প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করছেন তাঁরা হয়ত ভুলেই গিয়েছেন '৭১ এর সেই প্রতিশ্রুতির কথা, সেদিনের সেই শপথের কথা!

বাংলাদেশের ইতিহাসের বাস্তব সত্য হচ্ছে, যাঁরা দেশের ক্ষমতায় আসেন তাঁরাই বলেন প্রশাসনে গতিশীলতা ফিরিয়ে আনার কথা, প্রশাসনে স্বচ্ছতার কথা ও প্রশাসনকে ঢেলে সাজানোর কথা। বাস্তবে তার কিছুই প্রতিফলিত হয় না; প্রশাসনকে ঢেলে হয়ত সাজানো হয় নিজেদের সুবিধামত, কিন্তু স্বচ্ছতাও ফিরে আসেনা আর গতিশীলতাও থাকে না।

কিন্তু আমরা চাই এ অবস্থা বাংলাদেশের ১৫ কোটি মানুষের পরিত্রাণ। বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেই দেশটির রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এদের একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি পূর্ণতা পায় না। যে কোন জাতির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি এবং ব্যক্তিজীবনের

Dhaka University Institutional Repository

উন্নতি নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হবে যদি না সে জাতির উন্নয়ন কর্মসূচীতে দেশের প্রতিটি কর্মক্ষম ও কর্মেইচ্ছুক নাগরিক সক্রিয় অংশ গ্রহণে সক্ষম হয়। তাই বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের উন্নয়ন অর্জনে নিশ্চিত করতে হবে রাজনৈতিক স্বচ্ছতা, মননশীলতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা, অন্যথায় ব্যর্থ হবে সকল প্রচেষ্টা।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট – ক

গোপনীয়

"রাজনীতি প্রশাসন ও উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত গ্রামীণ বাংলাদেশ"

এম. ফিল গবেষণা প্রশ্নমালা

জরীপকৃত এলাকা ঃ ধামরাই উপজেলা, ঢাকা।

(ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের জরীপ প্রশ্নমালা)

[প্রয়োজনে টিক (√) চিহ্ন ব্যবহার করুন]

১। নাম ঃ

২। বয়স ঃ ২০-৩৫ ৩৫-৫০ ৫০-৭৫

৩। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

৪। গ্রাম ঃ

৫। ইউনিয়ন পরিষদের নামঃ

৬। আপনি কত বৎসর যাবৎ নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন?
_____ বৎসর

৭। এ পর্যন্ত আপনি কতবার নির্বাচনে অংশ গ্রহন করেছেন?
_____ বার

৮। আপনার মূল পেশা কি?
ক. কৃষি খ. ব্যবসা গ. কৃষি ও ব্যবসা
ঘ. অন্যান্য

৯। আপনি কি সরাসরি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত? হ্যাঁ না

হ্যাঁ হলে, কত বৎসর যাবৎ? _____ বৎসর

Dhaka University Institutional Repository

১০। আপনার ইউনিয়ন পরিষদে গ্রামের সংখ্যা কত? _____ গ্রাম

১১। আপনার ইউনিয়ন পরিষদে এ পর্যন্ত আপনি কি কি উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন?

ক. খ.

গ. ঘ.

ঙ. চ.

ছ. জ.

১২। আপনার ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা কি কি?

ক. খ.

গ. ঘ.

ঙ. চ.

১৩। আপনার ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ এলাকার উন্নয়নে আপনাকে সার্বিক সহযোগিতা করে কি? হ্যাঁ না

১৪। নির্বাচিত মহিলা সদস্যরা আপনাকে প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কাজে নিয়মিত সহযোগিতা করে কি? হ্যাঁ না

১৫। আপনি প্রশাসনিক কাজ করতে গিয়ে কোন রাজনৈতিক চাপের সম্মুখীন হয়েছেন কি?

হ্যাঁ না

১৬। এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ করতে গিয়ে আপনি কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন?

ক. খ.

গ. ঘ.

ঙ. চ.

ছ. জ.

১৭। আপনার ইউনিয়ন পরিষদে শিক্ষিতের হার কত? _____ ভাগ

১৮। আপনার ইউনিয়নে কত ভাগ লোক রাজনৈতিক সচেতন? _____ ভাগ

১৯। এলাকার জনসাধারণ আপনাকে উন্নয়নমূলক কাজে সহযোগিতা করে কি?

হ্যাঁ না

Dhaka University Institutional Repository

২০। উপজেলা প্রশাসন আপনাকে সব ধরণের কাজে সহযোগিতা করে কি?

হ্যাঁ	না

২১। এলাকার আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে থানা প্রশাসন আপনাকে সার্বিক সহযোগিতা করে কি?

হ্যাঁ	না

২২। বর্তমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় আপনি কি সন্তুষ্ট?

হ্যাঁ	না

২৩। স্থানীয় সরকার প্রশাসনের উন্নয়নে আপনার সুপারিশ কি কি?

ক. খ.

গ. ঘ.

ঙ. চ.

ছ. জ.

ধন্যবাদ

স্বাক্ষরঃ ----------

তারিখঃ ----------

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট – খ

গোপনীয়

"রাজনীতি প্রশাসন ও উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত গ্রামীণ বাংলাদেশ"

এম. ফিল গবেষণা প্রশ্নমালা

জরীপকৃত এলাকা ঃ ধামরাই উপজেলা, ঢাকা।

(ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের (মহিলা ও পুরুষ) জরীপ প্রশ্নমালা)

[প্রয়োজনে টিক (√) চিহ্ন ব্যবহার করুন]

১। নাম ঃ

২। বয়স ঃ ২০-৩৫ ৩৫-৫০ ৫০-৭৫

৩। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

৪। গ্রাম ঃ

৫। ওয়ার্ড ঃ

৬। ইউনিয়ন পরিষদের নামঃ

৭। আপনি কি ধরণের সদস্যঃ পুরুষ মহিলা

৮। আপনি কত বৎসর যাবৎ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মেম্বার হিসেবে আছেন?
_____ বৎসর

৯। এ পর্যন্ত আপনি কতবার নির্বাচনে অংশ গ্রহন করেছেন?
_____ বার

১০। আপনার মূল পেশা কি?
ক. কৃষি খ. ব্যবসা গ. কৃষি ও ব্যবসা
ঘ. গৃহিনী ঙ. অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

১১। আপনি কি সরাসরি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত? হ্যাঁ না

হ্যাঁ হলে, কত বৎসর যাবৎ? _____ বৎসর

১২। আপনার ওয়ার্ডে গ্রামের সংখ্যা কত? _____ গ্রাম

১৩। আপনার ওয়ার্ডে এ পর্যন্ত আপনি কি কি উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন?

ক. খ.

গ. ঘ.

ঙ. চ.

ছ. জ.

১৪। আপনার ওয়ার্ডের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা কি কি?

ক. খ.

গ. ঘ.

ঙ. চ.

১৫। আপনার ওয়ার্ডের উন্নয়নমূলক কাজে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আপনাকে সার্বিক সহযোগিতা করে কি? হ্যাঁ না

১৬। নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যরা আপনাকে কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করে কি?

হ্যাঁ না

১৭। আপনি এলাকার কাজ করতে গিয়ে কোন রাজনৈতিক চাপের সম্মুখীন হয়েছেন কি?

হ্যাঁ না

১৮। আপনার ওয়ার্ডের উন্নয়নমূলক কাজে আপনি কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন?

ক. খ.

গ. ঘ.

ঙ. চ.

ছ. জ.

Dhaka University Institutional Repository

১৯। আপনার ওয়ার্ডে শিক্ষিতের হার কত? _____ ভাগ

২০। আপনার ওয়ার্ডে কত ভাগ লোক রাজনৈতিক সচেতন? _____ ভাগ

২১। এলাকার জনসাধারণ আপনাকে উন্নয়নমূলক কাজে সহযোগিতা করে কি?

হ্যাঁ	না

২২। এলাকার আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে থানা প্রশাসন আপনাকে সার্বিক সহযোগিতা করে কি?

হ্যাঁ	না

২৩। বর্তমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় আপনি কি সন্তুষ্ট?

হ্যাঁ	না

২৪। স্থানীয় সরকার প্রশাসনের উন্নয়নে আপনার সুপারিশ কি কি?

ক. খ.

গ. ঘ.

ঙ. চ.

ছ. জ.

ধন্যবাদ

স্বাক্ষরঃ ----------

তারিখঃ ----------

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট – গ

গোপনীয়

"রাজনীতি প্রশাসন ও উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত গ্রামীণ বাংলাদেশ"

এম. ফিল গবেষণা প্রশ্নমালা

জরীপকৃত এলাকা ঃ ধামরাই উপজেলা, ঢাকা।

(ধামরাই উপজেলার সাধারণ গ্রামবাসীদের জরীপ প্রশ্নমালা)

[প্রয়োজনে টিক (√) চিহ্ন ব্যবহার করুন]

১। নাম ঃ

২। বয়স ঃ ২০-৩৫ ৩৫-৫০ ৫০-৭৫

৩। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

৪। গ্রাম ঃ

৫। ওয়ার্ড ঃ

৬। ইউনিয়ন পরিষদের নামঃ

৭। আপনি কি অত্র এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা? হ্যাঁ না

৮। আপনি কত বৎসর যাবৎ অত্র এলাকায় বসবাস করছেন?

_____ বৎসর

৯। আপনি কি আপনার পরিবারের প্রধান কর্তা? হ্যাঁ না

১০। আপনার পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত?

_____ জন

Dhaka University Institutional Repository

১১। আপনার মূল পেশা কি?

ক. কৃষি খ. ব্যবসা গ. কৃষি ও ব্যবসা

ঘ. চাকুরী ঙ. অন্যান্য

১২। আপনি কি সরাসরি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত?

হ্যাঁ না

হ্যাঁ হলে, কত বৎসর যাবৎ? _____ বৎসর

১৩। আপনার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নাম কি?

নাম: _____

১৪। আপনার ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্যের নাম কি?

নাম: _____

১৫। নির্বাচিত চেয়ারম্যান/সদস্য আপনার গ্রামে এ পর্যন্ত কি কি উন্নয়নমূলক কাজ করেছে?

ক. খ.

গ. ঘ.

ঙ. চ.

ছ. জ.

১৬। আপনার গ্রামে যে সব উন্নয়নমূলক কাজ করেছে তাতে আপনি সন্তুষ্ট কি?

হ্যাঁ না

১৭। আপনার গ্রামের উন্নয়নে তাদের কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আপনি জানেনকি?

হ্যাঁ না

১৮। আপনার এলাকার উন্নয়নে আপনি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের কোন পরামর্শ দিয়েছেন কিংবা সহযোগিতা করেছেন কি? হ্যাঁ না

১৯। নির্বাচিত সদস্যরা এলাকার উন্নয়নমূলক কাজে আপনাকে সম্পৃক্ত করে কি?

হ্যাঁ না

Dhaka University Institutional Repository

২০। নির্বাচিত সদস্যরা এলাকার কাজ করতে গিয়ে আপনার উপর কোন রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে কি? ☐ হ্যাঁ ☐ না

২১। আপনার এলাকার উন্নয়নের পথে মূল বাধা কি কি বলে আপনি মনে করেন?

ক. খ.

গ. ঘ.

ঙ. চ.

ছ. জ.

২২। আপনার গ্রামে শিক্ষিতের হার কত? ______ ভাগ

২৩। আপনার গ্রামে কত ভাগ লোক রাজনৈতিক সচেতন? ______ ভাগ

২৪। এলাকার সাধারণ মানুষ উন্নয়নমূলক কাজে নির্বাচিত সদস্যদের সহযোগিতা করে কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

২৫। উপজেলা প্রশাসন আপনাদের দাবী-দাওয়া পূরণে সহযোগিতা করে কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

২৬। এলাকার আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে থানা প্রশাসন আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা করে কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না

২৭। একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে বর্তমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় আপনার মতামত দিন।

ক. খুব সন্তুষ্ট খ. সন্তুষ্ট গ. মোটামুটি সন্তুষ্ট

ঘ. অসন্তুষ্ট ঙ. মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন

২৮। স্থানীয় সরকার প্রশাসনের উন্নয়নে আপনার সুপারিশ কি কি?

ক. খ.

গ. ঘ.

ঙ. চ.

ছ. জ.

ধন্যবাদ

স্বাক্ষরঃ --------------

তারিখঃ --------------

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট – ঘ

"রাজনীতি প্রশাসন ও উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত গ্রামীণ বাংলাদেশ"

গবেষণায় জরীপকৃত ধামরাই উপজেলার ১৬টি ইউনিয়ন পরিষদের নাম

১। ১ নং চৌহাট ইউনিয়ন পরিষদ
২। ২ নং আমতা ইউনিয়ন পরিষদ
৩। ৩ নং বালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
৪। ৪ নং যাদবপুর ইউনিয়ন পরিষদ
৫। ৫ নং বাইশাকান্দা ইউনিয়ন পরিষদ
৬। ৬ নং কুশুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
৭। ৭ নং গাঙ্গুটিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
৮। ৮ নং সানোয়ারা ইউনিয়ন পরিষদ
৯। ৯ নং সুতিপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ
১০। ১০ নং সোমভাগ ইউনিয়ন পরিষদ
১১। ১১ নং ভাড়ারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
১২। ১২ নং ধামরাই ইউনিয়ন পরিষদ
১৩। ১৩ নং কুল্লা ইউনিয়ন পরিষদ
১৪। ১৪ নং সুয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদ
১৫। ১৫ নং রোয়াইল ইউনিয়ন পরিষদ
১৬। ১৬ নং নান্নার ইউনিয়ন পরিষদ